কিঞ্চিৎ জলযোগ !

প্রহসন ।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ।

১৭৯৪ শক ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বাবু পূর্ণচন্দ্র	একজন ডাক্তার।
বিধুমুখী ঘোষ	পূর্ণ বাবুর স্ত্রী।
পেকুরাম	একজন বেকার লোক।
ভোলা	পূর্ণবাবুর পুরাতন ভৃত্য।
আর একজন ভৃত্য।	

কিঞ্চিৎ জলযোগ!

প্রথমাঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা—চেয়ার টেবিল আয়না
কৌচ ঘড়ি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জীভূত।

এই ঘরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভোলা শুইয়া কখন মহাভারত পাঠ করিতেছে, কখন হাই তুলিতেছে, কখন বা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ভোলা। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও হরি! (হাই তুলিয়া) সবে অ্যাড্‌ডা, অ্যাহন পাচ্‌ডার মধ্যি আলি হয়? আজ কাল কত্তাডির্ আর গিন্নিডির্ এই রূপই চল্‌চে! আ! সে এক কাল গ্যাছে, যহন কত্তাডির্ বিয়া হয় নাই, সে কাল আর ফিরি আস্‌বে না। কায নাই কর্ম্ম নাই, খাতাম দাতাম আর দিব্যি করি ঘুম্ মার্-

তাম্! গিন্নিড়ি য্যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কত্তাকে ওঠ্ বল্লি ওঠেন্, বোস্ বল্লি বসেন! (উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, স্বর করিয়া মহাভারত পাঠের উদ্যোগ—পুনশ্চ হাই তুলন, তৎপরে পুস্তক নিঃক্ষেপ করিয়া) এ ব্যাটারা কি বোয়ে ল্যাখে, সাপ্ নাই, ব্যাং নাই; দূর্ কর! (নেপথ্যে পাল্কি বেহারাদিগের উঁহুঁ উঁহুঁ শব্দ) এই যে, পাল্কিতে বুঝি তারা আলেন। দূর কর, আর পারা যায় না! যহন ডাক্ দেবেন অ্যানে, তহন যাব; অ্যাহন তো এক ছিলিম তামুক খাই গিয়ে।

(ভোলার প্রস্থান।)

দ্বারের নিকট অতি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে
পেরুরামের আগমন।

পেরু। (প্রবেশ করিয়া ও ঘরের ভিতর অনেক লোক জন আছে মনে করিয়া) গোলা-

মকে মাপ্ কর্‌বেন, আমি পথ ভুলে——(তৎ-
পরে ঘরের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কাহা-
কেও না দেখিতে পাওয়ায় স্বগত) এখানে
যে কাকেও দেখ্‌ছিনে ? বা ! এ কোথায় এসে
পড়্‌লেম ? এ কেবল আমার বাড়িওয়ালার
দোষে এই সব ঘট্‌লো। সেই ব্যক্তি তাহার
কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে নাচ দ্যায়, সেই নাচে
আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল; সে ব্যক্তির সহিত
পাছে মনান্তর হয়, এই জন্য সেখানে গেলেম,
না হোলে, আমি বড় কোথাও যেতেটেতে ভাল
বাসিনে। সেখানে গিয়েছি, না পড়্‌বি তো পড়্
একবারে সেই পাওনাদার ব্যাটার সম্মুখে গিয়ে
পড়েছি ! সে ব্যাটা আমার দিকে কট্‌মট্ করে
তাকাতে লাগ্‌লো ! ওই যেমন তাকে দ্যাখা,
আর অম্‌নি সিঁড়ি দিয়ে তত্তড়্ করে্য নিচে
পিট্টান ! সে ব্যাটাও পিছনে পিছনে ছুট্‌লো !

আমাকে আর একটু হলেই ধর্‌তো আর কি, যদি হটাৎ একটা ফন্দি মনে না আস্‌তো। ঐ যে মির্‌জাপুরে কি স্যানের গির্জে আছে, সেই খানে দেখি, এক সার পাল্কি রয়েছে। বেয়ারাগুণ মাথায় হাত দিয়ে ঘুমচ্চে। আমি অম্‌নি একটা পাল্কিতে ঢুকে পড়্‌লেম। মনে কল্লেম, আর এক দর্‌জা দিয়ে বেরিয়ে পালাব, না, ও মা! আমি যেই পাল্কির মধ্যে দিয়ে যাব, না বেয়ারাগুণ শব্দ শুন্‌তে পেয়েই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই, কথা নেই বার্ত্তা নেই, পাল্কি কাঁদে করেই উঁহুঁ উঁহুঁ করে দৌড়ুতে লাগ্‌লো! আমি যত বলি থাম্‌ থাম্‌, কিছুই শুন্‌তে পায় না। চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে—একবার মনে কল্লেম, লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু আবার মনে হলো, যদি পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে থাকে; তার পর মনে কল্লেম, এক প্রকার ভালই হয়েছে, যেখানে ইচ্ছে

নিয়ে যাক্ না কেন ?—এখন্তো পাল্কির দরজা ভাল করে বন্ধ করে গট্ হয়ে বসি, পাওনাদার ব্যাটা পিছনে পিছনে আর কত দূর ছুট্‌বে ? তার পরে তো এই বাড়ির উঠনে এসে পাল্কি নাবালে, কলের পুতুলটীর মত আমিও তো নাব্‌লেম, নেবেই দেখি আমার সামনে একটা সিঁড়ি উঠেছে। এই সময়ে সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা হটাৎ মনে পড়্‌লো। এই যেমন মনে পড়া, আর আমিও অমনি তড়্‌তড়্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লেম ; উঠে তো এই ঘরে এসেছি, কেউ কোথাও নেই, সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা বুঝি এইবার খাট্‌লো ; এই ছয় মাস ধরে কর্ম্মের চেষ্টায় ফির্‌ছি, কোন কর্ম্মই তো জুট্‌লো না। কিন্তু সেই গণৎকার ঠাকুর, আমার কামিনীর বাড়িতে হাত দেখে বলেছিল, যে এক দিন বেড়াতে বেড়াতে হটাত্

একটা বাড়িতে তুমি গিয়ে পড়্‌বে, সেখানে যদি ভয় না পেয়ে তিষ্ঠে থাক্‌তে পার, তা হলে তোমার কর্ম্ম জুট্‌বে।

এ বা বুঝি সেই বাড়িই হয়, আবার দেখ্‌চি এখানে কেউ নেই, তবে কর্ম্ম দেবে কে? ও বুঝেছি,—বিধির ফের্‌ কে বুঝতে পারে—আমি শেষে হয়তো এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব! কামিনী তোর কপাল মন্দ, এখন যদি তুই আমার থাক্‌তিস্, তা হলে কৃষ্ণ রাধার মত যুগল মূর্ত্তিতে সুখে দুজনায় এই সোণার লঙ্কায় বাস কত্তেম। এই চিটি খানা, যা তোর ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি, তা দেখে তো বেশ বোধ হচ্চে, যে আর এক জনের প্রতি তোর মন গ্যাছে। (পত্র পাঠ) "প্রেয়সি! কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে—প।" প ব্যাটা কে? এর তো কিছুই সন্ধান পাচ্চিনে। যা হক্, এর সন্ধানটা

নিতে হবে। কামিনি! এই কি তোর ধর্ম্ম; এত দিন খাওয়ালাম, পরালাম, শেষকালে কি না তুই আর এক জনের হলি?

(অন্যমনে গান করিতে করিতে)

গীত।

পদী রে! তবু আমি আছি তোর।
এত যে খারাবি কর্‌লি মোর॥
মেগে পেতে কর্জ করে, খাওয়ালাম পরালাম তোরে,
এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর॥

ও বাবা! এ কোথায় এসে পড়েছি, সত্যি সত্যি কি শেষে এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব? কিন্তু ভিতরটা কেমন কেমন কচ্চে যে; মন! সাহস ধর, (বুক ফুলাইয়া সাহসের ভঙ্গিমা) (নেপথ্যে হঠাৎ প্রহারের ধ্বনি ও উড়ে বেয়ারা-দিগের "মেরে পকাই দিল, পকাই দিল" ইত্যাদি শব্দ) ও বাবা! এ আবার কি? এখানে লোক

জন আছে না কি? (ভয়ে কম্পমান ও ঘর হইতে বাহিরে গিয়া এক বারাণ্ডায় উপস্থিত) এখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, দেখা যাক। (পলাইবার পথ অন্বেষণ) এমন বিপদেও লোকে পড়ে গা; হা কামিনি! এইবার বুঝি——

(পেরুরামের প্রস্থান।)

পূর্ণ ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষের প্রবেশ।

বিধুমুখী। আজ ভাই যে কি বিপদে পড়েছিলাম, তা ঈশ্বর জানেন। দৈবাৎ কখন কেউ একটু মাতাল হল, তা নয় সওয়া যায়; কিন্তু ব্যাটারা এরূপ ঘোর পাপ পঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে আচ্ছন্ন, হৃদয় এরূপ শুষ্ক, ও পাপ তাপে অসাড় হইয়া গ্যাছে, যে মদমত্ত হয়ে, আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পাল্কিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগুণ চলে গেল।

পূর্ণ। (তাঁহার টুপি ও চাপকান্ খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তরলভাবে) মাই ডিয়ার্ ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেক্‌চার্ দিচ্চ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলচ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি, (আপনাকে অঙ্গুলির দ্বারা প্রদর্শন।)

বিধুমুখী। ও কি তুমি পাগলের মত বক্‌চ, ও কি সব অশ্লীল কথা মুখে আন্‌চো?

পূর্ণ। ও বাবা! অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গ অশ্বিনী, আবার ব্যাকরণ! ঘাট হয়েছে!

বিধুমুখী। তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে অঙ্গীকার করেছিলে, যে আর কখন মদ্যপান কর্‌বে না—আবার ফের মাতাল হয়েছ?

পূর্ণ। মাতাল! ছেলেব্যালায় ব্যাকরণ পড়েছিলেম।—অ্যাঁ? একটা সন্ধি কর্‌ব? মাতাল! মাতা ছিল আল—অর্থাৎ যে জিনিসের

দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান করেন, তিনি কি? না মাতাল, (হাস্য) হা হা হা হা! হ্যাঁ ডিয়ার মদ খেলে কি কখন পাপ হয়, স্যানজার কাছে এত দিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল?

বিধুমুখী। কি? পাপের উপর পাপ? এ-কটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কি না তুমি স্যান্‌জা বল্লে?

পূর্ণ। স্যান্‌জা বল্লুম এতেও দোষ হল? এই ন্যাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।)

বিধুমুখী। আমার কাছে ঘাট মান্‌লে কি হবে?

পূর্ণ। ঘাট্ তবে আর কার কাছে মান্‌বো? তুমিই তো আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বল্লে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভাল তাই যাও! বল্লে রব্‌সেনের ওখানে চা খাব, ভাল তাই খাও; বল্লে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুসি উড়্‌বো——ভাল তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন।)

বিধুমুখী। ওকি ওকি! ছি ছি ছি! আমার পায়ে পড়লে কি হবে? একবার অনুতাপ কর, তা হলেই পাপ ক্ষয় হবে!

পূর্ণ। অনুতাপ কর্‌ব? তা হলেই মাপ কর্‌বে। তা কেমন করে অনুতাপ কর্‌ব?

বিধুমুখী। কেমন করে কর্‌বে? ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করে ক্রন্দন করিতে করিতে বল, আর এমন কর্ম্ম কর্‌ব না।

পূর্ণ। ঊর্দ্ধদিকে, হস্তোত্তোলন কর্ত্তে কর্ত্তে, কোঁদল—কি বল্লে ?

বিধুমুখী। না না ;—করযোড় করে এই রকম করে বল, যে আর আমি পাপ কর্‌ব না।

পূর্ণ। (ক্রন্দনের ন্যায় স্বর করিয়া) আর আমি এমন কর্ম্ম কর্‌ব না।

বিধু। ওঠ। এবার তোমাকে প্রভু মার্জ্জনা কল্লেন।

পূর্ণ। (নেশা কিঞ্চিত্‌ উপশম হওয়ায় স্বগত) আ! রাম! বাঁচ্‌লেম! কি দৈব!

পূর্ণর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া, তাঁহার পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা দৌড়িয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দেখে পূর্ণ বিধুমুখীর পদতলে।

ভোলা।—কি হয়েছে, কি হয়েছে? কান্না-কাটির সোর্‌ পড়েছে কেন? আমার বাবুরে এই

রাইবাঘিনী সারি ফ্যাল্লে! আমার বাবুরে দেখ্ছি কি গুণ করেছে! হয়েছে! আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধূলা পালে, ম্যায়েগুলা বর্ত্তায়ে য্যাত! এর কি আস্পর্দ্ধা! জগদম্বার মত মূর্ত্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন, দ্যাহ না!

বিধু। (লজ্জিত হইয়া) ওকি পায়ের কাছে পড়ে আছ, ঐখানে উঠে বস না।

ভোলা। ঠারণ, তোমার আক্কেল ভারি! এতক্ষণ আমার বাবুরে পায়ের তলায় রাখিছ?

পূর্ণ। (উঠিয়া) আমার সাম্‌নে তুই প্রেয়সীকে অপমান কল্লি, ইউ ইম্পার্টিনেণ্ট রেচ্? বিগন্! না হলে এখনি তোর ঘুসিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব। যা এখান থেকে।

ভোলা। (নিকটে গিয়া, পূর্ণ বাবুর দাড়ি ধরিয়া) আহা! বাছার মুখখানি কাঁদি কাঁদি

শুকায়ে গ্যাছে! আহা, ল্যাঙ্গটা হয়ে যহন ব্যাড়াতে, তহন ভোয়া ভোয়া করি আমারে কত ডাক্‌তে, আমার কোল ছাড়ি কোথাও নড়তি চাতে না। তোমার ইস্ত্রী কি খাওয়ায়ে যে তোমারে গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না।

পূর্ণ। আবার এখনও বক্‌চিস্? পালা এখান থেকে। (মারিতে উদ্যত)

বিধু। থাক্ থাক্, আর বুড় মানুষকে মাল্লে কি হবে। যেতে দেও। বুড় পাগলের কথা ধর্ত্তে নেই।

ভোলা। তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ কল্লে, তা বল্‌তি পারি না। আহা, সোণার চাঁদেরে যেন গোলাম করি রাখেছে। দ্যাহ, ইস্ত্রী আর কুত্তরে নাই দ্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কাণে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিন্‌তা

তাধিন্‌তা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায় ও তোমারেও নাচায়।

পূর্ণ। চোপ রাও, ইউ ড্যাম ফুল, ফের যদি কথা কবি, তো এই তলবার দিয়ে——

(তলবার উঠাইয়া ভয় প্রদর্শন।)

ভোলা। বাপ্‌পুই রে, মলাম রে!

(পলায়ন)

পূর্ণ। আ, বাঁচা গেল, এমন ইম্‌পার্টিনেণ্ট চাকর তো দেখিনি।

বিধুমুখী। ও অনেক কেলে পুরাতন ভৃত্য, তোমাকে মানুষ করেছে, আর বিশেষ শ্বশুর মহাশয় মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন যেই এ, চাকরটীকে কখন ছাড়াবে না। এই জন্য ওকে কিছু বলিনে, অন্য ভৃত্য ওরকম বেয়াদবি কল্লে, তৎক্ষণাৎ আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতেম।

পূর্ণ। আমাকে কোন্ কালে মানুষ করেছিল বলে কি ওর এই সকল বেয়াদবি আমাকে সহ্য কত্তে হবে? তুমি তো ঐ রকম নাই দিয়ে দিয়েই ওর বুদ্ধি বাড়িয়েছ।

বিধুমুখী। তা তো বটেই,—যা হোক, যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে; আর কেন? এস এখন তোমার মাতায় একটু জল দিয়ে আনি, তা হলে নেশাটা একেবারে ছুটে যাবে।

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া) নেশা! মাইরি কোন্ শালার আর নেশা আছে।

বিধুমুখী। আবার দিব্বি কচ্চ? দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান?

পূর্ণ। (জিব কাটিয়া) এই! (স্বগত) এর লেক্চারের জ্বালায় আর বাঁচিনে। কোন ছুত করে এখান থেকে এখন পালাতে পাল্লে হয়।

বিধুমুখী। চুপ করে যে বসে রইলে? ওঠ না।

পূর্ণ। (সভয়ে) এই যে উঠ্‌চি। (উঠিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন।) (স্বগত) তুমি এখন জল ঢাল্‌তে পার, ঘোল ঢাল্‌তে পার, যা খুসি তাই কত্তে পার, এখন তোমার এক্‌-তারে আছি বাবা, আর একটু পরে শ্যাম-বাজারের কামিনীর কাছে যাব, সেখানে গেলে আর তোমাকে কি ভয়? সেখানে গেলে প্রাণটা জুড়োবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণ বাবুর বৈঠকখানা।

আর্দ্র মস্তক পূর্ণবাবুকে লইয়া বিধুমুখীর প্রবেশ ও উভয়ের কৌচে উপবেশন।

পূর্ণ। আমার মদ খাওয়াটা অভ্যাস নাই; আজকের আমার বন্ধুরা ভারি অনুরোধ করে ধরলে, তাই একটু মুখে ঠেকিয়েছিলেম।

বিধুমুখী। (স্বগত) তা কেমন! (প্রকাশ্যে) যা হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে। অনুতাপ ত করেছ; আর কেন? আর যেন কখন খেও না।

পূর্ণ। (স্বগত) অনুতাপ করিয়েই যে ছেড়ে দিলে, এই ঢের! (প্রকাশ্যে) আমি আবার মদ খাব, ইহ জন্মে তো আর না।

(কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ) হ্যাঁ মাই-ডিয়ার্, তুমি উড়ে বেহারাদের কথা তখন কি বলছিলে? আমার তখন মাথা ঘুর্‌ছিল বলে বুঝ্‌তে পারিনি।

বিধুমুখী। আমি তখন বল্‌ছিলেম কি—যে তোমারই তো দোষ;—

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া স্বগত)—আবার কি দোষ ধরে? যত দোষ নন্দ ঘোষ!

বিধু। তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের সর্ভিস হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠ্‌তে যাই, না দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবু আমাকে এই রকম্ অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন যে এস, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে

দেব। আ! আমি তখন বাঁচ্‌লেম্, তখন আমার মনে হল যেন প্রভু যীষু খ্রীষ্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার কল্লেন; তার পর তিনি সস্নেহ ভাবে আমার হস্ত ধারণ করে, আমাদের বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত পোঁছে দিলেন, তার পর "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" বলে আমার নিকট হতে বিদায় ললেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম করে বাটীর মধ্যে ঢুক্‌লেম।

পূর্ণ। (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! সন্দেহ হচ্চে, "অন্ধকার রাত্রি!" আবার "হস্তধারণ করে" (প্রকাশ্যে) কি বিপদ? ভারি খারাপ তো, বোধ হয়, উড়ে বেহারাদের তুমি কি বলে দিয়েছিলে; তা তারা বুঝ্‌তে পারে নি।

বিধুমুখী। খুব সম্ভব; উড়ে গুণ যে বোকা!

বিশেষ যে বেহারাগুণকে রেখেছ, তারা যদি বাঙ্গালার একটা কথা বুঝ্‌তে পারে, আর তোমার যেমন বাতিক, কতকগুল উড়ে ম্যাড়া চাকর রেখেছ, কিছুই কথা বোঝা যায় না।

পূর্ণ। কিন্তু যা বল ডিয়ার্‌—এ তোমার স্বীকার কত্তে হবে যে উড়েদের মধ্যে যেমন পাল্কি বেহারা সরেশ হয়, এমন কোন জেতে নয়।

বিধু। তার সন্দেহ কি! আর বিশেষ যার প্রতি মজে মন: কিবা হাঁড়ি কিঁবা ডোম; (অভিমান ও স্থানান্তরে উপবেশন।)

পূর্ণ। মাইডিয়ার্‌, বল্‌তে কি, এ সব বিষয়ে তোমারও দোষ আছে। তখন সেই ভোলা চাকরটা যে রকম করে বেয়াদবি করেছিল, তা তুমি কিছু না বলে, বরং তার পোষকতা কল্লে।

বিধু। ভোলা! অবশ্য আমি তার হয়ে

বল্‌ব, তোমার কি? আমি যদি তার কথা সহ্য কত্তে পারি। সে কত দিনকার পুরন চাকর, তা জান, তার কথা কি ধর্ত্তে আছে?

পূর্ণ। তা যেন হল—তাই বলে তার বেয়াদবি সহ্য কত্তে হবে?

বিধুমুখী। উড়ে বেহারাদের কিছু দোষ নেই, আর ভোলারই যত দোষ হল। আমি ভোলাকে অবশ্য রাখ্‌ব, তোমার কি?

পূর্ণ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এই-বার একটু চটিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারে যাবার ফিকির দেখা যাক্, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেশ, তুমি ভোলাকে রাখ, আমিও উড়ে বেহারাদের অবশ্য রাখ্‌ব। (বিধুর হাই তুলন—পূর্ণ উঠিয়া বস্ত্র পরিধান করত বিধুর নিকট গমন।)

বিধুমুখী। (পূর্ণকে ধরিয়া) বুঝেছি! বুঝেছি! তোমার শ্যামবাজারের সেই লোক-

টীর কাছে যাচ্চ, সেখানে প্রায় তুমি তো রোজই যাচ্চ, তবু কি তোমার আশ মেটে না?

পূর্ণ। এক জন মানুষ মর্‌চে, তাকে আমি দেখ্‌তে যাব না? এই কি তোমার ধর্ম্ম হল, আর রোজ রোজ সেখানে কবে যেতে দেখ্‌লে ডিয়ার্‌?

বিধু। (অভিমানভরে) তুমি এখনই সেখানে যাও। আর আমি ধরে রাখ্‌ব না। পাপ কল্লে ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে, আমার কি? আর বিশেষ তিন চারি বত্‌সর ধরে যে মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব, তাকে যে এখন তখন দেখ্‌তে ইচ্ছে হবে, তাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

পূর্ণ। (টুপি পুনর্ব্বার টেবিলের উপর রাখিয়া ও বিধুর নিকট ঘেঁসিয়া বসিয়া) মাইডিয়ার তুমি বেশ জান্‌বে, যে আমি তোমা ভিন্ন আর কাকেও ভাল বাসিনে।

বিধু। তবে তোমার মতন ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর দুনিয়ায় নেই। শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন কি আমাদের বিয়ে হবার আগে লোকে বলাবলি কর্‌ত। যা হোক্, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবিনে, এখন কেবল আমার এই মনে হয় যে আমাকে বিয়ে না করে যদি তাকে বিয়ে কত্তে, তা হলে তোমার পক্ষেও ভাল হত, তার পক্ষেও ভাল হত।

পূর্ণ। এ রকম ভাবনা তোমার অনুচিত ডিয়ার্‌; এস এস, আর কেন?

বিধু। কেন কেন? যাওনা, তার কাছে যাওনা, অমন সুন্দরীকে ফেলে তোমার কি এখানে থাকা উচিত? যাওনা, মিছে কেন দেরি কচ্চ?

পূর্ণ। তবে আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই?

বিধু। (উঠিয়া) বিশ্বাস! আমি জেনে শুনে তোমার ফাঁদে পড়তে চাইনে, এই আমার অপরাধ।

পূর্ণ। (উঠিয়া) ও! সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস্। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঐক্য হয় না ডিয়ার্।—এই মনে কর না কেন,—আমি যদি দেখ্‌তে পাই,—একজন বেগানা লোক এসে তোমার পায়ে পড়ে আছে, তা হলে আমার হটাৎ মনে কি হয়? আমার তো মনে আর কিছু হয় না—আমার মনে হয় বুঝি একজন মুচি এসে তোমার পায়ের জুতর মাপ্ নিচ্চে!

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া) হা হা হা! বেশ যাহোক!

পূর্ণ। না না ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক আমার মনে কোন কুসন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

বিধু। (নিকটে গিয়া) দেখ! মেয়েমানুষকে ঘেঁটিও না। কখন তোমার সন্দেহ হয় না?

পূর্ণ। কখন না। আমার স্বভাবই ও রকম না, তা তুমি বল্লে কি হবে? তা কেন,—সে দিন নাচ দেখ্‌তে গিয়েছি;—আমি যে কাছে আছি, তা দেখ্‌তে পায় নি——একজন লোক আর একজন লোকের কাছে বল্‌চে যে, প্রেমবাবু সমস্ত দুপর ব্যালাটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে।

বিধু। যদিও'বা তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে থাকেন—তাতেই বা দোষটা কি? তিনি হচ্চেন, আমাদের একজন প্রধান প্রচা-রক,—গুরুলোক!

পূর্ণ। (তাড়াতাড়ি) তাইতো, আমিওতো তাই মনে করি। লোকে যে রকম প্রেমনাথ বাবুর বর্ণনা করে——দেখ্‌তে সুশ্রী—বেশ

মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুন্‌লে হটাৎ ভয় হতে পারে বটে,—কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কাণে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না। এমন কি যদি তুমি এই বিষয় আগে না পাড়্‌তে, তা হলে আমি যে কিছু কথা শুনেছিলেম, আমার তাও মনে আস্‌তো না!

বিধু। (উঠিয়া টেবিলের নিকট গমন) আহা! তাইতো গা, আমার উপর তোমার কি অটল প্রেম!

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, এ তুমি বেশ জেনে রেখো যে, সন্দেহ করার চেয়ে পাগ্‌লামি আর জগতে কিছুই নেই। এই যে সন্দেহটা, যে প্রথমে সৃজন করেছিল, সে নিশ্চয় কার নিকট হতে ভালবাসা পায়নি—না পেয়ে অন্যেরও ভালবাসাতে যাতে বাগ্‌ড়া পড়ে, এই তার চেষ্টা হল!

বিধু। মুখে মধু—হৃদে ক্ষুর! যাও যাও, আর তোমাকে আমায় বোঝাতে হবে না।

পূর্ণ। বাস্তবিক আমার মনে কখন সন্দেহ হয় না।

বিধু। যাও, যাও, আর মিছে দেরি কর কেন? শ্যামবাজারে গিয়ে আমোদ কর গে।

পূর্ণ। তবে নিতান্তই দেখ্‌চি তুমি আমাকে তাড়াবে?—আমি গেলেই যেন তুমি বাঁচ? (যাইতে যাইতে, ঘড়ি খুলিয়া দর্শন) ও! অনেক রাত্রি হয়েছে, রোগী টা মল কি বাঁচ্‌ল, কিছুই বল্‌তে পারিনে, এলেম বলে ডিয়ার—রাগ টাগ কোরো না।

(পূর্ণর ও পরে বিধুমুখীর প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা।

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধুমুখী। যা হোক্, এত যে জারি জুরি কল্লেন, এখন আমায় একবার দেখ্‌তে হবে যে, আমার উপর ওঁর বাস্তবিক সন্দেহ হয় কি না? এই গহনা গুণ এই টেবিলের উপর থাক্। (ঘরে সংক্রমণ করিতে করিতে আয়নার নিকট গমন) বাস্তবিক কি আমি দেখ্‌তে এত খারাব, যে, আমাকে তাঁর মনে ধরে না। আঃ—পুরুষজাতিটাই খারাব! সবাই সমান; রোস! আজকের একটু সাজ্ গোজ্ করা যাক্, সারারাত্‌টাই এই রকম করে কাটান যাক্। শুধু উপদেশ দিয়ে

আর কিছু হয় না।—গালে একটু আল্‌তা দি, খোঁপায় এক ছড়া মালং দি ;—পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি ! এই রকম না কল্লে আর মন পাওয়া যায় না। তিনি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কি না বল্‌তে পারিনে (পূর্ণর ঘরের কাছে গিয়া কর্ণ-পাত) কিছুই তো শোনা যায় না।

বাহিরে যাইবার পথ খুঁজে না পাওয়ায় ঘুরে ফিরে এই ঘরে পুনরায় পেরুরামের প্রবেশ।

পেরুরাম। সকল দরজা গুলই বন্দ, এ বাড়িটা প্রকত গোলকধাঁধার মত দেখ্‌ছি ; এক-বার ঢুক্‌লে আর বেরোবার যো নেই। এই বাড়ি থেকে এত করে পলাবার চেষ্টা কচ্চি, কিছুতেই তো পেরে উঠ্‌চিনে।—প্রথমে যে ঘরে এসে-ছিলেম, আবার দেখি সেই ঘরেই এসে পড়েছি !

বিধু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই আমার ঘরে গিয়ে শুই গে। (গহনা লইবার

নিমিত্ত টেবিলের দিকে গমন ও পেরুরামের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ) ওমা গো ! (ভয়ে থম্‌কিয়া দণ্ডায়মান।)

পেরু। অ্যাঁ ! (ভয়ে তটস্থ) মা ঠাক্‌রণ ! (স্বগত) বা ! বা ! কি চেহারা !

বিধুমুখী। (স্বগত) নিশ্চয় এ চোর— তাতে আবার আমি এখানে এক্‌লা (টেবিলের চতুষ্পার্শে ধাবমান।)

পেরুরাম। (বিধুর নিকটে গিয়া) আমি দেখ্‌ছিলেম,——

বিধুমুখী। (ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়) এই নে বাপু—এই মুক্ত, এই হীরে, এই সব নে— কেবল আমাকে প্রাণে মারিস্‌ নে !

পেরুরাম। বেয়াদবি মাপ্‌ কর্‌বেন, আ-মাকে ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। (বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত বিধুর নিকটে গমন।)

বিধু। (রঙ্গস্থলের অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গিয়া) তোর পায়ে পড়ি বাপু—এই সব নে! তোর দল বল নিয়ে চলে যা! সব নে, আমাকে প্রাণে মারিস্ নে।

পেরুরাম। (অত্যন্ত ভীত হইয়া বিধুর পশ্চাতে গমন ও তাহাকে তার বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা।) দল বল, মা ঠাকরণ? আমার দল বল নেই। আমি এক্লা, আমার কেউ নেই; আমি অতি দুঃখী বেচারা! পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছি!

বিধুমুখী। পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছ, তার মানে কি? কে তুই? কোথায় থাকিস্? এ রাত্রে, কি সাহসে এখানে এলি?

পেরুরাম। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ঠাক্রণ; আমার বাড়িওয়ালার যত দোষ।

বিধু। তোমার বাড়িওয়ালা! (পেরুর অগ্রসর ও বিধুর পশ্চাদ্গমন।)

পেরু। ঠাক্‌রণ! আমি চোর নই, আমি যে নির্দ্দোষী তার কি প্রমাণ দেব?

বিধু। যদি তুই——

পেরু। আমাকে যদি বল্‌তে দেন, তা হলে আমি সব খুলে বলি।

বিধু। (স্বগত) লোকটা কিছু বোকা বোকা রকম দেখ্‌ছি! এতে একটু সাহস হচ্চে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল্ দেখি কেমন করে এখানে এলি।

পেরু। পাল্কি চড়ে ঠাকরণ! বেশ পাল্কি খানি!

বিধুমুখী। পাল্কিতে?

পেরুরাম। মিরজাপুরের গির্জের সামনে একটা পাল্কি ছিল, সেই পাল্কিতে চড়ে এই বাড়িতে এসেছি।

বিধু। ও! আমার সেই পাল্কিতে? তুই কি রকমে তার ভিতর ঢুক্‌লি?

পেরু। কেমন করে ঢুক্‌লম? (স্বগত) বেড়ে চেহারা! ঠিক সত্যিটা বলা হবে না— সব কথা খুলে বল্লে পাছে আমাকে নীচ ঠাওরায়। (প্রকাশ্যে) কোন বিশেষ কারণ জন্য— কোন বিশেষ লোকের হাত হতে আমায় এড়াতে হল—

বিধু। তার পর?

পেরু। নিবেদন কচ্চি! আমাকে কথাটা সমস্ত বল্‌তে দিন। তারপর সেই লোকটা আমার পিছনে পিছনে তাড়া করাতে পলাবার আর অন্য উপায় না দেখে—একটা পাল্কি সামনে পেয়েই, তার দর্‌জাটা খুলে ফেল্লুম। তার পর পাল্কির মধ্যে ঢুকে মনে কল্লেম, আর এক দিক দিয়ে নেবে পড়্‌ব--না হঠাৎ বেয়ারা গুণ পাল্কির

দর্‌জা খোল্‌বার শব্দ শুন্‌তে পেঁয়ে, পাল্কিটা কাঁদে করে নিয়ে, বোঁ বোঁ করে দৌড়ল।— আমি এত বলি থাম্‌ থাম্‌, কিচুতেই থাম্‌ল না।

বিধুমুখী। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখে রুমাল প্রদান) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল।

পেরুরাম। (স্বগত) বা! বেশ মেয়েমানুষ! এ বুঝেছে কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল! বা! চমৎকার মেয়ে মানুষ!

বিধুমুখী। আঃ উড়েবেয়ারা গুণ——

পেরুরাম। উড়ে বটে, ঠিক্; আমিও তাই ঠাউরেছিলেম! (বিধুর কাছে যাইয়া) আমি চোর নই, এখন ঠাকরুণ, ইচ্ছা হয় তো সব খুঁজে দেখুন—এই কাপড় ঝাড়া দিচ্চি; (কাপড় ঝাড়া দিতে উদ্যত)

বিধুমুখী। (হাসিয়া) না না না আর

কাপড় ঝাড়া দিতে হবে না—তুমি যা বলচ, তা আমি অবিশ্বাস কর্চ্চিনে।

পেরুরাম। তবে ঠাকুরণ, তা যদি হয়—আমার উপর আর কোন সন্দেহ না থাকে যদি—(স্বগত) এমন সুখের আলাপ ভঙ্গ দিতেও ইচ্ছা হয় না (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) (প্রকাশ্যে) এখন বোধ হচ্চে প্রায় দুট বাজে, আর থাকাটা ভাল হয় না—অনুগ্রহ করে যদি যাবার পথটা দেখিয়ে দেন।

বিধুমুখী। (ঘড়ির নিকটে গিয়া) দুট বেজেছে; তাইতো, এক জন চাকরকে তবে ডাকি; (চাকরকে ডাকিবার জন্য দ্বারের নিকট গমন ও কি ভাবিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যা-বর্ত্তন) চাকর এলেই বা মাতামুণ্ড তাকে কি বলব? তাই তো এ যে ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি! তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেল্লে! এই দুট

রাত্রে একাকী এক জন বেগানা পুরুষের সঙ্গে রয়েছি, চাকর্‌রা দেখে কি মনে কর্‌বে; এ ভারি বিপদ বটে।

পেরুরাম। তবে ঠাক্‌রূণ এমন একটা উপায় বলে দিন, যাতে করে আমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, অথচ আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

বিধুমুখী। আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে যদি ঐ গবাক্ষ দিয়ে ?—

পেরু। (না বুঝিতে পারায়) কি বল্লেন ঠাক্‌রূণ ? ক-ক-ক অক্ষ দিয়ে ?

বিধুমুখী। (স্বগত) তোমার পেটে ক অক্ষর গোমাংসই বটে! (প্রকাশ্যে) না না না, আমি বল্‌চি, এই গবাক্ষ অর্থাৎ জান্‌লা দিয়ে যা এক পালাবার পথ আছে।

পেরু। জান্‌লা? (জান্‌লার কাছে গিয়া

ভাল করিয়া নিরীক্ষণ ও জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি) ও বাবা ! যে উঁচু ! এ আমার কর্ম্ম নয়—শেষে কি জান্‌টা খোয়াব ?

বিধুমুখী। তবে আর উপায় নেই ; আর এই তো দোতালা বৈতো নয় ;—এখান থেকে স্বচ্ছন্দে ;——

পেরু। (স্বগত) ও বাবা ! এযে দেখ্‌ছি পুরুষের ঘাড়ে হাগে ! দোতালা বৈত নয় ! (প্রকাশ্যে) গোল্লাম্‌কে মাপ কর্‌বেন, আমার লাফানটা বড় এঁসে না ; কিন্তু লম্ফটা শিখ্‌তে আত্যেন্তিক বাসনা আছে। এখন নাকি শুন্‌তে পাই যে লাফাতে পারে, সেই ডিপুটী মাজিস্ট্রেটের পদ পায়। আর যদি কোন কর্ম্ম না জোটে, ঠাক্‌রণ ! তা হলে দেখ্‌ছি, সেই এককালে লাফাতে হবে।——

বিধুমুখী। এখন ম্যালা ফাল্‌ত বক্‌লে

কি হবে ? হয় এই জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়, না হয় তো দেখ্‌ছি ঐ বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাণটা যাবে।

পেরু। বন্দুক ? বাবারে! (স্বগত) যে মেয়েমানুষ, বলে কিনা "দোতালা বৈত নয়," তার অসাধ্য কিছুই নেই,—(প্রকাশ্যে) মাঠা-ক্‌রণ! পায়ে পড়ি, আমাকে মের না। আমি তোমার পায়ের গোলাম।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, আমি তো-মাকে মার্‌তে যাচ্চিনে,—তবে কিনা আমার স্বামী ভারি ;————

পেরু। (স্বগত) ও বাবা! আবার স্বামী অছে নাকি ?—(প্রকাশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকা-তরে) একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দেও মাঠা-ক্‌রণ! তোমার পায়ে পড়ি—আর এমন কর্ম্ম কখন কর্‌ব না।

বিধুমুখী। ঐ গবাক্ষ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

পেরু। (নিরাশ হইয়া) আচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। (লম্ফঝম্ফ) ও বাবা! প্রথমে লাফিয়ে জান্‌লাটার উপর উঠ্‌তে হবে, তারপর আবার জান্‌লা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়্‌তে হবে; আমার কর্ম্ম নয়; লাফিয়ে যদি জান্‌লায় উঠ্‌তে যাই, তা হলে নিশ্চয় পড়ে যাব—আর জান্‌লে মাঠাকরণ! আমার একটা ভারি বদ্‌রোগ আছে, শরীরে আমার একটু ব্যথা সয় না; ভারি সুখী শরীর; যদি একটু কোথাও লাগে তা হলে আমি এম্‌নি চীৎ-কার করে উঠ্‌ব, যে, বাড়ি শুদ্ধ লোক জেগে পড়্‌বে।

বিধুমুখী। তা বটে, তবে শীঘ্র জান্‌লাটা বন্দ করে দেও। (পেরু জান্‌লা বন্দ করিতে

গিয়া অঙ্গুলী চিমটিয়া যাওন ও ব্যথা প্রযুক্ত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে উদ্যত।)

বিধুমুখী। (পেরুর প্রতি) চুপ্ চুপ্! (স্বগত) এইবার দেখ্‌ছি বাড়ি শুদ্ধ জাগালে, আ! কি আপদেই পড়েছি! এ পাপকে কি রকম করে বিদায় করি? আর একটা কোন উপায় ঠাওরান যাক্। (সংক্রমণ ও চিন্তা করিতে করিতে) আর তো কোন উপায় দেখিনে, তবে আমার স্বামীকে পষ্টাপষ্টি বলা যাক্ না কেন যে, এই রকম ঘটনা হয়েছে; সত্য কথাই ভাল। আর এতে কোন ভয় নেই, কারণ তিনি আমাকে সারাদিনই বলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র আমার উপর সন্দেহ হয় না। (পূর্ণবাবুর ঘরের দর্‌জার কাছে গিয়া) ও গো! ওগো! (চিন্তা করিয়া) না না না না,

একটা কথা মনে পড়েছে। তখন আমাকে তিনি আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথ বাবুর কথা বলেছিলেন—ভাল একেই প্রেমবাবু বলে চালালে হয় না? হাঁ হাঁ এই বেশ কথা, (পেরুরামকে নিরীক্ষণ।)

পেরুরাম। (স্বগত হাই তুলিয়া) আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না;—গণৎকার ব্যাটার মুখে আগুণ! এত কর্ম্মভোগও ছিল! প্রায় তো আড়াইটে হয়েছে, আ! এতক্ষণ কামিনীর বাড়িতে দিব্যি করে নিদ্রা যেতেম!

বিধুমুখী। (স্বগত) তিনি যে বড় বলেন, তাঁর মোটেই সন্দেহ হয় না, ভাল তাঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে, কেমন তাঁর সন্দেহ হয় না, (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) দেখ, আমি একটা উপায় ঠাওরেছি।

পেরু। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) ঠাওরে-

ছেন? বেশ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে? (যাইবার পথ অন্বেষণ।)

বিধুমুখী। (একটা চৌকি দেখাইয়া) না না না এইখানে বোসো;—এই চৌকিতে।

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) এইখানে ব-স্‌বো?

বিধুমুখী। হাঁ! (বিধুর কৌচে উপবেশন ও পেরুরামের চৌকিতে আল্‌গোচে আড়ষ্ট হইয়া উপবেশন) পূর্ব্বে তুমি কি কায কর্ত্তে?

পেরু। ও ঠাক্‌রণ, এককালে আমি মস্ত কাজ করেছি,—আফিসের কেরাণি ছিলেম।

বিধুমুখী। আমার একজন সরকার চাই, বোধ করি তুমি সরকারের কর্ম্ম কর্‌তে পা-র্‌বে?

পেরু। সরকার?

বিধুমুখী। মাসে আড়াই টাকা আর খাওয়া পরা।

পেরুরাম। (উঠিয়া) মাসে আড়াই টাকা আবার খাওয়া পরা। আমার এই ঢের! আজ-কালের বাজারে এই বা পায় কে? কত বি এ, এম্ এ কাযের জন্য হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্চে!

বিধুমুখী। তবে তুমি এতে রাজি হলে?

পেরুরাম। (পুনরুপবেশন করিয়া) তাতে আর সন্দেহ নেই।

বিধুমুখী। তবে তো এক রকম সমস্তই ঠিক হল;—তোমার এখন নামটা জান্‌তে হবে যে?

পেরুরাম। (উঠিয়া যোড়হস্তে বিনীত-ভাবে) আজ্ঞে আমার নাম পেরুরাম।

বিধুমুখী। (হাসিয়া) ওকি বিচ্ছিরি নাম? ওনাম বদ্‌লালে তোমার কোন ক্ষতি আছে?

পেরুরাম। আজ্ঞে, কিছুমাত্র না। নামে কি এসে যায়? আপনি গোলামকে যা আজ্ঞা কর্‌বেন, তাতেই রাজি আছি।

বিধুমুখী। প্রেমনাথ কেমন নাম?

পেরুরাম। প্রেমনাথ! বা! এমন শরেশ নাম তো আমি কখন শুনিনি।

বিধুমুখী। তবে ঐ নাম তোমার হল। (বিধু উঠিল, পেরুও উঠিয়া অন্যমনস্ক হইয়া "আড়াই টাকা, আড়াই টাকা" ইত্যাদি অঙ্গুলীতে গণনা। ইতি পূর্ব্বে বিধুমুখী তাঁর স্বামীকে, তাঁর নিজ কাম্‌রায় আসিয়া অলক্ষিত ভাবে শুইতে দেখিয়া তাঁর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে, পেরুরামকে লক্ষ্য করিয়া) প্রেমনাথ বাবু! ও প্রেমনাথ বাবু! কিঞ্চিৎ জলযোগ কর্‌বেন?

পেরুরাম। (প্রথমে অন্যমনস্ক প্রযুক্ত

শুনিতে না পাওয়ায়) আজ্ঞে! গোলামকে বল্‌চেন? জলযোগ? জলযোগটা হলে ভাল হয় বটে; ক্ষুধাটাও আত্যেন্তিক প্রবল হয়েছে! (স্বগত) আর পেটে খেলেও পিঠে সয়, এখন জান্‌লা থেকে পড়্‌তে হয়, কি স্বামী ব্যাটার বন্দুকেই মারা পড়্‌তে হয়, তার তো কিছুই ঠিক নেই।

বিধুমুখী। (স্বগত) আমার স্বামী ঘরে এসে আস্তে আস্তে শুয়েছেন, তা আমি টের পেয়েছি! এত চেঁচিয়ে "প্রেমনাথ বাবু প্রেমনাথ বাবু" করে ডাক্‌চি, তবু যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ হচ্চে না? রোস্‌, ভোলাকে এর জন্য জলখাবার আন্‌তে বলে দি! ভোলা! ভোলা!

ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। ঠারণ, আমায় ডায়েছেন?

বিধুমুখী। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধুমুখী। কিছু জল খাবার নিয়ে এস তো!

ভোলা। আজ্ঞে! (পেরুরামকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান) (স্বগত) এ রাতির ব্যালা আবার একটা কারে জোটায়ে আনেছে! আমার বাবুরে যে কি গুণ করেছে, তা বল্‌তে পারিনে—সে দ্যাহেও দ্যাহবেনা—শোনেও শোন্‌বে না।

বিধুমুখী। জল খাবার নিয়ে এসোগে না। আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভোলা। এই যাই।

(ত্যক্ত হইয়া ভোলার প্রস্থান।

পেরুরাম। (স্বগত) আ! এখন খেয়ে বাঁচ্‌ব—সমস্ত দিনটা আজ পেটে অন্ন পড়ে নি! (পূর্ণবাবু এই সময়ে দ্বারের নিকট আগমন ও

পেরুরামকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দণ্ডায়মান্—পরে মশারির পিছনে লুক্কাইত হইলেন।)—

বিধুমুখী। (পূর্ণকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে স্বগত) এই যে, উনি আড়াল থেকে শুন্‌চেন! (চৌকিতে বসিতে পেরুকে ইসারা ও আপনিও কৌচে উপবেশন। পেরুর প্রেমে বিধুমুখী পড়িয়াছে মনে করিয়া, পেরুর নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী) এইবার খুব চেঁচিয়ে এর সঙ্গে কথা কওয়া যাক্ (প্রকাশ্যে) প্রেমবাবু! সে দিন মন্দিরে ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পেরুরাম। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) মন্দিরে আবার এর সঙ্গে কোথায় দেখা হল? কালীঘাটের মন্দিরে এ সে দিন গিয়েছিল না কি?

বিধুমুখী। যা হোক্ এখন ধর্ম্ম প্রচারটা কেমন চল্‌চে?

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) ও! ধর্ম্মতলার বাজারের কথা বুঝি বল্‌চে। (প্রকাশ্যে) ধর্ম্মতলার বাজার এখন খুব গুল্‌জার।

বিধুমুখী। (স্বগত) না না, এ সব বিষয় আর এর সঙ্গে কথা কোয়ে কায নেই——যদি এক চুপ্‌ কোরে থাকে, তা হলে না হয় ওকে আমাদের প্রচারক প্রেমনাথ বাবু বলে এক রকম দাঁড় করাতে পারি! কিন্তু এ যে রকম উত্তর দিচ্চে, তা শুনে পাছে তিনি আর কিছু ঠাওরান। যাতে তাঁর মনে সন্দেহ হয়, এমন কোন কথা বার্ত্তা কওয়া যাক্‌ (প্রকাশ্যে) ভারতাশ্রম, কি চমৎকার জায়গা! সেখানে বেশ দুজনে সুখে থাকা যাবে!

পেরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) ভারতবর্ষ চমৎ-কার জায়গা! আমি সেখানে একবার

গিয়েছিলেম—ও কথা বল্‌বেন না—অমন জায়গা আর দ্বিতীয় নেই।

বিধুমুখী। মিষ্টালাপে সময়টা কেমন সুখে অতিবাহিত হয়!

পেরুরাম। (কিছু বুছিতে না পারিয়া স্বগত)—ও! মিষ্টান্নের কথা বল্‌চে বুঝি! এখন যে মিষ্টান্ন এলে হয়—পেট্‌টা খিদেতে চোঁ চোঁ কচ্চে।

বিধুমুখী। আচ্ছা একটা ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাও দেখি?

পেরুরাম (স্বগত) বা মেয়ে মনুষটা খুব রসিক দেখ্‌চি, আবার গাইতে বলে! আচ্ছা একটা গাচ্ছি।

সিন্ধু ভৈরবী।

(গান) প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অকৃতি সন্তান বলে আমারে দিওনা ফাঁকি॥

বিধুমুখী। (লজ্জিত হইয়া) থাক্ থাক্, আর কায নেই!

পেরুরাম। (স্বগত) ও! বুঝিচি, শ্যামা বিষয়ক গান বলে, এর মনে ধর্‌ল না! মেয়ে মানুষটা খুব রসিক না কি, তাই একটা রসের গান শুন্‌তে চায়! (প্রকাশ্যে) আর একটা ভাল দেখে গান গাব?

বিধুমুখী। আচ্ছা এবার একটা ভাল গান গাও।

পেরুরাম। আচ্ছা—

ভৈরবী।

ও কালাচাঁদ বাতাশ কর গর্‌মিতে মরি,
গর্‌মিতে মরি কালাচাঁদ গর্‌মিতে মরি।

বিধু। থাক্ থাক্—আর কায নেই (পূর্ণর মশারি নড়িতে দেখিয়া—স্বগত) এইবার বোধ হচ্চে ওঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে! যা হোক্

আমিও তো আর হাসি রাখ্‌তে পার্চ্চিনে! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) আমি চাকরটাকে জলযোগের তাড়া দিয়ে আসি—আমি এলেম বলে!

পেরুরাম। আঃ! তা আর আমার কাছে বল্‌তে হবে না, এ তো ঘরের কথা!

বিধু। আমি এলেম বোলে। (স্বগত) একটু হেসে আসিগে; দম্‌টা ফেটে যাচ্চে।

(বিধুমুখীর প্রস্থান।)

পেরুরাম। খাসা মেয়ে মানুষ বটে! কেবল ভারতবর্ষের কথা আর ধর্ম্মতলার বাজারের কথা কেন বল্লে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না! (পেরু কৌচে আয়েস্‌ করিয়া উপবেশন)

ম্লান ও ব্যাকুল ভাবে পূর্ণবাবুর প্রবেশ।

পূর্ণ। (স্বগত) এ দেখ্‌ছি বড় বেশি বাড়া

বাড়ি ! যা হোক্, যতদূর স্থির ভাবে থাক্‌তে পারি, তার চেষ্টা কত্তে,হবে।

পেরু। (সম্মুখে পূর্ণ বাবুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া) আরে মর্, এ ব্যাটা আবার কে এল ? (উত্থান)

পূর্ণ। আমি।

পেরু। আমি। আমি কে ?

পূর্ণ। তুই ব্যাটা আমার জায়গায় কি করে এসে ভর্ত্তি হলি ?

পেরু। (স্বগত) ওঁর জায়গাই বটে ! ও বুঝেছি, এ ব্যাটা এ বাড়ির পুরণ সরকার— যার জায়গায় ঠাকরণ আমাকে বাহাল করেছেন ;——এ নিশ্চয় সেই ব্যাটা !

পূর্ণ। আমার কথার উত্তর দিচ্চিস্ নে যে বড় ?

পেরু। যা যা! তোর আপনার চর-

কায় তেল দিগে যা! আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছে!

জল খাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ।

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি) হারাম্‌জাদা ভণ্ড কোথাকারে! দুফুর রাত্রে এখানে প্রচার কত্তে এসেছেন—প্রচার কর্‌বার আর জায়গা পেলেন্‌ না! (ভোলার প্রতি) এসব কি?

ভোলা। জল খাবার।

পূর্ণ। আমার জন্যে?

ভোলা। এর জন্যে!

পূর্ণ। ওর জন্য জল খাবার! নিয়ে যা এখান থেকে।

ভোলা। ঠারণ আমায় আন্‌তি বল্লেন।

পূর্ণ। আমার কথা শুন্‌চিস্‌ নে?

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) অ্যাহন কার কথা শুনি ম্যানে! (অত্যন্ত চটিয়া ভোলার প্রস্থান।)

পেরু। আমার জন্য জল খাবার এল ; উনি নিয়ে যেতে বলচেন ! কি সুখ ! আমার যদি তোর দশা হত, তা হলে তো আমি এত গুল্লি কত্তেম না।

একটা কর্ম্ম থেকে ছেড়ে যাওয়া কষ্ট বটে ; কিন্তু তোরই কি এক্‌লা কর্ম্ম গ্যাছে——পৃথিবীতে কি আর কারও কর্ম্ম যায় নি, না যাবে না ? তুই যদি এখন কর্ম্মের যুগ্যি না হোস্‌, সে তো আর আমার দোষ না।

পূর্ণ। যুগ্যি না হোস্‌ ! তার মানে কিরে ব্যাটা ?

পেরু। মানে ! মানে এই যে, গিন্নি তোকে আর পছন্দ করে না। মানে আবার কি হবে ? মেয়ে মানুষের মন তো জানিস্‌—কার প্রতি কখন্‌ সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে ? আবার দিন কতক

পরে আমার উপরেও ঐ রকম হতে বা আটক কি ?

পূর্ণ। তুই মনে করিস্‌নে, আমি এই সকল কথা সহ্য কোরে থাক্‌ব।

পেরু। আরে বাপু—তুই কর্‌বি কি ? আর কি কোন চারা আছে; মাইনেটা হাতে চুকিয়ে দিলেই ধির্‌ ধির্‌ কোরে চলে যেতে হবে।

পূর্ণ। এ ব্যাটা পাগল না কি ?

পেরু। তা বল্‌বার্‌ যো নেই বাবা! পাগল হলে গিন্নির মনে ধর্‌ত না!

পূর্ণ। আরে ন্যাকাম রেখে দ্যাও! ছোট লোকের মত কথা গুল ছেড়ে দ্যাও! ওতে আমি ভুলি নে! ইদিকে, প্রচার কর্‌বার সময় কেমন মস্ত মস্ত সংস্কৃত কথা! আবার এখন ন্যাকাম দেখ না! (স্বগত) এ নিশ্চয় সেই

প্রেমনাথ বাবু—আমি তখন আড়াল থেকে শুন্‌ছিলেম, কি প্রচারের কথা হচ্চিল।

পেরুরাম। ওরে ব্যাটা আমি ছোট লোকের মত কথা কচ্চি! তুই ব্যাটা ছোট-লোক।

পূর্ণ। কি বল্‌ব, আমার হাতে এখন চাবুক নেই, না হলে তোকে একবার দেখিয়ে দিতেম!

পেরু। (ভয়ে স্থানান্তরে উঠিয়া বসিয়া) চাবুক্‌ নেই ভালই হয়েছে! কথায় কথায় হচ্চিল। আবার হাতাহাতি কেন বাবা?

(পূর্ণ কট্‌মট্‌ করিয়া পেরুর প্রতি নিরীক্ষণ।)

পূর্ণ। তুই ব্যাটা ভারি ভীতু!

পেরু। তা বটেই তো! ভীতু! আমি শুধু শুধু এই রাত্রে চাবুক খেয়ে মরি আর কি, তোর যে রকম গরম মেজাজ দেখ্‌ছি বাবা, তাতে যে

গিন্নির কাছে এত দিনও টিকে ছিলি, এই তোর পরম ভাগ্যি বলতে হবে!

পূর্ণ। চুপরও! ফের্ যদি একটা কথা কবি তো দেখ্‌তে পাবি! বেরো. এঘর থেকে! তোর কথা আমি অনেক ক্ষণ সহ্য করেছি, বেরো হারাম্‌জাদা! (পেরু টেবিলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও পূর্ণ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা।)

পেরু। ওঁর ভারি সুখ! "ঘর থেকে বেরো"! (দৌড়িয়া রঙ্গভূমির অপর পার্শ্বে পলায়ন) আর এক ঘণ্টা আগে যদি বেরোতে বল্‌তিস্, তা হলে আমি বত্তিয়ে যেতেম্—এখন ওর জায়গায় জুত্ কোঁরে বোসে নিয়েছি—এখন বলে কি না "বেরো" (পূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের প্রবেশ দ্বারের নিকট গমন ও দ্বার উদ্ঘাটন ——পেরু ধাবমান)

পূর্ণ। এই শেষ বরি বল্‌চি, বেরো ঘর

থেকে, না হলে, জোর কোরে ঐ জান্‌লা দিয়ে বাহিরে ফেলে দেব।

পেরু। (স্বগত) এ ও যে আবার জান্‌লা দিয়ে বেরুতে বলে! এ বাড়ির সকলেরই এই এক্‌টা বাতিক আছে না কি?

পূর্ণ। (পেরুর নিকটে গিয়া) আমার কথা শুন্‌চিস্‌? (তলবার লইয়া আক্রমণ)

পেরু। ও বাবা! এ দেখি ঠাট্টা না! (চীৎকার) মাল্লেরে! মাল্লেরে! পুলিস্‌ম্যান! চৌকিদার! চোর! চোর! গেলুম রে! গেলুম রে!

(পূর্ণর নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা—পূর্ণ পশ্চাতে ধাবমান—পেরুর চৌকি বাধিয়া পতন— ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা)

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধুমুখী। এসব কি? কি ভয়ানক শব্দ!

পূর্ণ। বেশ সময়ে এসেছ! এখন অনুগ্রহ কোরে বল দেখি একবার, এই সকল ব্যাপারের মানে কি? এই ব্যক্তি এই বাড়িতে কি কোরে এল? এ ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ "মিষ্টালাপ" হচ্চিল, তাও আমি সব শুনেছি!

বিধুমুখী। ছি ছি ছি! এমন কর্ম্মও করে? দরজার আড়াল থেকে দেখ্ছি তবে সব কথাই শুনেছ!

পেরু। (নিকটে আসিয়া) এ ভারি অন্যায়!

পূর্ণ। চোপ্‌রাও হারামজাদা, না হলে এই তলবার দিয়ে তোর মুণ্ডু দুখানা কোরে ফেলবো!

পেরু। (সরিয়া গিয়া) লোক্‌টা ভারি বদ্‌রাগী দেখ্‌ছি!

বিধুমুখী। (পূর্ণর প্রতি) যদি তুমি সব

শুনেই থাক, তা হলে অধিক কিছু আর আমার বল্‌বার নেই; বোধ হয়, তা হলে তুমি এতক্ষণে জান্‌তে পেরেছ যে, এই লোকটীকে আমি সরকার রেখেছি।

পূর্ণ। এখন তোমার ঠাট্টা মস্কারাম রেখে দ্যাও; যে রকম ব্যাপার দেখেছি, তাতে তো আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিধুমুখী। সন্দেহ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি?

পূর্ণ। সন্দেহের মানে কি, আপনি মনে বুঝে দেখ না।

বিধুমুখী। তবে দেখ্‌চি আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

পেরু। ও ব্যাটার সঙ্গে আবার শিষ্টাচার কি? আমি যদি হতুম, তো এখুনি ওকে গলাটাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম।

(পূর্ণর পুনর্ব্বার পেরুর প্রতি আক্রমণ।)

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) যে রকম তোমার ব্যবহার দেখ্‌চি—আজকের অবধি তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হল।

পূর্ণ। বেশ তো! আমারও তাই ইচ্ছে! আজকের থেকে ছাড়াছাড়ি হল, আর এখন ডাইভোর্সেরও আইন হয়েছে; তোমার টাকা কড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েই আমি স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

বিধুমুখী। কালই আমি বাপের বাড়ি যাব—আর সেখানে যদি বাপমায়ে না ন্যায়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস কর্‌ব।

পূর্ণ। আমিও কাল্‌কের থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে থাক্‌ব!

(ক্রোধভরে পূর্ণ ও বিধুমুখীর প্রস্থান।)

পেরুরাম। দুজনেই চলে গ্যাছে, আমিও আমার পথ দেখি। ও ব্যাটা যে রকম গোঁয়ার লোক দেখ্‌ছি—আবার কখন ঠুকে টুকে দেবে। গিন্নি এ রকম মানুষকে যে ছাড়িয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? (হুড়হুড়িতে একটা বোদাম ছিঁড়িয়া ইতি পূর্ব্বে পড়ায় তাহা টেবিলের নীচে অন্বেষণ।)

পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ।

পেরু। (টেবিলের নীচে হইতে উঠিবার সময় পূর্ণকে সম্মুখে দর্শন।)

পূর্ণ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আজ যে রকম ব্যাপার ঘটেচে, তাতে আর এ কলঙ্ক কিসে যাবে?—এই তলবার দিয়ে—

পেরু। (ভয়ে) ও বাবারে! আমাকে মারিস্‌নে বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা! তোর কর্ম্ম তোকে ছেড়ে দিচ্চি বাবা!

পূর্ণ। 'প্রেমবাবু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? এই কি তোমার প্রচার? "পরিবার বন্ধন" "পরিবার বন্ধন" "পরিবারের মধ্যে শান্তি" এই রকম কতক গুলি কথা ক্রমাগত মুখে মুখে বলে বেড়াও, আর তুমি নিজে কি না এই রকম করে এক জন ভদ্রলোকের পরিবারের শান্তি ভঙ্গ কত্তে এস; এখন আবার ধরা পড়ে, পাগলের মত আপনাকে দেখাতে চেষ্টা করচ?—তোমাকে আমি এর সমুচিত শাস্তি দেব—(তলবার হস্তে আক্রমণ ও পেরু ভয়ে কম্পমান।)

পেরু। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে বাবা! আমি নিজে হতে এখানে আসি নি বাবা! এ বাড়ির পাল্কি বেহারারা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

পূর্ণ। তবে তো আরও ভাল দেখ্‌ছি; আবার পাল্কি বেহারাদের ঘুস্‌ দেওয়া হয়েছে;

আর কথা না—(তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত) বাবু পূর্ণচন্দ্রকে, যে অপমান করে, তার আর নিস্তার নেই। (পেরু পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ণবাবুর নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

পেরু। আপনি কি পূর্ণ বাবু ?

পূর্ণ। তবে দেখ্‌চি, তুমি আমার নামও জান্‌তে।

পেরু। না, আমি তা জান্‌তেম না। আমি মনে করেছিলেম, আপনি এ বাড়ির সরকার।

পূর্ণ। (আশ্চর্য্য হইয়া) তার মানে কি ? বল দেখি ব্যাপারটা কি ?

পেরু। আপনার নাম পূর্ণ বাবু ? আপনি যে আমার মুরব্বি। আমি মহাশয়ের কাছে কত বেয়াদবি করেছি তা বল্‌তে পারি নে।

অনুকূল বাবু আমার বিষয় মহাশয়ের কাছে সুপারিষ করেছেন। আমার নাম পেরুরাম।

পূর্ণ। পেরুরাম!

পেরু। অনুকূল বাবু আপনাকে একটা পত্র দিয়েছিলেন—ঐ পত্র খানা মহাশয়ের কাছে কালকের আমার নিয়ে যাবার কথা। (পত্র প্রদান।)

পূর্ণ। (পত্র পাঠ) "প্রিয় পূর্ণ বাবু! এই পত্র বাহককে কোন একটা কর্ম্ম প্রদান করিলে বাধিত হব! ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কিন্তু আসলে লোক মন্দ নয়।"

পেরুরাম। (তাড়াতাড়ি) তিনি আমাকে বেশ চেনেন—এই আমার সার্টিফিকেট্। (পূর্ণ বাবুকে প্রদান)

পূর্ণ। তবে "প্রেমবাবু" নাম তোমার কি করে এল?

পেরু। আ! রাম রাম রাম! আমি কি আমার নাম প্রেমবাবু রেখেছি? এ বাড়ির গিন্নি ঠাক্‌রণ আমাকে ঐ নাম দিয়েছিলেন! প্রথমে যখন তিনি আমাকে এখানে দেখেছিলেন, তখন তিনি আমাকে চোর ঠাওরেছিলেন—তার পরে তিনি আমাকে তাঁর সরকার রাখ্‌লেন; তার পর তিনি এতদূর আমার উপর সদয় হয়েছিলেন, যে আমাকে জলযোগ কর্‌তে পর্য্যন্ত অনুরোধ কল্লেন—, যা হউক, সে জলযোগ আমার অদৃষ্টে নাই।

পূর্ণ। (স্বগত) এতক্ষণে আমি মোদ্দাখানা বুঝ্‌তে পাল্লেম! বিধুমুখী আমাকে নিয়ে রঙ্গ কচ্ছিলেন।

পেরুরাম। গিন্নি আমাকে যে কর্ম্ম দিয়েচেন, তাতে যদি অনুগ্রহ কোরে আমাকে বাহাল রাখেন!

পূর্ণ। ‘আচ্ছা তা পরে বিবেচনা করা যাবে। (অগ্রে গমন)

পেরু (পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত) তা হলে চিরকাল মহাশয়ের পায়ের ছুঁচ হয়ে থাক্‌ব।

পূর্ণ। (স্বগত) আচ্ছা ডিয়ার ! আজকের তুমি বড় এক হাত আমার উপর নিয়েছ ! এইবার আমার পালা ! রোসো, তোমাকে একটু ভয় দেখাই ! একটা মত্‌লব্‌ ঠাওরেছি। (চিন্তা করিয়া) বিধুমুখীর কাম্‌রার জান্‌লা দিয়ে, আমাদের বাড়ির বাগান বেশ দেখা যায়। (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) পেরুরাম ! তোমাকে সেই কর্ম্মে বাহাল রাখ্‌ব—কিন্তু তোমার একটী কায করতে হবে।

পেরু। গোলাম তো হাজির আছে—যা আজ্ঞে করবেন————.

পূর্ণ। এই দুট তলবার ন্যাও—নীচে বাগানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

পেরু। অ্যাঁ! যুদ্ধ! (দুহাত পিছনে সরিয়া দণ্ডায়মান।)

পূর্ণ। সত্যিকের যুদ্ধ নয়; যেন আমরা দুজনে যুদ্ধ কচ্চি, এই রকম আমি দেখাতে চাই।

পেরু। আর বল্‌তে হবে না। আমি বুঝেচি। কিন্তু মিথ্যা যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে কার কোথায় আবার দৈবাৎ লেগে যাবে! আর বিশেষ, যখন যুদ্ধ কচ্চি, এইটে দেখান নিয়ে বিষয়, তখন দুজনে যাবার আবশ্যক কি? আমি একলা সেখানে গিয়ে, অস্ত্রগুণ ঝন্ ঝন্ কল্লেই তো হল?

পূর্ণ। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ভাল; আর, এখন অন্ধকারে পষ্ট কিছুই দেখা যাবে

না। আচ্ছা তুমি এক্‌লাই যাও, আমিও তা হলে কি হচ্চে, তা সব এখান থেকে দেখ্‌তে পাব। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) এই সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাও—নেবে গিয়ে, বাঁ হাতী একটা দর্‌জা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়।

পেরু। আচ্ছা।

(তলবার লইয়া পেরুর প্রস্থান।)

পূর্ণ। (স্বগত) বিধুমুখী আজকের যা হোক্ আমাকে বড় ঠকান্‌টা ঠকিয়েছিল—এখন দেখি, আমি তাকে ঠকাতে পারি কি না! (বিধুমুখীর ঘরের দর্‌জার নিকট গমন ও দ্বারের ছিদ্র দিয়া দর্শন) এই যে এই দিক দিয়েই আস্‌চে! (অন্য দ্বারের পর্দ্দার আড়ালে লুক্কায়িত হইলেন ও যখন বিধুমুখী প্রবেশ করিল তখন ঐ দ্বার দিয়া অলক্ষিত ভাবে পলায়ন।)

বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। তারা গেল কোথা? বোধ হয় এতক্ষণে পেরুরামের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে আসল বৃত্তান্তটা টের পেয়েছেন। আর যে, তাঁর মনে কখন সন্দেহ হয় না, সে গুমরটাও বোধ হয় এতক্ষণে ভেঙ্গেছে! কিন্তু কোথায় তিনি?—রাগ তো করেন নি; যদি রাগই বা করে থাকেন, তা হলে আমাকে এসে ধম্‌কাচ্চেন না কেন? যা হোক্ আমার ভয় হচ্চে! কেন আমি মর্‌তে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ কর্‌তে গিয়েছিলেম? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হলে সমস্ত বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে বলি।

পর্ণ। (নেপথ্য হইতে ভাণ করিয়া বিকট চীৎকার) হা! বিধুমুখী।

পেরুরাম। (নেপথ্যে) সামাল! সামাল।

(তলবারে তলবারে ঝন্‌ঝনি শব্দকরণ।)

বিধুমুখী। বাগানে কার গলা শুন্‌তে পাই? (জান্‌লার কাছে গিয়া—তলবারের ঝন্‌ঝনি শব্দ শ্রবণ!)

পেরু। (নেপথ্য হইতে) মার্ ব্যাটাকে, মার্ ব্যাটাকে।

বিধুমুখী। ও মা কালী রক্ষা কর কি ভয়ানক শব্দ! (জান্‌লা খুলিয়া দর্শন—বাহিরে অত্যন্ত অন্ধকার) তলবারের শব্দ! মারামারি হচ্চে! আমারি নির্ব্বুদ্ধিতার ফল! বাঁচারে! বাঁচারে! থাম্, থাম্, (কৌচে মূর্চ্ছা হইয়া পতন ও পূর্ণবাবু তাহার নিকট দৌড়িয়া আগমন।)

পূর্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ও কি! মাইডিয়ার!—ও কিছুই নয়—আমি তামাসা কচ্ছিলেম। মূর্চ্ছা গ্যাছে দেখ্‌চি—কে আছিস্ ওখানে? এ দিকে আয়রে! কি পাগলামিই করেছি!

তলবার লইয়া পেরুরামের প্রবেশ।

পেরু। (হাসিতে হাসিতে) পূর্ণবাবু! এখন মনের মত হয়েছে তো? আমি খুব যুদ্ধ করে এসেছি।

পূর্ণ। (ভয়ে ব্যস্ত হইয়া) বেশি মাত্রা হয়ে গ্যাছে। এই খানে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি স্মেলিং সলট্ নিয়ে আসি।

(পূর্ণবাবুর প্রস্থান।)

বিধু। (চেতন পাইয়া) কেও? নাথের গলার আওয়াজ শুন্‌ছিলেম না?

পেরু। (তাড়াতাড়ি) আমি ঠাক্‌রণ! আমি পেরুরাম!

বিধুমুখী। রে দুষ্ট নরাধম! তুই আমার প্রাণনাথকে হত্যা করিয়াছিস্?

পেরু। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, আমি না।

বিধুমুখী। যা হোক্, তুই এখান থেকে

পালাতে পার্‌বিনে, (চীৎকার) ভোলা! ভোলা! খুন্ কল্লে! ডাকাত এসেছে!

পেরু। (স্বগত) বাবারে! কি ভয়ানক মূর্ত্তি করেছে দেখ! আমিও এই সময়ে পালাই।

(তলবার হস্তে পেরুরামের পলায়ন।)

বিধুমুখী। ভোলা! ভোলা! খুন্ কল্লে! ডাকাৎ এসেছে!

(ভোলা ও আর একজন ভৃত্য আসিয়া পেরুর প্রতি আক্রমণ।)

(বিধুমুখী চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের নিকট গমন, এমন সময় পূর্ণ আসিয়া বিধুমুখীকে আলিঙ্গন।)

ভোলা ও আর একজন ভৃত্য পেরুরামকে লইয়া প্রবেশ।

পেরুরাম আড়ষ্ট ও ভয়ে কম্পবান্।

ভোলা। যহন ঠারণ আমায় ডায়েলেন

তহন দ্যাকি কি না, এই ব্যাটা যমকিঙ্করের মত খাড়া হাতে বাগানের দিকি পলাতি যাচ্চে! বুড়া হয়েছি বটে, তবু হাড়ে মজ্‌বুত আছি। শালা ডাকাতি কত্তি আয়েছেন। (গুঁত প্রদান)

পেরু। ও বাবারে! (পূর্ণ বাবুকে দেখিতে পাইয়া) একি পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ভোলা! ওকে ছেড়ে দে!

(ভোলা ও অন্য চাকরের প্রস্থান।)

পেরুরাম। (বস্ত্রাদি সাম্‌লাইয়া) রক্ষা কর! বাঁচ্‌লেম! ব্যাটাদের পাঁচ মিনিট্‌ ধরে বোঝালেম,—বলি—ঠাক্‌রণ আমাকে সরকার রেখেছেন, ব্যাটারা কি কিছুতেই বুঝ্‌বে না!

বিধুমুখী। (স্বগত) বুঝেছি উনি আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছিলেন,—যাহোক্‌ এ লোকটা বড়

কষ্ট পেয়েছে—এর জন্য কিছু জলখাবার আন্‌তে বলে দি। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (না শুনিতে পাইয়া) কি বল্লেন?

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এস!

ভোলা। এই যাই, (স্বগত) একি হচ্চে, আমি তো এর কিছুই ব্যাওরা পাই না।

(ভোলার প্রস্থান।)

পূর্ণ। পেরুরাম! তুমি যে সব কষ্ট আজ সহ্য করেছ,—তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে সরকারের পদেই বাহাল রাখ্‌লেম্। আরও যদি তোমার কোন উপকার করতে পারি তাও বল;——

পেরু। (স্বগত) আর কি বলি? রোস,

সেই চিঠিটার কিছু সন্ধান বলে দিতে পারেন কি না দেখি ; (প্রকাশ্যে) গোলামের উপর যদি এতই কৃপাদৃষ্টি হয়েছে,—তা আমাকে যদি একটা সন্ধান বলে দিতে পারেন, তা হলে আমার বড় উপকার হয়। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই।

বিধুমুখী। আচ্ছা বল না, কি শুনি ?

পেরু। যদি বেয়াদবি ম্যাপ্ করেন তো বলি। ঠাক্‌রণ ! আমার মতন হতভাগা লোক আর দুনিয়ায় নেই। কামিনী বলে একজন পরমা সুন্দরী মেয়েমানুষকে আমি ভাল বাস্‌তেম ; আমি ভাব্‌তেম্, সেও বুঝি আমাকে ভাল বাসে, কিন্তু হঠাৎ এক দিন দেখি, আর একজন আমার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সেই লোক্‌টা কে জান্‌বার জন্য আমি ভারি অস্থির হয়েছি। আর কোন চিহ্ন নেই, যা

দেখে আমি তার সন্ধান পেতে পারি,—কেবল এই পত্রখানা আছে;—এর উপরে একটা 'প' লেখা আছে;—এই চিহ্ন দেখে যদি কিছু আপ-নারা সন্ধান বলে দিতে পারেন।

বিধুমুখী। (স্বগত) এ লোকটা নিতান্ত বোকা দেখ্ছি,—এর সন্ধান আবার আমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছে! ওঁর ভালবাসার কে আর একজন ভালবাসা আছে, তার সন্ধান কি না ওঁকে আমাদের বলে দিতে হবে! যা হোক্ কি বলে শুনাই যাক্‌না কেন।

পূর্ণ। (আপনার হস্তের লিপি চিনিতে পারিয়া স্বগত) কামিনীর সঙ্গে আবার এ ব্যাটারও ভাব আছে নাকি? কামিনীকে যে পত্র লিখেছিলেম্—এ ব্যাটা কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলে? এখন ভালোয় ভালোয় ফাঁড়াটা উতরে গেলে বাঁচি! এ ব্যাটা চিঠিখানা বিধু-

মুখীর হাতে না দিলে বাঁচি! রোস্! আগু থাক্‌তে ওর কাছ থেকে পত্রখানা চেয়ে নি।

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি)—পত্র খানা দেখি।

পেরু। এই নিন্ (পত্র প্রদান)

(পূর্ণ যেমন এই পত্র গ্রহণ করিবে এমন সময় বিধুমুখী তাঁর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন)

বিধুমুখী। (উঠিয়া) এ 'প' চিহ্ন আমি বেশ জানি; (পূর্ণর প্রতি) এ যে তোমার মোহর দেখ্‌ছি!

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) দূর বোকা! তুই ব্যাটা আমাকে মজালি!

পেরু। (স্বগত) অ্যাঁ? কি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; অতবড় মস্ত লোক পূর্ণবাবু যে কাঙ্গালের ধন চুরি কর্‌বে, এ তো দেখ্‌লেও বিশ্বাস হয় না!

বিধু। (পূর্ণর প্রতি) হাতের লেখাও

দেখ্‌চি তোমার (পাঠ) "প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে"—প ;—সংক্ষেপ বটে ; কিন্তু অর্থ—পূর্ণ !

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, এই চিঠি——

বিধু। অনেক দিনের চিঠি এই বল্‌চ ? কিন্তু চিটির তারিখ্‌টা দেখ দিকি একবার ! চার দিনের কথা !

পেরু। (স্বগত) আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ।

পূর্ণ। মাইডিয়ার !——

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারুণ !

বিধু। (পত্র ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) ভোলা ! জলখাবার নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আন্‌তে বল।

ভোলা। কি বল্‌চেন ঠারুণ ?

বিধু। তুমি কি কালা না কি? জলখাবার এখান থেকে নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আন্‌তে বল।

ভোলা। আগেগ! (স্বগত) সবাই খ্যাপেছে না কি?

(ভোলার প্রস্থান।)

বিধু। আর আমার এ বাড়িতে থাকা হয় না। আমি এক্ষণি ভারতাশ্রয়ে যাব।

পূর্ণ। (আর কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাওয়ায়) ছি মাইডিয়ার! আবার আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্চ?

বিধু। আমি রঙ্গ কচ্চি বৈ কি!

পেরু। (স্বগত) ও! এতক্ষণে বুঝেছি! গিন্নি পূর্ণবাবুর সঙ্গে আবার তামাসা কচ্চে! কিন্তু কৈ—এবার যে পূর্ণবাবু আর পাল্‌টা মার্‌তে পাচ্চেন না! গিন্নি প্রথমে একবার

পূর্ণ বাবুর সঙ্গে তামাসা করেছিলেন, পূর্ণ বাবুও তার পর গিন্নির উপর এক আড়ে হাত নিয়েছিল! এবার ফের গিন্নি পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাসা কচ্চে—কিন্তু কৈ পূর্ণবাবু তো দেখ্‌ছি এবার আর কোন ফন্দি বেরকত্তে পাচ্চে না। রোস্ আমি পূর্ণ বাবুর হোয়ে একটা পাল্‌টা জবাব দিচ্চি! (প্রকাশ্যে) আমাকে ছুট কথা বল্‌তে দেবেন? তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

পূর্ণ (স্বগত) আবার এ ব্যাটা বলে কি দেখ! আজ আমাকে মজালে! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) সব বোঝা গ্যাছে, আর কিছু বল্‌তে হবে না!

বিধুমুখী। (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা বলনা বলনা কি? শুনি!

পেরু! আচ্ছা আমি বৃত্তান্তটা বলি শুনুন্! পূর্ণবাবুকে নিয়ে আপনি একবার রঙ্গ করেছি-

লেন—তাই পূর্ণবাবুও আপনার সঙ্গে একটা তামাসা কর্‌বেন, মনে করেছিলেন। তাই, আপনি যখন এই ঘর থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই পত্র খানা লিখে আমাকে বল্লেন, যে যদি কোন রকম করে এই পত্র খানা তুমি গিন্নির হাতে ফেল্‌তে পার, তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেব।

পূর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) বেশ বলেচিস্‌ বাবা! বেশ জুগিয়ে বলেছিস্‌! মাইনে দ্বিগুণ কোরে দেব! কে বলে তোকে বোকা? বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতির বাবা! (প্রকাশ্যে) কেমন্‌ ডিয়ার্‌, শুন্‌লে তো? সকলেরই পালা আছে!

বিধু। আমাকে তাই বোলে মিছে মিছি কি এই রকম কোরে কষ্ট দিতে হয়? সারাদিন রঙ্গ ভাল লাগে না।

ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। ঠারণ! পাল্কি তৈরি!

বিধুমুখী। আর দর্‌কার নেই যেতে বলে দেও। (পূর্ণবাবুর প্রতি) এক যদি তোমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার থাকে!

পূর্ণ। ছি ডিয়ার আর ও কথা বোলো না!

বিধুমুখী। ভোলা!

ভোলা। ঠারণ!

বিধুমুখী। জল খাবার নিয়ে এস।

ভোলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঠারণ।

বিধুমুখী। জল খাবার নিয়ে এস!

ভোলা। (স্বগত) সবাই খ্যাপে গেল না কি!

(ভোলার প্রস্থান।)

পেরুরাম। ঠাক্‌রণ তবে এখন আমি বিদায় হই? ভোর হয়ে গ্যাছে!

বিধুমুখী। কি? জলযোগ না করেই যাবে?

পূর্ণ। আমাকেও কিছু জলযোগ কর্‌তে হবে,—সমস্ত রাতটাই হুটপাটি করা গ্যাছে।

বারকোষে জলখাবার লইয়া
ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারণ!

বিধুমুখী। বেশ করেছ—ঠিক্ সময়ে এনেছ, আমারও খিদে পেয়েছে! (একটা থাল উঠাইয়া লইয়া)

পেরু। (ঐ থাল লইবার জন্য ব্যস্ত) ওটা, ঠাক্‌রণ পেরুরামের জন্য।

পূর্ণ। (ঐ থালা লইয়া) মনিবের জন্য আগে!

পেরু। তবে দেখ্‌চি আমার অদৃষ্টে নেই!

বিধুমুখী। (ঐ থালা পূর্ণর নিকট হইতে

কাড়িয়া লইয়া পেরুকে প্রদান) এখন তো হল?

পেরু। (আহ্লাদে) আ! এতক্ষণের পর! (আহার) বা! চমৎকার জিনিস! (পূর্ণ আর এক থাল উঠাইয়া লইয়া বিধুমুখীর হস্তে প্রদান।)

বিধুমুখী থাল হস্তে দর্শকগণের প্রতি।—

মিটিল ঝগড়া ঝাঁটি আর গোলযোগ!
সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ!
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম্ম-ভোগ!
এখন দর্শকগণ খ্যাটে দেও যোগ!

যবনিকা পতন।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(প্রহসন।)

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সুধীর। উপবিষ্ট।)

মুন্সোব। ঃ কথায়

ভোলানাথ (মুন্সোবের সেরেস্তা মানুষ,

স্ত্রী।

সুমতি (সুধীরের স্ত্রী।)

মতের মা (দাসী।)

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(প্রথমাঙ্ক।)

প্রথম সংযোগস্থল—শয়নগৃহ।

(পালঙ্কোপরি সুমতি ও সুধীর উপবিষ্ট।)

সুমতি। তা আমি মরি আর বাঁচি সে কথায় তোমার কায্ কি ভাই? তুমি বিদেশী মানুষ, অনুগ্রহ করে্য এসেছ এই যথেষ্ট।

সুধীর। (সুমতির কর গ্রহণ পূর্ব্বক) সে কি প্রিয়ে! আজ্ আমি বুঝি তবে পর হলেম?

সুমতি। ঐ শোন্, "ধান ভান্তে শিবের গীত," এ কথার মধ্যে আবার আপনার পর এলো কেন?

সুধীর। কেন আস্‌বেনা ভাই, যে যার আত্মীয় হয় সে তার নিকটে সুখ দুঃখের কথা সকলই বলে থাকে, তা যখন বল্‌চো না তখন পর হলেম বৈ আর কি?

সুমতি। হা আমার অদৃষ্ট! আমি আবার মানুষ, আমার আবার সুখ দুঃখ, "পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী"।

সুধীর। বলি এতো ঠাট্টাই হচ্চে কেন? কারু স্বামী কি কখন বিদেশে যায় না?

সুমতি। তা যাবেনা কেন? কত শত। এই যে তুমিই আমার গিছিলে।

সুধীর। তা গিছিলেম বলেই কি এত ভিন্ন-ভাব হয়ে পড়েছে যে আমার কাছে দুটো সুখ দুঃখের কথাও বল্‌তে নাই।

সুমতি। দুঃখ আবার কি ভাই! তুমি আমাকে যে পরম সুখে রেখে গিছিলে। আমি পরম সুখেই ছিলেম।

সুধীর। হাঁ ভাই বুঝেছি, তা বল্‌তে পার। আমার টাকা কড়ি পাঠাতে বিলম্ব হয়েছিল বটে; কিন্তু তাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেম তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? বলি প্রিয়ার না জানি কতই ক্লেশ হচ্চে!

সুমতি। তাতেই কি আর অধিক ক্লেশ? সমুদ্রে শয্যা পাত্‌লে কি শিশিরে ক্লেশ বোধ হয়? যখন তোমার বিচ্ছেদের ক্লেশ সহ্য

করতে পেরেছি, তার কাছে কি ও সামান্য টাকা কড়ির ক্লেশ বড় হলো ?

সুধীর। তা ভাই, সত্য করে বল দেখি তোমার এতই কি ক্লেশ হয়েছিল ?

সুমতি। তুমি ওকথা বল্‌বেই তো হে—কিন্তু মনে করে দেখ দেখি নাথ, সে দিনটী আমার কি ভয়ানক দিন! তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্‌লে, "আমার কর্ম্ম হয়েছে আমি কলিকাতায় চল্‌লেম," শুনে আমার মাথায় যেন অমনি বজ্রাঘাত হোলো, ভাব্‌লেম বলি আমার বুঝি এই পর্য্যন্তই মনুষ্যজন্মের সাধ ফুরালো।

সুধীর। ভাল ভাই, আমি একটা কথা বলি, যদি তোমার নিতান্তই মত ছিল না তবে আমাকে যেতে বারণ করলে না কেন ?

সুমতি। (মুখ বিবৃত্তি) ঐ, 'ওকে বলে মন্ ভুলান কথা'। ঐ গুলো আমি সৈতে পারিনে। বারণ কর্‌লেই যেন উনি থাক্‌তেন। উনি যেন আমার হাত্‌ধরা।

সুধীর। ভাই, যে পায়ধরা সে যে হাতধরা হবে একি বড় কথা ?

সুমতি। (হাস্যমুখে) হাঁ, কথায় বলে

" কাযের বেলা কাজি, কায্ ফুরালে পাজি " সকল সময়ে সকলের কি একভাব থাকে হে ?

সুধীর। আমার অমন্ দণ্ডেদণ্ডে ভাব ফেরেনা; আমি তোমার প্রতি সমভাবেই আছি।

সুমতি। তা আমি আর এত জানিনে যে তুমি আমার বারণেতেই থাক্‌বে, আর আমি বল্লেই যাবে। আমি ভাব্‌লেম, বলি এঁকে কর্ম্ম-সূত্রে টেনেছে, যাবেনই ; তবে কেন আর বারণ করে্য আপনার মান খোয়াই।

সুধীর। যে প্রেমডোরে বদ্ধ তার কর্ম্মসূত্রে কি কর্‌তে পারে-?

সুমতি। (সহাস্য বদনে) ঐ ! উত্তরটি যেন অমনি মুখে জুগিয়ে রয়েছে, কথায় তো আঁট্‌-বার যো নাই। ভাই, মুখখানি ছিল তাই পার পেলে ; মুখ খানি ত নয় যেন শিউলির কাটারি খানি।

সুধীর। (ঈষৎহাস্য) না ভাই, সত্য বল্‌ছি, তুমি বারণ কর্‌লে আমি কখনই যেতে পার্‌তেম না। গিয়েও ভাল করি নি ; তোমাকেও ক্লেশ দিয়েছি—আপনিও যথোচিত ক্লেশ পেয়েছি।

সুমতি। তোমার আবার ক্লেশ কি হে?

সুধীর। তা বটে। আমার আবার ক্লেশ কি?

সুমতি। তা মন্দই বল্‌লেম কি? তুমি কর্ম্ম, কায, টাকা রোজগার, এই সব আমোদেই ছিলে; নিত্যি নতূন দেখেছ, নিত্যি নতূন শুনেছ—তোমার আবার ক্লেশটা কি?

সুধীর। হুঁ, তাই বটে!—আর যখন ও চাঁদ-বদন মনে হতো?

সুমতি। যখন মনে হতো;—আর আমাদের যে দিবানিশিই অন্তরে জাগ্‌তো।

সুধীর। এ কথাটি ভাই তুমি মিথ্যে বল্লে। সর্ব্বদাই কি তোমার মনে হতো?

সুমতি। তা না তো কি? খেতে শুতে বস্‌তে, সর্ব্বদাই তো মনে হতো।

সুধীর। আর যখন নিদ্রা যেতে?

সুমতি। তখনও স্বপ্ন হতো।

সুধীর। (হাস্য করিয়া) সে তোমার যেমন আমারও তেমনি। তা প্রিয়ে, তুমি বিশ্বাস করো আর নাই বা কর, আমি যথার্থ বল্‌চি তোমার বিরহে আমার যে ক্লেশ হয়েছিল তা

বল্‌তে পারিনে। তোমার ভাই সকলি ভাল, কেবল বিচ্ছেদটা বড় অসহ্য।

সুমতি। যা হোক, আমাকে যে তোমার মনে হতো এ শুনেও আমার কতক ক্লেশ দূর হলো। তা নাথ, আমাদের যত তোমাদের কি তত হয়? (সহাস্যবদনে) কুমুদিনীর এক চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নাই, কিন্তু চন্দ্রের তো অনেক কুমুদিনী মেলে। তোমরা পুরুষজাতি, তোমাদের অপ্রতুল কি ভাই?

সুধীর। প্রিয়ে, বিবেচনা করো দেখ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অপ্রতুল কারোই নাই, কেবল আমাদের মধ্যে সে রূপ চরিত্রেরই অপ্রতুল।

সুমতি। হাঁ, সে কথাও সত্যি বটে। তা আমি তোমার চরিত্র ভাল জানি তাই তোমাকে বিদেশে যেতে দিয়েছিলেম, নৈলে কি যেতে পারতে?

সুধীর। আমিও তোমার চরিত্র ভাল জানি তাই তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে ছিলেম।

সুমতি। উত্তরটি দিলে ভাল।

সুধীর। কেন ভাই, উত্তর কেন? যথার্থ কথাই তো।

সুমতি। তুমি কি আমার চরিত্র ভাল বলে জানো?

সুধীর। হাঁ, প্রিয়ে, তুমি যে পতিব্রতা তা আমি বিশেষ পরীক্ষা করে্য দেখিছি।

সুমতি। তবে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে?

সুধীর। হাঁ, সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস আছে। এ-কথা আর বল্‌চো কেন?

সুমতি। একটা কথা তবে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হলো। ভাল, যদি কোন স্ত্রীলোক অতি সুচরিত্র থাকে, কোন দুষ্ট পুরুষেওতো তাকে নষ্ট কর্‌তে পারে?

সুধীর। হাঁ—কার সাধ্য।

সুমতি। কেন? যদি রক্ষা করে এমন লোক না থাকে?

সুধীর। নাই বা থাক্‌লো। স্ত্রীলোককে লৌহশৃঙ্খলে রুদ্ধ করে্য রাখ্‌লেও রক্ষা করা যায় না; আর যে স্ত্রী আপনার সুচরিত্র-শৃঙ্খলে বদ্ধ সেই সুরক্ষিতা। তার ধর্ম্ম কে নষ্ট করে?

সুমতি। হাঁ, সে কথা সত্য বটে।

সুধীর। তা আমিং তোমার চরিত্রের কথা

নাকি বিশেষ জানি, তাই অনায়াসে তোমাকে রেখে গিছি; তার নিমিত্তে আমার কোন উদ্বেগই হয় নাই; উদ্বেগের মধ্যে কেবল এই হতো, প্রথমতঃ তোমার অদর্শন; আর দ্বিতীয়তঃ মনে ভাব্‌তেম্ বলি হয়তো সংসারের কোন অপ্রতুলই হয়েছে, প্রিয়ার না জানি কত ক্লেশই হচ্চে। তা কিছু কি অপ্রতুল হয়েছিল?

সুমতি। (পরম সন্তোষে) নাথ, তোমার যদি আমাপ্রতি এমন মন হয়, তবে আমি ধন্য; আমি যে এতকাল শিবপূজা করেছিলেম তা আজ্ সার্থক মান্‌লেম। এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যে, জন্ম জন্মান্তরে তুমিই আমার স্বামী হও। (কিঞ্চিৎ নীরব।)

সুধীর। আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম কৈ তার যে কিছু বল্‌চো না? কিছু অপ্রতুল হয়েছিল যেন বোধ হচ্চে।

সুমতি। হাঁ, কিছু হয়েছিল তা যো সো করে সেরেছি।

সুধীর। কেন, যো সো কেন? কারু কাছে ধার কত্যে হয়েছে না কি?

সুমতি। (ঈষৎ হাস্যবদনে) এ দেশে ধারে বড় চলে না। সে যা হোক্, একটি কথা ভাই তোমাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি—বল্‌বো কি?

সুধীর। কি, বলো না?

সুমতি। এ অধিনীকে একাকিনী রেখে কি তোমার দূর দেশে যাওয়া উচিত? প্রাণের ভয় অপেক্ষা জাতির ভয় অধিক, তা তুমি বিবেচনা কর না? নাথ, আমার ধনে কায্ নাই, অলঙ্কারে কায্ নাই, কেবল তুমি কাছে থাকো এই চাই, তাতে যদি ভিক্ষা করে্য দিনপাত কর্‌তে হয় সেও ভাল। (সজলনয়নে অধো-বদন।)

সুধীর। সসম্ভ্রমে) ওকি? (বস্ত্রদ্বারা মুখ-মার্জ্জন) কেন, কেন, রোদন কেন, অ্যাঁ?—ইস্! তবে তো আমি ভারি কুকর্ম্মই করেছি। আর আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। তা বল দেখি বৃত্তান্তটাই কি? (করাঙ্গুলি দ্বারা চিবুক উত্তোলন করিয়া) কি হয়েছিল বল দেখি?

সুমতি। (নয়ন মার্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস) বলি, কিন্তু আগে তুমি বলো আমাকে আর

এখানে রেখে কোথাও যাবে না। (উভয় করে কর ধারণ।)

সুধীর। না, না, আমি তো স্বীকারই করেছি ভাই। যে কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে অনায়াসে একরূপ দিনপাত হতে পারে; তবে তোমার নিমিত্তই ধন, তোমার নিমিত্তই উপার্জ্জন, তা তুমি যখন নিষেধ করচো তখন আমার দূরদেশে যাওয়ায় প্রয়োজন কি? আর যদিই যেতে হয়, এবার আর তোমাকে সঙ্গে না করে্য যাবো না। তা বল দেখি কি হয়েছিল আগে শুনি?

সুমতি। নাথ, তুমি জান, এই পোড়া বয়স-দোষে এখন পথের তৃণগাচটাও শত্রু।

সুধীর। হাঁ, তৃণগাচটাও শত্রু বটে, কিন্তু তেমনি আবার সুচরিত্রা সধ্বী স্ত্রীরা পতি ভিন্ন বিশ্বসংসারকে তৃণগাচ্টা বোধ করে। তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে্য কে কি কর্‌তে পারে? তা কথাটাই কি বল্‌চো না কেন? কোন দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছে নাকি? (সুমতিকে অধোমুখ দেখিয়া) তোমার কথার ভাবে তাই যেন বোধ হচ্চে। তা বল না কে

কি করেছিলো, আমি এখুনিই তার সমুচিত কর্‌বো।

সুমতি। (দীর্ঘনিশ্বাস) হাঁ, এখন যেন তুমি সমুচিত কর্‌বে, কিন্তু সে সময়টি কি ভয়ানক হয়েছিল বল দেখি? কেউ কোথাও নাই—এই শূন্যপুরী—আমি একলা মেয়ে মানুষ—থাকি কেমন করে ভেবে দেখ দেখি?

সুধীর। হাঁ, একথা বল্‌তে পারো, তা আমি ভোলাদাদাকে তো ভাল করে বল্যে কয়ে দিয়ে গিয়েছিলেম?

সুমতি। (স্বগত) মুখে আগুন্‌ তোমার ভোলাদাদার। সে মহাপাতকীর আবার নাম কর্‌চো? (অধোবদন।)

সুধীর। কেন কেন? ব্যাপারটা কি? তিনি কি তোমার তত্ত্বাবধারণ করেন নাই? কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম ভোলাদাদা মুন্সবের কাছারীতে কর্ম্ম করেন, দেশেই থাক্‌বেন; আর আমারো পরমাত্মীয়; এই ভেবে আমি তাঁর প্রতি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল ভারই দিয়ে গিছিলেম।

সুমতি। (অধোবদনে) ভাই, "ডাইনের

কোলে পোঁসমর্পণ।” যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

সুধীর। (সবিস্ময়ে) সে কি কথা! আঁ্যা, তবে কি ভোলাদাদাই দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করেছেন? আঁ্যা! (স্বগত) ভোলাদাদা তো লোক ভাল, অতি জ্ঞানী, অতি ধার্ম্মিক, এ কেমন হলো বুঝতে পাচ্চি না। (চিন্তা করিয়া) না,—এমনটা কি হতে পারে? বলাও যায় না; লোককে আজকের কালে চেনা ভার! (প্রকাশে) তা স্পষ্ট করেই বল না শুনি কি হয়েছিল?

সুমতি। নাথ! কি করে্য বলবো, বলতে লজ্জা হচ্চে।

সুধীর। লজ্জা কি? এমন কথা কি আছে যে স্বামীর নিকটে বলা যায় না?

সুমতি। তুমি কি আর বুঝতে পারলে না?

সুধীর। হাঁ, কতক পেরেছি। তা—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভোলাদাদা যে তোমার ভাসুর হয়।

সুমতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তা আর হন কৈ? বলেন অমুক আমাচ্যেয়ে বয়সে অনেক বড়।

সুধীর। আ মলো! ক্ষেপেছে না কি? আমি

জাস্তেম ভোলাদাদা বড় জ্ঞানী, বড় ধার্ম্মিক, তা এই যে, সকল বিদ্যেই প্রকাশ হচ্চে। মনুষ্যের চরিত্র বোঝা দুষ্কর। 'ভাই, তুমি সঙ্কোচ করো না, তার চরিত্রের কথা সব খুলে বল তো, আমাকে শুন্তে হলো।

সুমতি। তবে বলি, যা যা হয়েছিল সব শোন। তুমি কলিকাতায় গেলে তিনি প্রথম যেন কতো আত্মীয়, আজ্ মাচ পাঠান্. আজ্ মিঠাই পাঠান্, আসেন, যান, জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মাস খানেকের পর, এক দিন মতের মাকে ডেকে বলেছেন, "হে দেখ্ মতের মা, আমি যে এতটা কচ্চি, তা বৌ আমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন তো?"। তা মতের মা বললে, "তুষ্ট হবেন না, এমন কথা? বৌমা আমার কাছে আপনার কত সুখ্যেত করেন; বলেন, এমন ভাসুর হতে নাই। তা বাবু বাড়ী থেকে গেছেন, আপনি না কর্‌লে কে কর্‌বে। বাবু সকল ভারই আপনাকে দিয়ে গেছেন।" মতের মার মুখে এই কথা শুনে মিন্সে অমনি বলে বস্‌লো কি, বলে "হাঁ, বাবু সকল ভারই আমাকে দিয়ে গেছেন; তা তোমাদের বৌকে এই কথাটী

বুঝে চল্‌তে বলো।” মতের মা এসে আমাকে এই সব কথা গুলি বল্‌লে, তা ভাই সে কথায় আমি কি বুঝ্‌বো ? '

সুধীর। তার পর ?

সুমতি। তার পর দুদিন দশদিন যায়, একদিন আমার খরচের অপ্রতুল হয়েছে, তা কি করি, মতের মাকে পাঠিয়ে দিলেম, বলি যা দেখি ও বাড়ীর বড় ভাসুরের কাছে, যদি কিছু ধার দেন, বলিস্ কল্‌কাতা থেকে খরচ পত্র এলে শোধ দোবো। মতের মা গিয়ে চাইলে, তা মিন্সের আক্কেলের কথা শুনেছ, বলে “বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন্ ধার কেন যত টাকা চান অমি দিতে পারি।” এই কথা বল্যে, আরো বুঝি কিছু পষ্টাপষ্টি বলেও থাক্‌বে; মতের মা শুনে অম্‌নি ঘেন্নায় লজ্জায় ছি ছি করে পালিয়ে এলো, এসে আমার কাছে মাগী কেঁদে মরে; বলে “বৌ মা, একসন্ধ্যে খাবো সেও ভাল, আর তুমি ও মিন্সের কাছে আমাকে পাঠিয়ো না. মিন্সে যে সব বল্‌লে গো, শুনে হাত পা পেটের ভিতর শেঁদিয়ে যায়।” আমি তখন বলি, বটে! এই বনে এই বাঘ,

তাঁর এতো গুণ্, ঐ নিমিত্তেই মাছ দেওয়া, মিঠাই দেওয়া, হয়েছিল, তখন আমি এত বুঝ্‌তে পারি নি। তা মতের মা, আর কাঁদলে কি হবে? তুই আর তার কাছে যাস নে; আমাদের যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। যদি বিধাতা কখন দিন দেন তবে এর কথা!

সুধীর। উঃ! এতদূর পর্য্যন্ত হয়েছিল?

সুমতি। শোনো না বলি, বিপদের কথা। মিন্সে মতের মার কাছে তার কোন উত্তর না পেয়ে বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌লে, যে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হলো না; বুঝে রাগ ভরে আর জিজ্ঞাসা নাই, বাদ নাই, মরে গেলেও উঁকি মেরে দেখা নাই; নাই নাই, তার একটা দুঃখ কি? আমি যো সো করে সংসার চালাচ্ছিলেম; আজ্ দিন চার পাঁচ হলো— এই সোমবার দিন, আমি সোমবার করেছি, মতের মা বাজারে গেছে, দণ্ড দুচ্চার বেলা আছে, আমি রকে বাতাসে বসে চুলের দড়ি ভাঙচি, ভাই, মনে কর্‌লে এখনো গাটা সিউরে ওঠে! মিন্সে হঠাৎ বাড়ীর ভিতর এসে বল্‌লে, , তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না অথচ

আমি তোমার দেওর হই ; তা শোনো, তঁার পত্র এসেছে, তিনি আর দুই তিন বচ্ছর আস্‌বেন না ; লক্ষ্ণৌতে তঁার কি একটা ভারি কর্ম্ম হয়েছে, তিনি সেখানেই গেছেন। তা আর কেন ক্লেশে কাল যাপন কর, মতের মাকে যা বলেছি তাতেই সম্মত হও ; আমি তোমাকে পরম সুখে রাখ্‌বো” বলে, দেখি মিন্সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। (সজল নয়নে) নাথ, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি, দেখে আত্মাপুরুষ অম্‌নি শুকিয়ে গেল। বলি হা ভগবান্‌! আমার অদেষ্টে এই ছিল ! চতুর্দ্দিক শূন্য দেখ্‌লাম, কোথা যাবো, কি কর্‌বো, কে আমাকে রক্ষা কর্‌বে ? বলি হে পৃথিবি ! তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই ; তুমিই একটু স্থান দাও, আমি তোমাতেই প্রবেশ করি, এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ষের জলে অমনি বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। নাথ, সেই সময় আমি তোমাকে মনে মনে কতো ডেকেছিলেম ; তা ডাক্‌লে কি হবে, তুমি এমনি নিষ্ঠুর, আমাকে শূন্য পুরীতে ফেলে গেছ, ডাকলে কি আস্‌বে ?

সুধীর। (সকাতরে) প্রিয়ে, আর ওকথা

বলো না, বলো না, আমার মনে যা হচ্চে তার আর কি বল্‌বো।—তার পর তুমি কি কর্‌লে?

সুমতি। আর কি কর্‌বো ভাই, ভাব্‌লেম, বলি যদি মিন্সে কাছে এসে হাতখান ধরে তা হলেই তো জাতকুল সব যাবে; তা কি করি, কথা তো কখন কৈনে, কিন্তু না কৈলেও হলো না। ভাব্‌লেম, বলি এখন তো রক্ষা পাই, পরে অদেষ্টে যা আছে তাই হবে। ভেবে বল্‌লেম, "আমার বড় ব্যামো হয়েছে, সারুক, পরে যা বল্‌বে তাই করবো। এই কথায় দেখি না মিন্সে থম্মে থম্মে নিরস্ত হলো, মতের মাও সেই সময় এসে পড়্‌লো দেখে অমনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুধীর। কি আস্পর্দ্ধা! বাঘের বাসায় ঘোঘ নাচতে চায়?

সুমতি। ভাই, তখন আমি নিশ্বেস ফেলে বাঁচি; শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগলো, সর্ব্বাঙ্গে পিলপিল করে ঘাম বেরুতে লাগলো, শিবপূজা করা, হবিষ্যি করা মথায় উঠলো, অমনি গে বিছানা করে শুলেম। (সজল নয়নে) নাথ, দেখদেখি আমি এমনি অভাগিনী,

তুমি ফেলে গেছ,—ভাল, তা লোকের মা বাপ থাকে, ভাই ভগিনী থাকে, না হয় তাদের কাছে দুদিন যাই, তা আমার ত্রিসংসারে কোথাও কেউ নাই—কোথায় যাই, কে আমাকে রক্ষা করে, কোথায় দাঁড়াই; শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেম, বলি, আজ যেন রক্ষা পেলেম, এর পর কি হবে। হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিলো? আমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে, আমি পর পুরুষকে কখন মনে জ্ঞানেও করি নাই, আমার অদেষ্টে এ কি হলো! এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে অমনি চক্ষের উপর দে রাত পোয়ে গেল। নাথ, তোমাকে সত্যি বল্‌ছি, সেই অবধি আমি আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করিছি। এই দেখ আমার কি দশা হয়েছে (গাত্র প্রদর্শন)। আজ্ ভাবলেম বলি কেন আর ভেবে ভেবে মরি, এর চেয়ে এক বারে যাই সে ভাল। তাই দড়ির যো করে রেখেছি। ঐ দেখ গদির নীচে রয়েছে।

সুধীর। (দেখিয়া) একি! দড়ি কেন? অ্যাঁ!

সুমতি। আর কেন! কি বল্‌বো পোড়া কপালের কথা! আজ ভেবে স্থির করে ছিলাম, বলি

কবে আবার মিশে এসে জোর ক'রে্য আমার ধর্ম্মটা নষ্ট করবে, তার চেয়ে আমি প্রাণত্যাগ করলিই তো সকল আপদ চুকে যায়। কিন্তু আবার ভাবলেম, বলি তা হলে তো আর তাঁর সঙ্গে জন্মের মত দেখা হলোনা। তা না হলো নাই হলো কি করবো। যদি আমি পতিব্রতা হই, তাঁর চরণে যদি মন থাকে, তাহলে জন্মান্তরেও কি দেখা দিবেন না? এই ভেবে ভাই মরণই স্থির করেছিলেম। তা আমার কপাল-গুণে মধ্যে দেখি ধর্ম্মই তোমাকে এনে মিলিয়ে দিলেন। তা এসেছ ভাল হলো, আমার প্রাণ রক্ষা হলো, জাত রক্ষা হলো, মান রক্ষা হলো, এখন এই ভিক্ষা করি, কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁতে কুটো করে বিনয় করি, আমাকে এই শূন্যপুরীতে একা রেখে আর তুমি কোথাও যেয়ো না; আমি আর—(সরোদনে চরণ ধারণ)!

সুধীর। ছি! ছি! ছি! ও কি ও! আমি তো এসেছি আর ভয় কি? (সবিস্ময়ে) একি! এমন পতিব্রতা স্ত্রীরও এ রূপ অবস্থা করতে উদ্যত! আঁ্যা! সে দুর্বৃত্ত দুরাচার বিশ্বাস-ঘাতক, তাকে বধ করলেও পাপ নাই। উঃ!

কি বলবো, ইচ্ছা হচ্চে এই দণ্ডে গে তার মাথাটা কেটে আনি।

সুমতি। (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু ভাই, দেখো যেন এ কথা প্রকাশ না হয়; প্রকাশ হলে আমি লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পার্‌বো না।

সুধীর। আমি কি তা বুঝি নে? আমি যা কর্‌বো তা বিবেচনা করেই কর্‌বো। যে রূপে হোক অবিলম্বে সে নরাধমের সমুচিত কর্‌তে হবে।

সুমতি। কেবল সেই কেন? আরো বলবো। ভাই, তোমাদের যে দেশ, আমি যে কি করে দিনপাত করিছি তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

সুধীর। আবার কে?

সুমতি। "কাঁদিয়ে বলিতে পোড়া মুখে আসে হাসি," এই তোমার দেশের মুন্‌সোব, ভুঁদো মিন্সের এই বয়সে আবার আমার উপর চোক্ পড়েছে। মরণ আর কি? ইচ্ছা হয় যেয়ে নাথিতে মিন্সের মুখ ভেঙে দি।

সুধীর। কে? ঐ বুড়ো বেটা?

সুমতি। হাঁ হে, বলচি কি: তিনি আবার

প্রতিদিন কাছারি থেকে যাবার সময় ঐ খিড়-কির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি যদি ঘাটে টাটে যাই দেখ্‌তে পান, তবে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেন, ঠাট্টা তামাসা করা হয়, সে সকল দেখে শুনে ভাই আমার কেবল হাসি পায়। আবার মিন্সের আস্পদ্ধার কথা শুন্‌বে ? সেদিন মতের মাকে ডেকে নাকি বলেছে—"ওরে, তোর মা ঠাকুরণের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়া দিতে পারিস ? তোকে দশ টাকা দোবো। তা মতের মাও তেমনি, খুব দশ কথা শুনিয়ে দেচে; দেবে না কেন, ভয় কি ? তিনি মুন্সোব আছেন আপনিই আছেন।

সুধীর। হাঁ! ও বেটার চরিত্র আমি বিশেষ জানি, যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর, সে নালিশ করলে অমনি ডিক্রী, আর সাক্ষী সাবুদ চাই না। তা ঐ দুজনকেই ভাল করে নাকাল কত্তে হয়েছে অথচ যেন চোরার মার কান্না হয়। কি করা যায় বল দেখি ? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল। দেখ, আমি বাড়ীতে এসেছি এখন প্রকাশ করে্য কায নাই; আমি এই নিকটে কোথাও লুকিয়ে থাকি, তুমি কাল মতের মাকে

দিয়ে সন্ধ্যার সময় ওদের দুজনকেই আসতে বলে পাঠাও, পরে সেই সময় যা কর্‌বার আমি কর্‌বো।

সুমতি। ওমা! ও কি কথা বল? না ভাই, আমি তা পার্‌বো না, দুটো পুরুষ ঘরের ভিতর আসবে, আর তাদের কাছে আমি একলা থাকবো? ও মা! তা তো আমার কম্ম নয়; বাবা, মনে করলে গা শিউরে উঠে!

সুধীর। তায় হানি কি? আমি তো এই কাছেই থাকবো, আর যা যা কর্‌তে হবে তা আমি সব ভাল করে বলে দেবো এখন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি যা বল্‌চি তাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাদের বিশেষ শাসন কিছুতেই হবে না। তা এখন এসো, আহারাদি করা যাগ গে; আজ রাত্রি হয়েছে।

সুমতি। চল, কিন্তু ভাই সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার কথাটায় ভাল মন সচ্যে না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(যবনিকা পতন।)

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল—গৃহান্তর।

সাংসারিক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট সুমতি।

সুমতি। (স্বগত) হুঁ, অদেষ্টের ফের দেখ। কোথায় এত দিনের পর বিদেশ থেকে এলেন, ভাল ব্যঞ্জনপাতি রাঁধ্‌বো, খায়াবো, দায়াবো, দুটো সুখ দুঃখের কথা বল্‌বো, আহ্লাদ আমোদ করবো; তা না হয়ে কোথায় গিয়ে চোরের মত লুকিয়ে রৈলেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বুলে মন্দ নয়, এই যে পোড়া মেয়ে জাত, এদের পেটে কথা থাকা ভার, উনি ঘরে এসেছেন আর তো ভয় নাই, আস্‌তে আস্‌তেই অম্নি সে কথাটা না বল্লেই কি নয়! দেখ দেখি, বল্যে এখন আবার ভেবে মচ্চি। আহা! এত দিন বিদেশে ছিলেন, কতো ক্লেশ পেয়েছেন, দুদিন সুস্থির হউন, তার পর বল্লিই তো ভাল হতো। তা আর এখন ভাবলেই বা কি হবে? যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার আর একটা ভাব্‌চি।

মিন্সে দুটো আস্‌বে, পাছে হটাৎ হাতটা ধরে। হাঁ! তা কি পার্‌বে? আমি "ধর্‌বো মাচ্, না ছোঁব পানি!" এমন্নি ভাবে থাক্‌বো এখন। তা কৈ? সন্ধ্যেওতো হয়ে এলো; মতের মা এখনো আস্‌চেনা কেন? আ! মাগী যেন "বাঘের মাসী" যেথা যায়, আর আস্‌তে চায় না। (দেখিয়া)—এই যে নাম কত্তো কত্তোই————

(মতের মার প্রবেশ।)

মতে। বৌ মা!

সুমতি। মতের মা, তুই অনেককাল বাঁচ্‌বি লো; এই মনে মনে তোর নাম কচ্ছিলেম। তা যা হউক, এখন কি করে৷ এলি বল দেখি?

মতে। বৌ মা, মিন্সে দুটোর যে আহ্লাদ গো, অমনি "ফুটি ফাটা"।

সুমতি। শুনে কি বল্লে?

মতে। বল্‌বে আর কি? তাদের গুষ্ঠীর মাথা। বলে "গেরস্থের বৌ ধাড়ু নাড়ে, কোত্তা বলে আমার জন্যে ভাত বাড়ে।"

সুমতি। আগে তোর কার্ সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মতে। বড়কর্ত্তার সঙ্গে। মিন্সে দেখি কাছারি থেকে আস্‌চে, তা আমি সে কথা বল্‌লে, অমনি জামার ভিতর থেকে বার করে্য—(মুদ্রা প্রদর্শন) এই দেখ—আমার হাতে দে বল্লে, "এই পাঁচ টাকা বৌকে দে বলিস্ যা খরচ পত্র করেন কর্‌বেন। আর আমার জন্যে কিছু যেন জলখাবার তৈয়ের থাকে।"

সুমতি। ছার কপাল টাকার। মরণ আর কি! আবার জলখাবার জো করতে হবে।

মতে। (সহাস্য বদনে) তার আর জো করা কি? ঐ হালিশহুরে ঝাঁটা গাচ্‌টা ভাল করে ধুয়ে মুচে রাখ্‌বো?

সুমতি। ধুতে আর হবে না, আজ্ আধোয়াই তার অদেষ্টে আছে। তা ঠিক সন্ধ্যের সময় আস্‌বে বল্লে্য তো?

মতে। হাঁ, বল্লে্য আমি এখুনি যেতেম্, তা দূরহোক্, কায নাই, আজ শোন্‌বারের বারবেলাটা, সন্ধ্যে হোক যাবো এখন।

সুমতি। যখনই আসুন বারবেলার ফল আজ্ তাঁর হাতে হাতেই ফল্‌বে। আর ঐ ভুঁদো মিন্সে কি বল্লে্য?

মতে। 'আমি তার পর কছারী ঘরের কাছে গেলেম; দেখি মিন্সে আর উঠেই না। মিন্সের বুঝি আজ্ কি কায পড়েছে। আমি তো অশ্বৎতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রৈলেম; তার পরে দেখি উঠে আমাদের বাড়ীর কাছ দে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি খানিক সঙ্গে সঙ্গে এসে, তুমি যা শিকিয়ে দিছিলে তাই বল্লেম। বল্যে, এই দেখ বৌ মা, মিন্সে বল্ল্যে কি, বলে "সেই সব হলো, তবে তুই মাগি সে দিন আ-মাকে অমন কথা বল্লি কেন? তাইতেই তো তোর বৌনপোর মোকর্দ্দমাটী গেল। তা যা হবার হয়েছে; আমি আগে যাই; তোকে এখন খুব খুসি করে দেব।" বল্যে মিন্সে অমনি ছুটো ছুটি বাসায় গেল। তার পর আমি চৌধুরী মশার বাড়ীতে গিয়ে এই গুণ্‌টো চেয়ে নে এলেম।

সুমতি। সময়টা ঠিক্ করে বলেছিস্ তো? দুজনে যেন আবার একত্রে এসে না পড়ে।

মতে। হাঁ! তাকি আমি ভুলি? তুমি যেমনটি বলে দিয়েছিলে আমি তাই বলেছি।

(নেপথ্যে)। বাড়িতে কে আছ গো!

সুমতি। (সচকিতভাবে) ঐ বুঝি কে আস্‌চে! কে, জিজ্ঞাসা কর্‌ না?

মতে। (উচ্চৈঃস্বরে) কে গা?

(পুনর্নেপথ্যে) ওগো, এই বাইরে একবার এসো তো।

মতে। আসি, দাঁড়াও। (বহির্গমন।)

সুমতি। (স্বগত) যত সন্ধ্যে হয়ে আস্‌চে ততই কেমন অন্তঃকরণে যেন ভয় হচ্চে; কিন্তু এ তো ভয়ের কর্ম্ম নয়, ভাল করে্য আজ বুক্ বাঁধ্‌তে হবে। যখন এতে নেবেছি তখন ভাল করেই শিক্ষে দিতে হবে, নৈলে তিনিই বা আমাকে বল্‌বেন কি? এতো শিখিয়ে বুঝিয়ে রেখেছেন। তা—ততক্ষণ এই বিছানাটা এখানে পেতে রাখি, ভোলা ভাসুর আগে আস্‌ছেন তাঁকে এতেই বস্‌তে দিতে হবে। (ঈষৎ হাস্য)।

(সন্দেশ ও বস্ত্র হস্তে মতের মার প্রবেশ।)

মতে। (সহাস্যমুখে) বৌ মা, এই তোমার নতুন কুটুমের বাড়ির তত্ত্ব এলো।

সুমতি। মর মাগি? নতুন কুটুম আবার কে লো?

মতে। (অনুচ্চস্বরে) এই আমাদের মুন্সোব মোশাই তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। (উচ্চহাস্য।)

সুমতি। মরণ্ নাই? যমের অরুচি না কি? তাই তো, যেন সাত পুরুষের কুটুম এলেন।

মতে। তা কি কর্‌বো বলো? ফিরিয়ে দেবো?

সুমতি। হাঁ, ফিরিয়ে থাকে এখন! ঐ এক পাশে রেখে দে।

মতে। সেই ভাল, বাবু এসে এখন দেখ্‌বেন। (তথায় রক্ষণ) তুমি ও কি কচ্চো?

সুমতি। আমি এই পান কটা জো কচ্চি, তুই ততক্ষণ একটু ভাল করে্য তেলকালি তৈএর কর্ দেখি।

মতে। তেলকালি কেন বৌ মা?

সুমতি। কর্ না, দরকারে লাগ্‌বে এখন।

মতে। হাঁ হাঁ বটে, আচ্ছা, তবে করি। (উভয় কর্ম্মে উভয়ে নিযুক্ত।)

(ভোলাদাদার প্রবেশ।)

ভোলা। (স্বগত) অ্যাঁ, বেটা যেন পুলিশ, কোথা যাচ্চ্য, কি কচ্চ্য, সকল কথাই ওকে

বলে আসতে হবে,—আর একটি কায যেদিন পড়ে সেদিন আর রাস্তায় লোক ছাড়া নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ্ আবার জোৎস্না রাত্রিটে হয়ে পড়েছে ! (প্রকাশে) কৈ কে কোথা গো—বলি মানুষটো এলো একবার চেয়ে দেখ।

সুমতি। ওলো মতের মা, দেখ্‌চিস্ কি? একটু আদর অপেক্ষা কর্ লো; বস্‌তে বল। আমার আজ্ অদেষ্ট সুপ্রসন্ন।

ভোলা। (সহাস্য মুখে শয্যোপরি বসিয়া) বৌ, তোমার কপাল সুপ্রসন্ন অনেক দিন অবধিই আছে। আমি তো চেষ্টার কসুর করি নাই; তা ভাই এত দিন মত কর্‌লে কৈ? আজ কত দিনের পর তোমার দয়া হলো, এতে বরং আমারি অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে।

মতে। বিবেচনা কর্‌তে গেলে আমারই আজ জোর কপাল। আহা! আমি কেমন রং ফল্‌ইচি! (দন্তে জিহ্বাকর্ত্তন।)

ভোলা। ও মতের মা, তুই একটু তমাক সাজ্‌তে পারিশ্?

মতে। হাঁ, এই যে সাজি। তা দেখ, বাবু

বাড়িতে নাই; হুঁকোটা তোলা রয়েছে। কল্কেয় করে্য সেজে দোব খাবে ?

ভোলা। মর মাগি, কল্কেয় কি তমাক খেয়ে থাকে ?

মতে। কেন খাবে না ? ঐ যে আমাদের প্রজারা এলে আমি কল্কেয় তমাক সেজে দি।

সুমতি। (হাস্যবদনে) তা উনি কি আর প্রজা।

ভোলা। (হাস্যবদনে) হাঁ, আজ্ অবধি এক প্রকার তোমার প্রজাই হলেম বৈ কি। তা এই দেখ বৌ, তুমি আজ্ অবধি এই তোমার নতুন প্রজার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো। দেখ ভাই, আজ্ আমার কি আহ্লাদের দিন! আমার হৃদয়ের চির-রোপিত আশালতা আজ ফলিত হবে, বহুকালের যে মনোবাঞ্ছা তা পূর্ণ হবে, একি সামান্য আহ্লাদের কথা!

মতে। (অনুচ্চৈস্বরে) মনোবাঞ্ছা আজ্ অনেকেরই পূর্ণ হয় এই।

ভোলা। মতের মা, কিছু জল খাবার আনা হয়েছিল রে ?

মতে। কৈ হয়েছে ? তাড়াতাড়ি এলেম,

সন্ধ্যে হয়ে পড়্‌লো। তা ঘরে বেশ গরম গরম মুড়ি ভাজা আছে, চারটি খাবে ?

সুমতি। (জনান্তিকে) দূর মাগি, উনি শুধু মুড়ি খাবেন কেন, ওঁর অদেষ্টে যে আজ্‌ নারিকেল মুড়ি আছে। (মতের মার ঈষৎ হাস্য)।

ভোলা। বৌ, তুমি মতের মার সাক্ষাতে যা বল্‌চো তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি কিছু টাকা চেয়েছিলে আমি সে দিন দিতে পারিনি, তা ভাই কিছু মনে করো না; কিছু হাতে ছিল না, আর থাক্‌বে কি? মুন্সোব বেটা বড় দুষ্টু, অন্য কাকেও তো বেটা দুপয়সা নিতে দেয় না; বেটার আপনারই পেট সর্ব্বস্ব। তা যা করে্য পারি তুমি এখন যা চাবে আমি তাই দেবো। পূর্ব্ব অপরাধটা আমার মার্জ্জনা কর। এস, একবার কাছে এসে বসো; ওখানে থাক্‌লে আমোদ হয় না।

সুমতি। এই যে, পান কটা তৈএর করা হোক।

ভোলা। দেখ, তুমি মতের মাকে একবার বারটে দেখ্‌তে বল। আমার কিছু আশঙ্কা হয়েছে।

সুমতি। (স্বগত) ইহকাল পরকাল কিছুরি ভয় তোমার নাই। (প্রকাশে) আশঙ্কা আবার কিসের?

ভোলা। না, এমন কিছু না। যখন এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি, মুন্সোব মোশার চাকর আমাকে পেচু ডাক্‌লে; আমি বেটাকে খুব্‌ ধমকে এসেছি। বড় রাগ টা হলো, খুব্‌ গলাগালিও দিয়ে এসেছি; তা বেটা যদি পাঁচ খানি করে্য তাঁকে লাগায় তাই ভাব্‌চি।

(নেপথ্যে পদশব্দ।)

(সভয়ে.) বলোনা গো—ও মতের মা, তুই দেখ্‌না একবার রে।

মতে। দেখি। (দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াই প্রতি-নিবৃত্তা) ওগো বৌমা, মুন্সোব মোশাই আস্‌চে!

সুমতি। (সবিস্ময়প্রায়) সে কি!

ভোলা। (অত্যন্তভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! মুন্সোব মোশাই আস্‌চেন? (ইতস্ততো দৃষ্টি-ক্ষেপ) অঁ্যা! আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে! আমি এখানে এ গৃহস্থের বাড়িতে রাত্রিকালে

এসেছি তিনি দেখ্‌লে তো রক্ষা নাই। কোথা লুকুই। (উঠিয়া) বৌ, কি হবে গা?

সুমতি। (কম্পিতভয়ে) তাই তো গা, আর তো ঘর দ্বোর নাই, কোথায় নুকুতে বল্‌বো?

ভোলা। (কাতরভাবে) বৌ, তুমি যা হয় কর, বু—বুঝ্‌লে, আঁ—আঁ—আঁ—আমি আর কি বল্‌বো? আঁ—কি—কি হবে গা!

সুমতি। তা এক কর্ম্ম আছে, তুমি ঐ বিছানার ধারে উপুড় হয়ে থাকো, আমি তোমার উপর ঐ গদিটে চাপা দিয়ে রাখি।

ভোলা। আঁ!—গদির নিচে?

সুমতি। তা হলে একটা যেন ঘড়াঞ্চের মত একধারে থাক্‌বে এখন।

ভোলা। (সকাতরে) এই দেখ, আমার হাঁপানির কাসি আছে; বড় কাহিল শরীর।

সুমতি। তা কি কর্‌বো বলো, আর তো উপায় নাই।

ভোলা। তবে কাযেই তাই হলো। (গৃহের একধারে উপুড় হয়ে, অবস্থিতি) ভাব্‌চি যদি কেস্যে উঠি। (স্বগত) এ বৌ ছুঁড়ির চরিত্র কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

সুমতি। উনি বোধ করি এখনি চলে যাবেন; তা একটু মরে্য ফুটে থাক, আর কি কর্‌বে? (গদি তদুপরি চাপা দিল।)

(মুন্সোবের প্রবেশ।)

মুন্সো। (সহাস্যবদনে) কৈ হে, ঘরের গিন্নি কোথা? এই এক জন তোমার সকের চাকর এলো, এক বার চেয়ে দেখ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

মতে। সকের চাকর! ওমা! শুনেছি সহরে নাকি সকের জলপান বিক্রী হয়, তাতে সাড়ে আঠার খান মশ্‌লা থাকে, তা সকের চাকরে আবার কখান মশ্‌লা থাকে না জানি।

মুন্সো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বলেছে ভাল মাগি! দূর মাগি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। কি জানিশ্ মতের মা, এ শলা মশলার কর্ম্ম নয়, এ রেক্‌তার গাঁথনি।—কেমন, কেমন, কেমন, এখন উত্তর পেলি তো? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। মতের মা কি আমার সঙ্গে পারে। একি সাতগেঁয়ের+ কাছে মাম্‌দো বাজী—তাই বলি, আমি এই বয়েসে কত কাপ্‌তান ভাসালেম। এই দু-শ টাকা করে মাইনে পাই, কেবল এই কর্ম্মেতেই

আমার সব যায়। কি তা জান্‌লে' " প্রাণ্‌টা সকের বটে"—হি-হি-হি।

সুমতি। মতের মা, একি ভাগ্যি যে আমার বাড়ি আজ্ মুন্সোব মোশার পাদ্‌ধূলো পড়্‌লো।

মুন্সো। (সপরিতোষে) আহা! কি মিষ্ট-বাক্য, যেন নতুন গুড়ের মণ্ডা, শুনে আমার লোলা—মর্, কাণটা জুড়্‌লো। হেদ্দেখ সুন্দরি, এই যেমন দময়ন্তীর রূপ দেখে রাবণরাজা উন্মত হয়ে——

সুমতি। রাবণরাজা না নলরাজা।

মুন্সো। তবেই হলো; অভেদঃ শিবরামেনঃ। (করপ্রণাম) ঐ একে তিন তিনে এক। ও সব নাকি দেবতাদের কথা তাই বল্‌চি। তা একটু বসি আগে, তার পর কত রসিকতার কথা বল্‌বো শুনো এখন। এখনি হয়েছেকি? হাঃ হাঃ হাঃ!

সুমতি। মতের মা, মুন্সোব মোশাই মান্য মানুষ, দাঁড়িয়ে থাকা কি ভাল দেখায়; বস্‌তে যায়গা দে না।

মতে। ওকে কোথায় বসাবে তাই ভাবচি;

উনি কৌচ্‌কেদারায় বসে থাকেন, আমাদের ঘরে ত আর তা নাই।

সুমতি। তা আমরা কোথা পাবো? তবে কিনা মান্য লোককে একটু উচু আসন দিতে হয় বটে, তা ঐ যে ঘড়াঞ্চের উপর ঐ গদিটে আছে উতিই বস্‌তে বল।

মুন্সো। (সন্তোষে) হাঁ, এই যে আমি বস্‌চি (তদুপরি উপবেশন এবং "ওঁক্" এইরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া সভয়ে) ও কি!

সুমতি। না, ও কিছু নয়, ঘড়াঞ্চেটা না কি পুরণো—

মতে। (ঈষৎহাস্য মুখে) আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনার শরীরটীও তো কিছু——

মুন্সো। তবে ভাল হয়ে বস্থে দুটো রসের কথা বলি—তা সুন্দরি, তুমিও এসো না কেন? দুজনে একত্রে বসা যাক্, নৈলে আমোদ জমে না।

সুমতি। না, আপনি ততক্ষণ বসুন্, শ্রম করে এসেছেন, আর আপনার সঙ্গে কি আমি একত্রে বস্‌বার যোগ্য? আমি এই আপনার চরণের কাছে বস্‌চি।

মুন্সো। (বসিয়া স্বগত) আহা! মেয়ে মানুষটো কি সায়েস্তা দেখছো। (প্রকাশে) হাঁ, আজ্‌কের পরিশ্রমের কথাটা বল্‌ছিলে?—আরে ও কথা আর জিজ্ঞাসা কেন কর, আজ্‌কের পরিশ্রমের কথা আর বলো না। এই তি-ন-টে মোকদ্দমা কর্‌তে হলো; দুটো ডিক্‌রি একটা ডিস্‌মিশ্‌। আঃ! সুন্দরি, যদি একবার কাছারী ঘরটা দেখ্‌তে—অমনি প্রতাপে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে! কত উকিল; কত মোক্তার; আর ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই। কিন্তু তাও বলি, তোমাকে যে দিন মনে হয়, সে দিন মকদ্দমা ফকদ্দমা কিছুই ভালো লাগে না। কাছারীতে গিয়ে মেজের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে কেদেরায় শুয়ে পড়ে চোক বুজিয়ে তোমার এই মোহিনী-মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে এমনি নিদ্রাটুক্‌ খানি আসে তা আর কি বল্‌বো। আমলারা নথি পড়ে, আমি পড়ে পড়ে তোমার নতই ভাবি। হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝ্‌লে তো কথাটার ভাব? কেমন হলো। তা সুন্দরি, তুমি আমাকে প্রেম-পাশে বদ্ধ কর। (কৃতাঞ্জলি)।

সুমতি (স্বগত) যাতে বদ্ধ কর্‌তে হয় তা করি এই, এখন তিনি এলে হয়। (প্রকাশে) এত কচ্চেন কেন? আপনাকে আর অধিক বল্‌তে হবে না। যখন আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে, তখন——

মুন্সো। এখন এ গোলামের পাদ্ধুলো রোজ রোজ পড়্‌বে তার ভাবনা কি? দেখ তোমার প্রতি আমার যে কি পর্য্যন্ত অনুরাগ তা আর কি বলবো। সেই বিষয়ে আমি একটি গান পর্য্যন্ত তৈএর করেছি। বরং একবার গাই শোন।

সুমতি। ক্ষতি কি, হোক্ না। (স্বগত) যাতে কর্য্যে হোক সময় তো কাটাতে হবে।

মুন্সো। মতের মা, এক জোড়া তবলা আন্তে পারিস্।

মতে। আপনি বলেন কি? একি খান্‌কী নটীর বাড়ী যে তবলায় ঘা দেবেন?

মুন্সো। (অপ্রস্তুত ভাবে) না না, কায্ নাই, তবে আমি অমনিই গাই শোনো।

সুমতি। হাঁ শুন্‌চি, আপনি গাউন না।

মুন্সো। ভাল তবে গাই। একবার অনুপ্রয়াসটা বিবেচনা করে্য দেখো।

সুমতি। অনুপ্রয়াস আবার কি?

মুন্সো। এই একজাতি কতগুলি শব্দ একত্রে থাক্‌লে তাকেই বলে অনুপ্রয়াস; যেমন "কোথা কাঁথা মাতা ব্যথা"—বুঝ্‌লে তো? আর এতেই কবিদের গুণপনা, তা এই গান শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বে এখন। কিন্তু সুন্দরি, একটু মনোযোগ করে শুন্তে হবে।—(গদির উপর দুই হস্ত দ্বারা ...াল রাখিয়া সংগীত আরম্ভ)।

সংগীত।

রাগ যথাইচ্ছা।

তাল "তথৈবচ।"

সুন্দরি মরি তোরি তরে ভাবি নাভি ফুলেছে।

[অর্থাৎ পেট।]

...মতে। (সহাস্য বদনে) তা তো দেখ্‌তেই ...।

...বসাসিন্ধু দিলে বিন্দু প্রাণ্‌টা বাঁচে॥

[বৈদ্যকের কথা]।

আড় নয়নে চাউনি তোরি,
করে ভারি ডিক্রী জারি,

[আইনঘটিত কথা]।

নাচারি আমি বেচারী,
আছি তোমার পায়ের কাছে।

আমি ঐ শ্রীচরণের ছুঁচো (প্রণিপাত)। এখন কেমন গান গাইলেম বল।

সুমতি। (সহাস্যবদনে) বেশ গেয়েছেন, বেশ বেশ! আর হনু-প্রকাশের কথা যা বল্‌ছিলেন তা যথার্থই বটে।

মুন্সো। হা! হা! হা! হনু প্রকাশ না, ওকে অনুপ্রয়াস বলে।

সুমতি। ঐ তাই হলো। (মতের মার প্রতি প্রকাশে) মুন্সোব মোশার দিব্যি গলাটি, বাঁশি বল্লিই হয়।

মুন্সো। (পরমাহ্লাদে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ সুন্দরি, ঐ কথা সকলেই বলে। তবু দেখ, আজ্ কিছু গলাটা ধরেগেছে।

সুমতি। তা মতের মা, সকলে গান শুন্‌লে

চলে না, তুই এক একবার বার্‌টে দেখিস্, কেউ যেন না এসে পড়ে।

মতে। হাঁ, তাও বটে। (বহির্গমন)।

মুন্সো। হাঁ, উচিত বটে; আর ওই বা এখানে থেকে কি করবে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সুন্দরি, তোমার কি বুদ্ধি! তা হবেই তো, শাস্ত্রে বলে "স্ত্রী বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—স্ত্রীর বুদ্ধিও একটা প্রলয় কাণ্ড।—সুন্দরি, তবে আর কেন, একবার উঠে এসে আমার কাছে বসো, একটা রামপ্রসাদী পদ তোমাকে শোনাই।

সুমতি। আপনি গান করুন্ না, আমি শুন্‌চি।

মুন্সো। ভাল, (সুর ভাঁজিয়া) তানা না না দেরে তানা না!

"এবার বাজি ভোর হলো"!——

(মতের মার প্রবেশ।)

মতে। (কম্পিত ভয়ে) ওগো বৌ মা, শাদা কাপোড় চোপড় পরা, ছাতি হাতে, কে যেন আস্‌চে। ঠিক যেন আমাদের বাবুর মতন।

সুমতি। (কম্পিত ভয়ে) সে কি? আঁ! বলিস্ কি? কি সর্ব্বনাশ!

মতে। আর একবার ভাল করে্য দেখি রসো। (দ্বার হইতে দর্শন)।

মুন্সো। (সভয়ে) এটা কেমন হলো? সুধীর বাবু কি বাড়িতে এসেছেন?

সুমতি। কৈ, না।

মুন্সো। তবে আজ্ হঠাৎ এসে পড়্লেন না কি?

সুমতি। হাঁ, তাই তো দেখ্চি। কৈ, কোন খপর তো ছিল না।

মুন্সো। তবে, এখন উপায়? এমন জান্‌লে কোন্ শালা এখানে আস্‌তো। যা হউক, এখন কোথাদে পালাই বলো দেখি?

সুমতি। তাইতো ভাবৃচি, এ কি বিষম সমিস্থা, কি করবো, একটি বৈ দ্বোর নয়, আর এমন অন্য ঘরও নাই যে লুকিয়ে থাক্‌বে। কি কর্‌বো, ভারি বিপদে পড়্লাম যে।

মতে। (ত্রস্তভাবে) ও বৌ মা, সত্যি বাবুই এলেন বটে।

মুন্সো। (অত্যন্ত ভয়ে উঠিয়া ইতস্ততঃ পথ

অন্বেষণ করত কাতর ভাবে) বৌ মা, কি হবে এখন? কোথায় যাব? আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে রক্ষা করো! আমি কি কুগ্রহে পা বাড়িইছি? কি হবে গা? জাত, প্রাণ, মান সম্ভ্রম একেবারে সব গেল!

সুমতি। (সসম্ভ্রমে) মতের মা, মতের মা, তুই এক কর্ম্ম কর। উনি ঐ গুণটোর ভিতরে ঢুকুন্ আর তুই ওর মুখটো শীঘ্র বেঁধে ফেল। যদি জিজ্ঞাসা করেন, তো বল্‌বো এখন ওটা চেলের বস্তা।

মুন্সো। (সকাতরে) ও বাবা! গুণের ভিতর কেমন করে্য যাবো?

সুমতি। তা আর ভাব্‌লে কি হবে? আর তো উপায় নাই। হুঁ! শিঘ্রি শিঘ্রি, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

মুন্সো। তবে তাই যাই। (গুণের মধ্যে উপবেশন, মতের মা তার মুখ বাঁধিল।) উহুহুহু! ও মতের মা, গলাটায় বড় লাগে যে।

মতে। মর্ মিন্‌ষে, চুপ কর্‌না; একটু লাগ-লোইবা, এর পর না হয় খানিক চুণ হোলুদ

গরম করে দিবি ; এখন ত বাঁচ। ও বৌ মা, গুণের ভিতর সকল টা ধর্‌লো না যে ?

মুন্সো। তাইতো, এ কি হলো গা ?

সুমতি। (দেখিয়া) ঐ যে বেশ হয়েছে। মতের মা, ঐ মাছের চুপ্‌ড়িটে মুখ্‌টোয় চাপা দে। (মতের মা তাহাই করিল)।

মুন্সো। উঁঃ বড় গন্ধ।

সুমতি। তা কি কর্‌বেন, একটু থাকুন; আরতো উপায় নাই। তিনি এসে শুলেই খপ্ করে বার করে দিব এখন।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। মতের মা, বাড়ির সব ভাল তো ?

মতে। আজ্ঞে হাঁ, আপনি ত ছিলেন ভাল ? (আসন প্রদান ও সুধীরের উপবেশন)।

সুমতি। (নিকটে গিয়া সহাস্য বদনে) এই যে অনেক দিনের পর বাড়ী মনে পড়েছে।

সুধীর। (সহাস্য বদনে) হাঁ এই এলেম ; ভেবেছিলেম এত শীঘ্র আস্‌তে পার্‌বো না, তা অনেক কষ্টে এক রকম কর্য়ে তো ছুটি পেয়েছি।—আমার কি ভাই বাড়ী আস্‌তে

অসাধ? তবে কি না পরের চাক্‌রী করি বুঝ-তেই তো পার।

সুমতি। মতের মা, খাওয়া দাওয়ার এখন কি হবে?

মতে। কেন? মাগুর মাছ জায়ানো আছে, তারি ঝোল করগে আর কি?

সুধীর। হাঁ সে হবে এখন, একটু আমি ঠাণ্ডা হই। (সুমতি তালবৃন্ত আনিয়া ব্যজনারম্ভ করাতে) আঃ! শরীরটে জুড়ুল। কেমন, ছিলে ভাল তো? (গদির ভিতর হইতে কাসির শব্দ শুনিয়া সশঙ্কিত প্রায়) কিও?

সুমতি। না, ও কিছু নয় বেরালটা বুঝি।

সুধীর। বেরালে অমন শব্দ করলে? (পুনর্ব্বার কাসির শব্দ) না ওকি? বেরাল কেন হবে?

মতে। কে জানে, তবে বুঝি চোর টোর এসে থাক্‌বে।

সুমতি। হাঁ, তাও হতে পারে, মেয়ে মানুষের পুরী।

সুধীর। (যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া) যাহোক্ দেখ্‌তে হলো। (ইতস্ততঃ দর্শন) এ কি?

খাটের নীচে ঢাকাই শাড়ী, এক হাঁড়ি সন্দেশ, এ কে আন্‌লে? (পরস্পর মুখাবলোকন)। কিছু বল্‌চো না যে? বৃত্তান্ত টা কি?।

সুমতি। (সহাস্যবদনে) তবে বুঝি চোর টোরে এনে থাক্‌বে।

সুধীর। চোরে কাপড় আনে, সন্দেশ আনে, সে আবার কেমন চোর? তোমার পোষা চোর আছে না কি? (পুনর্ব্বার কাসির ধ্বনি শুনিয়া সত্বর উঠিয়া) এই গদির ভিতর আছে। (পশ্চাৎভাগে সবলে যষ্টি চালন এবং তন্মধ্য হইতে "উহু হু হু" শব্দ) এই এরি ভিতরে আছে। মতের মা, গদিটে তোল তো! (মতের মা গদি তুলিলে তন্মধ্য হইতে উঠিয়া ভোলা-দাদার পলায়ন চেষ্টা এবং মুস্সোবের বস্তা বাঁধিয়া পতন)।

সুধীর। চোর, চোর, ধর, ধর, (সত্বর গিয়া ধারণ ও ভোলাদাদার পলায়ন চেষ্টা)। (সক্রোধে) পালাবি কোথায়? আজ যমের হাতে পড়েছিস্। মতের মা, প্রদীপটে আছে আন্ তো। (প্রদীপ আনয়ন) একি, ভোলাদাদা না কি? কি হে, এত ব্যস্তই কেন? আরে ছি! ও কি হে, যাবে

কোথা ? যেয়ো এখন ; এসেছ তামাক খাও। মতের মা, তমাক দেরে। আঃ, ছি দাদা, স্থিরই হও না।

মতে। আমি তামাক দিতে চেয়েছিলেম, তা উনি কল্কেয় খাবেন না—

সুধীর। কেন কল্কেটা পুড়িয়ে দিতে পারিসনি ? আঃ, যেয়ো এখন হে, এসেছ, একটু জল টল খাও, বসো।

সুমতি। মতের মা তাও বলেছিলো, বলে " চারটি গরম মুড়ি খাবে "; তা উনি শুধু মুড়ি খান না।

সুধীর। শুধু মুড়ি কেন, নারকেল মুড়ি ঘরে ছিল না, তাই মুড়োমুড়ি দিতে পার নাই ? ভোলা দাদা, তবে এত রাত্রে এখানে কি মনে করে বল ত ভাই ? তুমি রেতের বেলা এসেছিলে কেন ? গদির ভিতরেই বা লুকিয়ে ছিলে কি নিমিত্তে ?

ভোলা। না—না—আমি—তা আমারদের হয়েছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দেও ভাই।

সুধীর। এই যে দিচ্চি। যাবেই এখন ; আগে বল না শুনি, কাণ্ডটা কি ?

ভোলা।" আমি—তাইতো—কেন যে এলেম আমি ভুলে গিছি।

সুধীর। এই দেখ সুমতি, ভোলাদাদা পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছেন। (ভোলার প্রতি) তা ভাই যে কর্ম্মে পদার্পণ করেছ, সবই ভুল হবে এখন।

সুমতি। এ ওঁর ভুল নয়, এ যমেরই ভুল।

সুধীর। তাইতো। হাঁ হে দাদা, তোমার ভাদ্রবৌ যা বল্‌চে তাই সত্যি না কি। ছি দাদা, তুমি এমন ধার্ম্মিক, এমন জ্ঞানী; আমি জান্তেম তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

সুমতি। তা বৃহস্পতি বৈ আর কি? বৃহ-স্পতির মতো কর্ম্মও তো করেছেন।

সুধীর। বৃহস্পতির মতো কি কর্ম্ম কর্‌লেন?

সুমতি। কেন, সেই কুলসর্ব্বস্ব নাটকে মাধবীর কথাটা ভুলে গেছ না কি?

"সর্ব্বদেব পুরোহিত, হিতাহিত সুবিদিত,
বৃহস্পতি সদা ধর্ম্মে রত।
ভেয়ের রমণী পেয়ে, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে,
তার ধর্ম্ম নাশিতে উদ্যত।"

সুধীর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বটে। ঠিক কথা বলেছ। (ভোলাদাদার অধোবদন)।

সুমতি। যে পথে উনি প্রবৃত্ত হয়েছেন "বাঘের গো বধ" ওঁর আর কি জ্ঞান আছে ?

সুধীর। সে কথা সত্য, তা ভোলাদাদা, বিবেচনা করে দেখ দেখি, তুমি কি কুকর্ম্মই করলে ভাই। একে পতিব্রতা, তায় ভ্রাতৃবধূ, তাতে আবার আমি বিশ্বাস করে ওর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার প্রতিই দিয়ে গিছি ; তা এপথে পদার্পণ কর্‌য়ে সতী-দূষণ, ভ্রাতৃবধূ-হরণ, আর বিশ্বাস-ঘাতন, এই তিনটি মহাপাপে ভাই তুমি লিপ্ত হলে। আমাকে তো এ কথা সকলের কাছে কাল বল্‌তে হবে। কারণ, এমন ভণ্ড বিটলকে সকলের জেনে থাকা উচিত। ভাল ভাই, আমার হাত থেকে যেন পালাচ্ছিলে, কিন্তু ধর্ম্মের হাতথেকে কি কর্‌য়ে রক্ষা পাবে ? আর পালাতেই বা পারবে কেন ?

মতে। হাঁ, ওঁর নিতান্ত গ্রহ বল্‌ত্যে হবে, নৈলে এমন কুকর্ম্মে মতি হবে কেন ? তার সাক্ষী আরো দেখ্‌চি, যদি বা বেচারা পালাচ্ছিল তাও আবার বস্তা বেঁধে—(উচ্চহাস্য)।

সুধীর। (বস্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, এটা আবার কি? (পদাঘাতের দ্বারা পরীক্ষা)।

মতে। ও একটা চেলের বস্তা।

সুধীর। চেলের বস্তা? চেলের বস্তার কি মাথা থাকে? এই যে ফেল্ ফেল্ করে্য চাচ্যে। প্রদীপটে এ দিগে নিয়ায় তো। (প্রদীপদ্বারা দেখিয়া সবিস্ময় প্রায়) একি! মুন্সোব মোশায় নাকি? আঁা, আপনি আবার কোথা থেকে?

মতে। তবে বুঝি কাছারীর ফের্তা। ঐ যে কাছারীর পোশাক পরা আছে।

সুধীর। তাইতো, এই যে জামাজোড়া আঁটা একেবারে। (মাছের চুপড়িটে হস্তে করিয়া) মুন্সোব মোশাই, এটা কি কুটির পাগ্ড়ি না কি? ছি মুন্সোব মোশাই, আপনি হাকিম, আপনার কি এ কর্ম্ম উচিত? আপনি দেশহিতৈষী, মান্য, এমন বিদ্বান্, এমন গুণবান—

সুমতি। (সহাস্যবদনে) ঠিক বলেছো। তা মুন্সোব মোশাই যেমন গুণবান আমিও তেমনি গুণে ওঁকে বদ্ধ করে রেখেছি।

সুধীর। (সহাস্যবদনে) তাইতো, আহা হা! হাত পা বাঁধা, যেন কুপো গড়াচ্চ্যে। মুন্সোব

মোশাই মান্য মানুষ ; আর কেন গোহত্যা কর ? আহাহাহা ! দেও দেও, খুলে দেও, শীঘ্র শীঘ্র খুলে দেও ; গ্রীষ্মে খুন হলেন ; ভারী মানুষ কি না, বড় ক্লেশ হয়েছে। খুলে দে রে মতের মা, খুলে দে। (মতের মা গুণ হইতে খুলিলে সুধীর অন্য হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া) মুন্সোব মহাশয়, আসুন, আপনাদের দুজনকেই একবার ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাই (আকর্ষণ)। আঃ ! আসুন না, তার লজ্জা কি ? এমন কি আর হয় না ? হাকিম হলেনই বা। কি বল, দাদা কি বল ?

মুন্সো। (কৃতাঞ্জলিপুটে) সুধীর বাবু ! হেদেখ, আমি অত্যন্ত ঝক্‌মারি করেছি ! এখন ছেড়ে দেও, তোমার পায়ে পড়ি ; আর এমন কর্ম্ম কর্‌বো না।

সুধীর। ছি ! ছি ! সে কি ? ছেড়ে দেবো না কেন ? তা একটু থাকুন্ না, বিশ্বেশ্বর বাবু বাড়ীতে এসেছেন, উনি আপনার উপরকার হাকিম, সদরআলা বুঝি ? তা না যান একবার তাঁকে এখানে ডেকে আনি, সাক্ষাৎ করে অমনি যাবেন এখন ; তার আর ভাবনা কি ?

মুন্সো। ' (পতিত হইয়া হস্তে সুধীরের চরণ ধারণোদ্যোগ) সুধীরবাবু, ক্ষমা কর, অমন কর্ম্ম করো না। যে কুকর্ম্ম করেছি, তাতে মরণই আমার শ্রেয়ঃ। আমাকে প্রাণে মেরে্য ফেল, তায় বরং আমি সম্মত আছি।

সুধীর। হাঁ, তা কি হয়? তোমাকে পাঠিয়ে নরকে উপদ্রব করায় লাভ কি? ভাল, তবে অন্য কিছু রকম করা যাক্। (চিন্তা করিয়া) সুমতি, তুমি কি বলো, এঁদের কিরূপ পুরস্কার দেওয়া উচিত?

সুমতি। মতের মা, দেখ্ দেখি একি কথা? বট্‌ঠাকুর জ্ঞানী পণ্ডিত, মুন্সোব মোশাই আইন আদালতের কর্ত্তা; যেখানে এই সব লোক বিদ্যমান আছেন সেখানে আমাকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা কেন?

সুধীর। হাঁ, তাও বটে, একথা বলেছো ভাল। এঁদেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তা ভোলাদাদা লাজুক মানুষ, বড় লজ্জাটা হয়েছে, উনি বল্‌তে পার্‌বেন না, বিশেষ মুন্সোব মোশাই সাক্ষাতে রয়েছেন। তা মুন্সোব মোশাই কি বলেন?

আইন অনুসারে আপনাদের কি দণ্ড দেওয়া উচিত ?

মুন্সো। সুধীর বাবু, আর কেন লজ্জা দেন ? আমাদের যথেষ্ট হয়েছে।

সুধীর। কেন, আপনি হাকিম, ব্যবস্থা দেবেন এতে লজ্জা কি ?

মুন্সো। আর কি ব্যবস্থা, এতে প্রাণদণ্ডই বিহিত, আর কি বল্‌বো আমার মাতা আর মুণ্ডু ?

সুধীর। না, তা নয়, তবে আমি এক কথা বলি; আপনি আইনবাগীশ, অবশ্য জানেন যে পূর্ব্বে মুসলমানেদের আমলে কোন ভদ্রলোকের বিশেষ দণ্ড দিতে হলে তাকে চূণ কালি মুখে দে উল্‌টো গাধায় চড়িয়ে দেশান্তর করে্য দিতো। তা মতের মা, একটু চূণ কালি নিয়ে আয়তো রে।

মতে। এই যে আমি এখানে সব আগে থাক্‌তে উয্যুগ করে রেখেছি। (আনয়ন)।

সুধীর। দে, দুজনেরই মুখে বেশ করে্য মাখিয়ে দে। (তৎপ্রদান)।

সুমতি। মুন্সোব মোশাই কালো মানুষ, তেল কালি দিলে রঙে২ মিশিয়ে যাবে, কালি আর

দিয়ে কায নাই, বরং খালি চূণ দে, তা হলেই হবে এখন।

সুধীর। (সুমতির প্রতি) এই দেখ, তোমার ভাসুরের কেমন শ্রী হয়েছে।

সুমতি। মতের মা, একবার প্রদীপটে ধর্‌-তো। (তদালোকে দর্শন করত) এই যে বাঃ! যেন কচু বনের কানাই দাড়্য়েছেন। (উচ্চহাস্য)।

সুধীর। ওতো হলো, এখন এ রাত্রে গাধা পাই কোথায়? (চিন্তা করিয়া) মুন্সোব মোশাই মান্য মানুষ, ওঁকেত আর কিছু বলা যেতে পারে না, তা ভোলাদাদা, তুমি একটি কর্ম্ম কর; তোমাচ্চেয়ে গাধা তো ভাই ত্রিসং-সারে কেউ নাই; তা ভাই তুমিই গাধার মতন একবার উবুড় হও, মুন্সোব মোশাই তোমার পিঠে চড়ে বসুন।

ভোলা। আবার!

সুধীর। বসে ঐ দোরধার পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দে যাও, তা হলেই তোমাদের ছেড়ে দিব। (ভোলাদাদার অধোবদন) তা না হলে ও-বাড়ীতে নে যাব।

সুমতি। তা আর "নাচ্‌তে বসেছ, তার আর ঘোমটায় কায কি" উবুড় হয়ে বসো একবার, ভাবলে কি হবে বল?

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এইটে অদৃষ্টে ছিল! হা পরমেশ্বর! (স্বগত) এ হয়েও বেঁচে গেলে ভাল। (গর্দ্দভের ন্যায় উপবেশন, পরে মুন্সোব তৎপৃষ্ঠে চড়িলে দ্বারাভিমুখে গমন)।

সুধীর। ভোলাদাদা, একবার ভাই গাধার ডাক্‌টা ডাক্‌তে হবে। (ভোলার তদ্রূপ করণ) আর দেখ মুন্সোব মোশায়ের নূতন চাকরি হলো, নূতন পাগ্‌ড়িটে মাথায় দিলে ভাল হয়। (তৎপ্রদান) মতের মা, কুলখানা একবার কসে বাজা না (কুলবাদ্য, ভোলাদাদার পশ্চাদ্ভাগে চরণাঘাত এবং উভয়ের পতন)। এই

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

চক্ষুদান।

প্রহসন।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বসুমতী।

নাপ্‌তে-বৌ।

নিকুঞ্জবিহারী।

চক্ষুদান।

প্রহসন।

প্রথমাঙ্ক।

শয়নগৃহ।

(বসুমতী ও নাপ্‌তে-বৌ উপবিষ্টা।)

বসু। মা কি বলেছেন বল্ শুনি।

নাপ্তে। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন— আমাকে বল্‌লেন নাপ্‌তে-বৌ, তোর সঙ্গে আমার বসুমতীর এত ভাব প্রণয়, তোর কাছে সে মনের কথা খুলে বল্‌তে পারে, সে আমার কেন অমন হলো; দুঃখ পায়—কি ব্যামস্যাম হয়েছে তাও তো জান্‌তে পাচ্যিনে, যে আসে সেই বলে বসু বড় কাহিল হয়েছে, তা তুই একবার যা দেখি, দেখে গে আয়,

তুই গেলে এখন সব জেনে আস্‌তে পার্‌বি, এই বলে তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি এসেও তো তাই দেখ্‌চি; সে শরীর নাই, সেরূপ নাই, সে হাসি হাসি মুখখানি নাই, বল্‌তে কি দিদিঠাক্‌রুণ, তুমি যেন এখন সে দিদিঠাক্‌রুণ নও। আহা! দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়, মুখখানি এখন হিম্‌কালের পদ্মফুলের মত ম্লান হয়ে এসেছে, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছ কারণ কি বল দেখি? (ইঙ্গিতপূর্ব্বক) তা তো নয়?

বসু। দূর্।

নাপ্তে। তা লজ্জা কি, আমার কাছে বল্‌তে হানি কি?

বসু। (বিরক্তভাবে) আর মিছে জ্বালাতন করিস্ নে, যা, পথ হেঁটে এসেছিস, রাত্রি হয়েছে শুগে যা। আমার কি সেরূপ কপাল—হুঁঃ "গেড়ের চেঙ্ আবার স্বর্গ দেখ্‌বে"।

নাপ্তে। তবে শরীরে কি কোন ব্যামস্যাম হয়েছে, তাই কেন খুলে বল না?

বসু। শরীরে ব্যাম আবার কি হবে?

নাপ্তে। তবে কেন এমন হলে? সংসারে কোন দুঃখ তাওতো ভাই দেখ্‌তে পাই নে; তোমার যে

সংসার দেখ্‌চি এ রাজার সংসার, অভাব কি, গহনা পত্র সামগ্রী দিব্যি, কিছুরই অপ্রতুল নাই।

বসু। হুঁ! খাওয়া পরবার দুঃখ কি দুঃখ?

নাপ্তে। তবে ভাই তোমার কিসের দুঃখ তাই বল না শুনি, শাশুড়ী ননদ নাই যে জ্বালা যন্ত্রণা দেবে, দুর্ব্বাক্য বল্‌বে, আপনিইতো সংসারে সর্ব্বে সর্ব্বা দেখ্‌চি।

বসু। নাপ্তে-বৌ, তুই কিছু সেকেলে ধেতের মানুষ, অতশত বুঝিস্‌নে বটে? শাশুড়ী ননদে কি করে উঠ্‌তে পারে? মর্ম্ম-বেদনা দেওয়া কি তাদের সাধ্য? তারা যে সব যাতনা দেয় সে বাহ্য দুঃখ বৈত নয়, মনের সুখ থাক্‌লে কি তা গ্রাহ্যি করি? তা সে কথা থাক্, নাপ্তে-বৌ, তোর কথাটী বল্ দেখি শুনি।

নাপ্তে। হাঁ তা বটে, ঐ যে কথায় বলে "আপনার ঢাকা থাক্, পরের বিকিয়ে যাক্," তাই।

বসু। না ভাই, তামাসা নয়, সত্যি বল্‌না।

নাপ্তে। কি বল্‌বো?

বসু। তুইতো দেশেই থাকিস্, ও পাড়া থেকে এ পাড়ায় শ্বশুর বাড়ি, তা এখানে কত দিন এসেছিস্।

নাপ্তে। এই অগ্রাণ মাসে এসেছি।

বসু। এসে কেমন আছিস্ বল্ দেখি শুনি।

নাপ্তে। দিদিঠাক্রুণ, আমরা দুঃখি প্রাণী লোক আমাদের আর থাকা কি? দেশের ভিতরেই বিয়ে হয়েছে সত্যি কিন্তু সুখের মুখ কখনতো দেখ্লেম না, এই শরীরে রাঙরত্তি রূপরত্তিও কখনো ঘট্লো না, তা চুলোয় যাক্ এখনকার কালে কত রকম কাপড় উঠ্চে জম্মে তাও একখানি অঙ্গে উঠ্লো না। তবে কি জান, যে দিন মজুরি করে চারিগণ্ডা পয়সা আনে সেদিন দুসন্ধ্যে দুমুটো হয়, তা না হলেই কষ্ট।

বসু। আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্যিনে, বলি সে তোকে ভাল বাসে তো?

নাপ্তে। ঐ সুখেই তো বেঁচে আছি; আমি যেটী বলি তার নড়চড় নাই।

বসু। অন্য মন্ টোন্ কিছু কখন দেখেছিস্?

নাপ্তে। সে কি দিদি ঠাক্রুণ? না না, ও কথা বলো না, তারা চাষা ভূষো লোক, তারা অতসত জানে না। কায়েৎ বামণের পাড়ায় থাকে, ভাল মানুষ বলে সকলেই ভালবাসে; একে মা ঠাক্রুণ, ওকে মাসি ঠাক্রুণ, তাকে খুড়ি ঠাক্রুণ, এই বৈ বাক্যি নাই, ঘাড়তুলে কাকপানে কখন চাইতে দেখিনি, শুনিওনি!

বসু। তবে ভাই, তোর চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কে আছে? এ দানা সোণায় কাজ কি, এ ঘর বাড়ি-তেই বা কি দরকার? ভাল খেতে পত্তে চাইনে, দিনান্তে বা দুদিন অন্তর যদি শাকান্ন পাই, গাছ তলায় শুই, সেও ভাল, কিন্তু যদি স্বামীর সোহাগে থাক্‌তে পাই। স্বামী অন্যের প্রতি চোক না দেয় স্ত্রীলোকের এর চেয়ে আর কি আছে? তা নাপ্তে-বৌ, তোর ভাই সার্থক জীবন, তুই আমাকে এট্টু পার ধূলো দে দেখি।

নাপ্তে। ও কি কথা বলো, অকল্যাণ হবে যে? ছি। ওকথা ছেড়ে দেও, এখন মা ঠাক্‌রুণ যে আমাকে এত করে বলে কয়ে পাঠালেন্ তাঁকে গে কি বল্‌বো তাই বল।——চুপ্ করে রৈলে যে?

বসু। (সজল নয়নে) বল্‌বি আর কি? বলিস্ তার আর তোমার তত্ত্ব করে কায নাই, তোমার সে নাই—তোমার বসু মরেছে। (রোদন।)

নাপ্তে। ওকি ভাই, তুমি অমনতর কথা কবে জান্‌লে আমি এখানে আস্‌তেম না, আমি এত করে এলেম, বলি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, আমি যাই, তা মনের কথাতো আমার কাছে কিছু বল্লে না, ওকি অলক্ষণে কথা বল্‌তে লাগ্‌লে?

বসু। নাপ্তে-বৌ, কি বল্‌বো পোড়া কপাল একেবারে পুড়ে গেছে, আমি যে যাতনা পাচ্চি সে অসহ্য যন্ত্রণার কথা মাকে শোনাতে চাইনে, তিনি একে আমাকে পাঠিয়ে দে অবধি শুনেছি একেবারে বসু বসু করে সারা হচ্যেন, আবার তাঁর সাধের বসুর মনোদুঃখের কথা শুন্‌লে তিনি অমনি মাটীর ভিতর যাবেন।

নাপ্তে। ভাল, তাঁকে বলতে বারণ কর বরং বল্‌বো না, আমাকে বল, আমার কাছে লুকোন কেন ভাই ?

বসু। নাপ্তে-বৌ, তুই আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিস্‌, আমার দুঃখের কথা তুই শুন্‌লে তোর কেবল দুঃখ হবে বৈ ত নয়।

নাপ্তে। সে কি দিদিঠাক্‌রুণ, সুখ দুঃখের কথা বলে যদি ভাগ না দেবে তবে একটা ভাল বাসা কি ?—তুমি বোল্‌চোনা কিন্তু আমি তোমার মনের কথা কথক বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐ যে কথায় বলে—"এক ঠোকরে মাচ বেঁধে না সেই বা কেমন বড়শী, এক ডাকেতে শাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী ; যিনি তুফানে লা ডুবায় সেই বা কেমন নেয়ে, আর কথা পড়্‌লে বুঝতে পারে না সেই বা কেমন মেয়ে।"

বসু। (সহাস্য বদনে) বেশ! আঃ শ্লোক সিদ্ধান্তও তোর এত এসে? আচ্ছা, তুই কি বুঝিছিস্ আমার দুঃখ কি বল্ দেখি?

নাপ্তে। কর্ত্তাটী ভাল বাসেন না, তাঁর বারটান টাও যেন কিছু আছে এমনি বোধ হচ্যে।

বসু। (অধোবদনে) কিছু কেন ভাই, যতদূর হতে হয়।

নাপ্তে। বলো কি? ও রোগ ধরেছে? সত্যি?

বসু। তা নৈলে বল্চি কি আমার মাথামুণ্ডু। আমার অদৃষ্ট পুড়ে গেছে একেবারে। (সরোদনে) মা আমার নাম রেখেছেন বসুমতী, বসুমতী সব সহ্য করেন অকারণ পদাঘাত সহ্য কর্‌ত্তে পারেন না, কিন্তু আমি এমনি বসুমতী যে পদাঘাত তো পদাঘাত, আমার অদৃষ্টে কত মর্ম্মাঘাত সহ্য কত্তে হচ্যে। এই আটপর রাৎ একা পড়ে থাকি, এই দিন, এই কাল, অম্‌নি ফেলে চলে যায়। নাপ্তে-বৌ, তোর কাছে বেশী কথা বল্‌বো কি? তুইতো মেয়ে মানুষ, সকলি জানিস, ইচ্ছা হয় গলায় দড়ী দি কি বিষ খেয়ে মরি, আর ভাই যাতনা সইতে পারিনে, কত লোক মরে আমার অদৃষ্টে মৃত্যুও নাই।

নাপ্তে। সে কি? এমন নিষ্ঠুর তিনি? রেতের মধ্যে আর ঘরে এসেন্ না?

বসু। পূর্ব্বে আদতেই আসা হতো না, এখন দেখ্‌তে পাই অনুগ্রহ করে রাত্রি দুটো আড়াইটের পর আসা হয়, তা সে আসায় কায কি ভাই, এসে চক্ষু বুজ্‌তে না বুজ্‌তে ভোর হয়ে পড়ে। দূর হোক্‌গে আমি আর আলাপ করিনে, পোড়া কপাল পুড়ে গেছে আর কি বল্‌বো?

নাপ্তে। তুমি কিছু বলতে পার না? তুমি বল্‌তে পারনা বলেই ত,—হুঁ হুঁ তোমার এত হয়।

বসু। তার কি আর কসুর করেছি? প্রথম প্রথম সে বিষয়ে নিবারণ কর্‌বার নিমিত্ত কত করে মন-যোগাতেম, কত খোসামদ কর্‌তেম, কতই বা উপদেশ দিতেম, তাতেও তো কিছু হলোনা। "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী," তা আর কি কর্‌বো সে সব এখন ছেড়ে দিছি, এখন কেবল অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েছেন, স্বামী পরম গুরু মনে মনে জানি, ভক্তিও আছে, কিন্তু যাতনাতে এখন মুখে যা এসে তাই বলি, গালি মন্দ দি, এতেও তো কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না; কেমন পেত্নী পেয়ে বসেছে সে ছাড়াবার আর কোন উপায় নাই?

নাপ্তে। কেন? উপায় নাই কেন? কোন রকম সকম কল্যে হয় না?

বসু। কি? গুণ জ্ঞান—না ভাই, তা আমি কর্‌তে পার্‌বো না—আবার মজুমদারেরদের বাড়ির যো হয়ে উঠ্‌বে?

নাপ্তে। কি হয়েছিল সেখানে?

বসু। সে ভাই অনেক কথার কথা।

নাপ্তে। বলনা শুনি কি হয়েছিল।

বসু। মজুমদারেরদের বৌএরও কপাল আমার মত, তার স্বামী ঘরে থাক্‌তো না.ঐ বৌএর মা সেকথা শুনে কোথা হোতে ঔষধ আনিয়ে পাঠিয়ে দেছিল, বলেছিল এই ঔষধ দুধের সঙ্গে খাওয়াতে, তা মজুম-দারেরদের বৌ সন্ধ্যেবেলা যখন তার স্বামী ভোজন করে সেই সময় দুধে গুলে বাটীতে করে নিয়ে গিয়ে পাতের কাছে দিলে, দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো, তার স্বামী অন্য সামগ্রী খাওয়ার পর যেমন দুধের বাটীতে হাত দেয় অম্‌নি সে সত্বর গে হাত ধরে বল্লে তোমার এ দুধ্‌ খাওয়া হবে না।

নাপ্তে। সে কি আপ্‌নি দিলে আবার আপ্‌নিই বারণ কর্‌লে?

বসু। মনটা বুঝি কেমন করে উঠ্‌লো তাই

খেতে দিলে না। তার স্বামী জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেন খাবো না? তখন সে সব কথা বলে ফেল্লে।

নাপ্তে। কি বলে বল্লে?

বসু। বল্লে, তুমি ঘরে থাক না বলে তোমাকে বশ্‌ করবার জন্যে নির্বুদ্ধি হেতু এই দুধে এক রকম ঔষধ আমি দিছি, কিন্তু দিয়ে অবধি আমার মন কেমন কচ্চ্যে, কি জানি যদি হিতে বিপরীত ঘটে, তা আর আমার বশ্‌ করায় কায নাই, তোমার শরীরে কোন অমঙ্গল না হোক আমার অদৃষ্টে যা হচ্চ্যে তাই হোক।

নাপ্তে। অ্যাঁ! এমন করে বল্লে? তাতে তার স্বামী কি বল্লে?

বসু। তার স্বামী বল্লে আবার ঔষধ পর্য্যন্ত ও করা হচ্চ্যে? কি ঔষধ দেছ, ভাল দেখ্‌বো—কাল, আজ পাথোর ঢাকা দে রাখো বলে উঠে আঁচিয়ে যেমন বেরিয়ে থাকে অম্‌নি বেরিয়ে গেল। তার পর দিন সকালে এসে দেখে বাটীর ভিতর এই এত-বড় একটা কচ্ছপ।

নাপ্তে। ইঃ, তবে খেলেতো সেই কচ্ছপ পেটের ভিতর হতো আর অম্‌নি মারা পড়্‌তো,

ভাগ্যিস্ খাওয়ায় নি, হাতে খাড়ু গাছটা আছে তবু ভাল, এমন বশ করায় কায নেই বাপু।

বসু। যা হোক, খাওয়ালে না, কিন্তু শেষ ঔষধের ফল হয়েছে।

নাপ্তে। কি রূপ?

বসু। তার স্বামী বুদ্ধিমান্ কি না, ঐ কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে বল্‌লে আমি তোমাকে এত যাতনা দিচ্যি তবু তোমার মন আমার প্রতি এমন, আমা প্রতি তোমার স্নেহের কিছুই ন্যূনতা হয় নাই, অ্যাঁ, আমি এমনি নরাধম, এমন পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে কুক্রিয়াসক্ত হয়ে আছি। তা যা হবার হয়েছে, আমি এই দিব্যি কর্‌লেম আর আমি সন্ধ্যার পর কোথাও যাবো না, বলে সেই অবধি তার আর কোন দোষ নাই ভাই। কোন উপায়ে সেরূপ যদি আমার কপালে ঘটে, তা এমন অদৃষ্ট কি। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) দেখ নাপ্‌তে-বৌ, আমাকে একটা কায কর্‌তে হবে, তুমি ভাই কাল্ এখানে থেকো।

নাপ্তে। দিদিঠাক্‌রুণ, তোমার যদি কোন উপ-কার হয় এক দিন কি পাঁচ দিন থাক্‌তে পারি— (শব্দ শুনিয়া) বাইরে কপাটে শব্দ হলো না?

বসু। তা হবে, আস্‌বার সময় হয়েছে, আমি

শুয়ে থাকি যেন ঘুম্‌য়িছি, তুই ভাই বাইরে গে ঐ জানালার কাছে দাঁড়া, এসে কি করে দেখিস্ এখন।

নাপ্তে। আচ্ছা, সেই ভাল। (বাহিরে গমন ও বসুমতীর শয়ন।)

(নিকুঞ্জবিহারীর প্রবেশ।)

নিকুঞ্জ। (স্বগত) এই যে ঘুম্‌য়ে পড়েছে, বাঁচা গেল, তিরস্কারের হাত এড়ালেম্। আস্তে আস্তে গিয়া শুয়ে ঘুমুই, রাত্রি অনেক হয়েছে (বস্ত্র ও উপানৎ পরিত্যাগ এবং তাহার শব্দ।)

বসু। (পূর্ব্বার্দ্ধে উঠিয়া) কি, এখন বুঝি আসা হলো, অ্যাঁ? কোথা ছিলে এতক্ষণ বল দেখি?

নিকুঞ্জ। না, আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

বসু। (সক্রোধে) অনেকক্ষণ এসেছো বটে? ভেবেছ আমি বুঝি ঘুম্‌য়িছি?

নিকুঞ্জ। না, না, ঘুমুবে কেন? রাত্রি তো এখনো অধিক হয় নাই।

বসু। রাত্রি অধিক হয় নাই, ঐ ঘড়ি দেখ দেখি, দুটো বেজেছে কি না?

নিকুঞ্জ। ও ঘড়ি রং।

বসু। ঘড়ি রং না তোমাতেই রং বাড়চে।

নিকুঞ্জ। কেন কেন? আমি তো কোথাও যাই নাই, তোমার দিব্যি, আমার আর সে সব দোষ নাই।

বসু। সে সব দোষ নাই তবে আবার কোন্ দোষ ধরেছে।

নিকুঞ্জ। না, দোষ কি, বড় গর্‌মী তাই বাইরে ছিলেম একটু।

বসু। এই পৌষ মাসের শীতে তোমার এমন গর্‌মী হয়ে উঠেছে।

নিকুঞ্জ। না না, তা নয়, আমি যথার্থ কথা বলি, আজ্ রক্ষাকালী পূজা ওপাড়ায়, তাই যাত্রা শুন্‌ছিলেম।

বসু। রক্ষাকালী পূজা কি বুধবার হয়? তুমি কাকে ভুলাবে, দিব্যি কচ্যো, নানা প্রতারণার কথা বল্‌চো, আমি ওতে ভুলিনে, তুমি যেমন আমাকে ক্লেশ দিচ্য আমিও তোমাকে একবার ভাল করে শিক্ষা দিচ্যি থাকো।

নিকুঞ্জ। তুমি কি কর্‌বে? তুমি তা যা হয় করো, এখন আমি শুই, বড় ঘুম পেয়েছে, এখন আর কিছু বলোনা—(শয্যাতে উঠিতে উদ্যত।)

বসু। (সিহরিয়া) ও কিও, তুমি আমার এ বিছানায় উঠ না, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও, না

হয় বাইরের ঘরে গে শুয়ে থাক-কি করো ? ও কাপড় না কেচে ও কাপড়ে তুমি আমার বিছানায় উঠ্‌তে পারবে না—তবু কথা শোন না, তবে আমি এখান-থেকে উঠে যাই। (সত্বর উঠিয়া গমন করত) না না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।

[প্রস্থান।

নিকুঞ্জ। আঃ স্থির হও, যেওনা যেওনা—

[তদনুসরণে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নাপ্‌তে-বৌ উপবিষ্টা, বসুমতী নাপ্‌তে-বৌকে পুরুষবেশ করাইতেছে।)

নাপ্‌তে। (হাস্য করিয়া) এ সকল যেন হলো কিন্তু এ গোঁপটা কোথা পেলে ?

বসু। আমাদের বাড়ির পাশে ঐ যে ঘোষে-দের বাড়ি আছে, ঐ বাড়িতে সখের যাত্রার দল হয়েছিল, তাতে ছোঁড়ারা সাজ্‌তো কি না——

নাপ্‌তে। তা তুমি পেলে কেমন করে ?

বসু। ওদের বাড়ির একটী মেয়ে আমাদের বাড়িতে খেলা কর্‌তে আস্‌তো, সেই একদিন ঐ গোঁপটা হাতে করে এনেছিল, আমার মনে ছিল ; আজ্‌ তাই সেই মেয়েটিকে ডেকে চাইলে সে আমাকে লুকিয়ে এনে দিলে।

নাপ্‌তে। উঃ দিদিঠাক্‌রুণ, তোমার এতো সন্ধানও আসে। যা হোক, আমার ভারি লজ্জা কচ্চ্যে ; কোঁচা করে কাপড় পরা, জামাজোড়া, গোঁপ, আবার পাগড়ি। ছি! ছি! আমাকে কি কল্যে বল দেখি।

বসু। (হাস্য করিয়া) বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। লজ্জা আবার কি ? কেবা দেখ্‌তে আস্‌চে, যা হোক পাগ্‌ড়িটে বড় সরস হয়েছে, ঠিক যেন পাঁচালির ছোকরার মত দেখ্‌তে।

নাপ্‌তে। সত্যি কি ? আমাকে ছোকরার মত দেখাচ্যে ? কৈ দেখি, একবার আরশী খানা দেও না।

বসু। (দর্পণ প্রদান) সত্যি কি না দেখ।

নাপ্তে। (দর্পণে আপনাকে দেখিয়া) ও মা! এ মিন্‌সে কে গো ! হা! হা! হা ! হা! আবার কথা কৈতে গোঁপ নড়ে। ও মা! আমি কোথা যাব। হা! হা! হা! দিদিঠাক্‌রুণ, ঠিক বলেচো,

পাঁচালির ছোকরার মতনই বটে। বালি থেকে মিশেরা আমাদের গাঁয়ে পাঁচালি গাইতে গেছ্‌লো, তাদের মধ্যে যে ছোঁড়া ছড়া কাটায়, সেটা ঠিক এই রকম, পোড়া পোড়া উননমুখ, কোঠর চোক, গোঁপ আছে, আবার ঠিক এম্‌নি পাগড়ী বাঁধা।

বসু। সে কি লো? তোর কি পোড়া মুখ? আহা, দিব্বি মুখ, যেন ঢল ঢল কচ্চো।

নাপ্তে। তা ভাই, তোমার মনে ধল্লেই হলো। (গোঁপে হস্ত দিয়া হাস্য) আমার নাম গোবর্দ্ধন দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; হা! হা! হা! হা! আমি পাঁচালির ছড়া কাটাই।

বসু। (হাস্য করিয়া) দূর হ! দাস চট্টো-পাধ্যায় কি? বামণে কি দাস হয়? যা হোক তাঁর আস্‌বার সময় হলো এসে; খুব সাবধান, যেন চলা টলায় কি কথা বাত্রায় মেয়ে মানুষ বলে ধরা না পড়িস্‌।

নাপ্তে। তাইতো, আমার বড় ভয় হচ্চে, আর হাসিও পাচ্চে, আমি কি পুরুষের মত চল্‌তে পার্‌বো? না কথা কৈতে পার্‌বো?

বসু। পারবি বৈ কি? আগে হতে না হয় অভ্যাস কর।

নাপ্তে। আচ্ছা তবে দেখি দেকি, একবার চলি। (পুরুষের ন্যায় পাদক্ষেপ) ছি ভাই আমার লজ্জা কচ্যে। (উপবেশন)।

বসু। ও কিলো, লজ্জা কর্‌লে হবে কেন? চল্‌না, চল্‌না।

নাপ্তে। (পুনর্ব্বার উঠিয়া পাদক্ষেপ) কেমন, এমনি করে তো। হা! হা! হা!

বসু। তা বৈকি, অম্‌নি হলেই বেশ হবে। ভাল, আমার সঙ্গে কি রকম করে কথা কৈবি বল্‌ দেখি, আগে কি বল্‌বি?

নাপ্তে। দুটো কথা কওয়া বৈত নয়; যা হয় বল্লেই হবে।

বসু। তবু কি বল্‌বি, শুনি।

নাপ্তে। আগে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, তোমার পেটের ব্যামটা কেমন আছে? আজ কিদে ভাত খেয়েছো? মাচ কি টক দে, না ঝাল দে, হয়েছিল? এখন গরুটো কতো দুধ দেয়? এমনি পাঁচটা কথা সাজিয়ে বল্‌বো।

বসু। দূর হ! পাগল! যে পুরুষ পরস্ত্রীকে বশ কত্যে চায়, সে কি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্যে আলাপ করে।

নাপ্তে। কেন গো, এ সকল কথার দোষ কি? আর এ না বলে বল্‌বোই বা কি?

বসু। ওলো পাগ্‌লি, এ সকল কাজে প্রেম-আলাপ কত্যে হয়।

নাপ্তে। প্রেম আলাপ আবার কেমন তরো তাতো ভাই জানিনে, কৈ একটা বল দেখি শুনি?

বসু। তবে বলি শোন্‌, আমার হাতে ধরে বল্‌বি, "প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপের মাধুরী আমি নয়নে দেখেচি, সেই অবধি দেহ, মন, প্রাণ তোমাতে সঁপেছি।" বল্‌ দেখি?

নাপ্তে। "প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপোর মাদুলি নয়নে দেখেচি, সেই অবধি দেও মোর প্রাণ তোমাকে ———

বসু। (হাস্য করিয়া) দূর হতভাগি! ও কেন? এক এক করে বল। "প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপ-মাধুরী"———

নাপ্তে। "প্রিয়ে, যে অবধি তোমার রূপোর মাদুলি"——

বসু। মুখে আগুন্‌! এইটি আর বল্‌তে পাল্লিনে? আচ্ছা, ও কথা থাক। বল্ল দেখি, "প্রিয়ে, তোমার

বিরহে আমার অন্তর দগ্ধ হচ্চে, এখন তোমার বচনামৃতদানে শীতল কর।”

নাপ্তে। “প্রিয়ে, তোমার বেরালে আমার অনন্তর দগ্ধ হচ্চে”——তার পর কি? ভুলে গেলুম।

বসু। (উচ্চ হাস্য।) মরণ আর কি।

নাপ্তে। দিদি ঠাক্‌রুণ, আমি অতো কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

বসু। আচ্ছা, তবে আমি তোকে সাধ্‌বো, তুই মান করে বসে থাক্‌বি, তা হলে আর তোকে অধিক কথা কৈতে হবে না, কেবল হুঁ হাঁ দিলেই হবে।

নাপ্‌তে। সেই কথাই ভাল। কিন্তু ভাই আমার বড় হাসি পাচ্চে। এ এক পালা যাত্রা, মন্দ নয়। হা! হা! হা! হা!

বসু। আরে করিস্ কি? গেলি যে! অতো হাসলে সব নষ্ট হবে। (পদশব্দ শুনিয়া) চুপ্‌ চুপ্‌, ঐ বুঝি আস্‌চেন। আমি বসে পান সাজি, তুই ফিরে বসে মান করে থাক। খুব সাবধান, যেন হাসিস্‌নে।

(নিকুঞ্জবিহারীর প্রবেশ।)

নিকুঞ্জ। (স্বগত) আজ্ আবার ঢের রাত্রি হয়ে পড়েছে, কিন্তু আজ্ ঘুমিয়েছে বোধ হয়, এখনও কি

জেগে আছে ? (দেখিয়া স্বগত) ঘরে আলো জ্বল্‌চে যে – কিসের গন্ধ বেরিয়েছে—এ যে আতর, গোলাপফুলের মালা বিছানায় সাজান, ইস্! আজ্ যে বড় ঘটা দেখি, ঘর সাজান হয়েছে, বসুমতী বেশ ভূষা করে বড় যে পান সাজ্‌চে, কাণ্ডটা কি দেখ্‌তে হলো। (গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান।)

বসু। (স্বগত) সেই ভাল এই কথাই বলি। (প্রকাশে) ও কিও, যদি অনুগ্রহ করে এলে, তবে ওখানে কেন? এই বিছানায় এসে বসো। আমি যত্ন করে সব সাজিয়েছি আমার তা সার্থক হোক— কেন? অধোবদন হলে যে, রাগ করেছ?

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কাকে বল্‌চে? আমাকে কি দেখ্‌তে পেয়েছে? না, তবে কার সঙ্গে কথা হচ্যে? ভাল দেখা যাচ্যে না, কে ঘরে এসেছে? সন্দেহ হলো যে, বৃত্তান্ত কি?

বসু। ছি ভাই, তুমি ম্লান বদনে থাক্‌লে, তোমার ম্লানবদন দেখলে আমার প্রাণটা কেমন করে।

নাপ্তে। যাও আর তোমার কথায় কায নাই।

বসু। তোমার পায়ে পড়ি ক্ষমা কর, আর রাগ্ করো না।

নাপ্তে। হাঁ, বড় ভাল্‌বাস তা জানি আমি।

বসু। তোমাকে ভাল বাসিনে অমন কথা বোলো না, তোমাকে আমি দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, সব সমর্পণ করেছি, তুমি আজ্ আস্‌বে বলে আমি কত আয়োজন কচ্চি, এই নেও দেখি এই পান্‌টী খাও, কত মস্‌লা টস্‌লা দে এই পানটী যো করেছি, তা ভাই আমি তোমার মুখে তুলে দিই। (গিয়া তাম্বূল দান এবং হস্ত ধরিয়া আনয়নপূর্ব্বক শয্যাতে বসাইয়া স্বয়ং উপবেশন) কেমন, এখন রাগটা পড়্‌লো তো! আমার আজ্ সকল মনোরথ পূর্ণ হবে, যত্ন করে তোমার তরে এই দেখ ফুলের মালা গেঁথেছি, তোমার গলায় দিয়ে জীবন সফল করি। (মাল্য-দানাদি শুশ্রূষা।)

নিকুঞ্জ। (দেখিয়া সক্রোধে স্বগত) কি এত বড় যোগ্যতা! পাপীয়সী কচ্চে কি? কি কুপ্রবৃত্তি! অ্যাঁ, একটা পরপুরুষ ঘরে এনেছে। ওকে এখনিই সংহার করবো—তার পর একেও, কিন্তু থাক্ এখন, ওতো যমের হাতেই পড়েছে, দরজা দিয়ে এসেছি, পালাবার যো নাই, হবেই এখন,—এটাকে আগে দেখ্‌তে হলো, চিন্তে পাচ্চিনে মানুষটো কে? (নিরীক্ষণ।)

নাপ্তে। ভাল, আমি ভাই এটি কথা বলি,

তুমি যে আমাকে এত আদর কচ্যো এর মধ্যে যদি তোমার স্বামী এসে উপস্থিত হয়।

বসু। তা হলেনই বা, তায় ভয় কি? তিনি জানেন।

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কি? পাপীয়সী, দুরাচারিণী বলে কি? ও কুকর্ম্ম করে আমি জানি?

নাপ্তে। না, এ কথাটী তুমি মিথ্যা বল্‌চো, তিনি জানেন তোমাকে কিছু বলেন না?

বসু। বলবেন আর কি? তিনি আপনি কি কচ্যেন?

নাপ্তে। আপনি কচ্যেন বলে কি তুমিও কর্‌বে?

বসু। তা না তো কি? আমার এইদিন এইকাল, একাকিনী ঘরে ফেলে চিরদিন যখন আপনি বেরোন তখন জান্তে আর কি বাকি আছে, অবশ্যই জানেন, তিনি তো নির্ব্বোধ নন্‌,—তা ওকথা রেখে দেও, এস এটু আমোদ প্রমোদ করি, আমি ভাই তোমার কোলে এটু শুই। (ক্রোড়ে শয়ন।)

নিকুঞ্জ। (সক্রোধে স্বগত) আর আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে। (গৃহমধ্যে গমন করত প্রকাশে) কি হচ্যে? বড় রঙ্গ রসে মেতেছিস্‌ যে? (উভয়ে

ত্রস্তপ্রায়, নাপ্‌তে-বৌ পলায়নোদ্যতা হইয়া গৃহ-কোণে লুক্কায়িত হইল।)

নিকুঞ্জ। বলি কাণ্ডটা কি? আমি জীয়ন্ত থাক্‌তে এত দূর?

বসু। কৈ! কৈ! কি হয়েছে? কি বল না?

নিকুঞ্জ। বলি ঘরে কাকে আনা হয়েছে?

বসু। কৈ? না, কৈ? ঘরে তো কেউ আসে নাই, তোমার ভ্রম হয়েছে।

নিকুঞ্জ। বটে? আমার ভ্রম হয়েছে বটে? কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌বি? কোথা পালাবে? এখনি তাকে সংহার কর্‌বো—তোকেও কেটে ফেল্‌বো;—এত বড় যোগ্যতা, তুই না পতিব্রতা? তুই না পর-পুরুষের মুখাবলোকন করিস্‌নে? কুলাঙ্গারি, পাপীয়সি, ব্যভিচারিণি—জানিস্‌নে?

বসু। বড় যে যা মুখে আসে তাই বল্‌তে লাগ্‌লে?

নিকুঞ্জ। বল্‌বো না? তুই পরপুরুষ ঘরে আন্‌বি?

বসু। কৈ না? আমি তো পরপুরুষ ঘরে আনি নাই, আর যদি এনেই থাকি তুমি কি কর্‌বে? তুমি নিজে কি কচ্চো, আপনার ধরণে বুঝ্‌তে পার না?

নিকুঞ্জ। এই বলে তুই কুকার্য্য কর্‌বি ?

বসু। কেন ? আমি কি মানুষ নই ? আমার রক্ত মাংসের শরীর নয় ? আমার মন নাই ? ইন্দ্রিয় নাই, সুখ দুঃখ নাই ? কিছুই নাই ? তুমি কর কেন ? তুমি কি সৎকার্য্য করে থাক ?

নিকুঞ্জ। আমি তোকে এখনি কেটে ফেল্‌বো।

বসু। তা ফেল না, তা হলেই তো সকল যাতনা একেবারে দূর হয়।

নিকুঞ্জ। তা হয় এই—আগে তোর সমক্ষেতেই সেই তোর প্রাণধনকে সংহার করি, তার পর তোকে নানা যাতনা দে মেরে ফেল্‌বো ; অমনি মার্‌বো ? কোথা গেল ? সে কোথা গেল ? এই দিগে গেছে— এই দিগে গেছে—(ইতস্ততঃ অন্বেষণ)।

বসু। (ত্রস্তপ্রায়) না না ওকে মাত্যে পাবে না, আমাকেই মারো আমাকেই মারো। (হস্তধারণ এবং তাহা ছাড়াইয়া নাপ্‌তে-বৌকে ধারণ, তাহাতে তাহার পুংবেশ পরিহার।)

নিকুঞ্জ। (সবিস্ময়ে) একি ? ব্যাপার টা কি ? স্ত্রীলোক যে ? সেই মাধবপুর থেকে এসেছিল সেই নাপ্‌তে-বৌ না ? একি রে ?

নাপ্‌তে। আজ্ঞে আমিই বটে, দিদিঠাক্‌রুণ

আমোদ করে আমাকে এই রূপ সাজিয়ে ছিলেন। দোহাই দাদাঠাকুর। আমার কোন দোষ নাই। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন্।

নিকুঞ্জ। (তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অধো-বদন)।

বসু। ওকি? মাথা হেঁট করে থাক্‌লে কেন?

নিকুঞ্জ। বসুমতি, বৃত্তান্ত কি বলদেখি? আমিতো তোমার অভিপ্রায় কিছু বুঝ্‌তে পাচ্যিনে।

বসু। নাথ, তুমি কি ভাব আমি ব্যভিচারিণী, আমি কুলটা, আমার কুলকলঙ্কের ভয় নাই, আমি কুকার্য্যই করে থাকি?

নিকুঞ্জ। তাতো নয়, আমি জানি, তা এমন কাণ্ডটা আজ্ কর্‌লে কেন, যথার্থ বল দেখি?

বসু। তুমি আগে যথার্থ বলো এ ব্যাপার দেখে তোমার মন কেমন হয়েছে?

নিকুঞ্জ। আমার মন যে কিরূপ হয়েছে তা বল্‌তে পারিনে, তুমি পরপুরুষ ঘরে এনেছ দেখে আমার যে ক্রোধোদয় হয়েছিল আত্মশিরশ্ছেদন তার অকিঞ্চিৎকর, জগৎ সংসারকে একেবারে সংহার কর্‌লেও তার নিবৃত্তি হয় না, এম্‌নি জুগুপ্সার উদ্রেক হয়েছিল যে সংসার ধর্ম্মকেই একেবারে

বিসর্জ্জন দি, কোন বস্তু চাইনে, কিছুতে প্রয়াস নাই, অধিক বল্‌বো কি বসুমতি, আমার মন যে কি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা আমি কথাদ্বারা প্রকাশ কত্তে পারিনে।

বসু। সেইটী দেখাবার জন্যই আমি একাণ্ড করেছি। নাথ, বিবেচনা করে দেখ আমাদের তো এমনি হয়, তুমি বুদ্ধিমান বট, বিদ্বান বট, বিবেচনা-শক্তি শরীরে আছে, তুমি যে এই অধীনীকে এই বয়সে এই শূন্যগৃহে একাকিনী চিরদিন ফেলে রেখে আত্মসুখে রত থাক, আমি মনে কত দুঃখ পাই, শরীরে কত যাতনা হয়, অন্তরাত্মা কতদূর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তুমি তা বিবেচনা করো না? এই নিমিত্তে কি করি ভেবে চিন্তে তোমাকে আজ্ এই চক্ষুদান দিলাম।

নিকুঞ্জ। বসুমতি, তুমি আজ্ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো। (সভাপ্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক) সভ্য মহাশয়েরা কি বলেন? এ আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।

একাদশীর পারণ

প্রহসন।

শ্রীবিপিন বিহারী দে
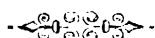
প্রণীত।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

সন১২৭৭ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তি বৃন্দ।

(নায়কগণ)

আত্মারাম বাবু ... ... জমিদার ব্যক্তি।
আশুতোষ ... ... আত্মারাম বাবুর পুত্র।
সুধাচাঁদ দত্ত
অভয়চাঁদ } ... ... আশুতোষের ইয়ারদ্বয়।
ঘন্টেশ্বর ... ... পুরোহিত।
অন্নদা প্রসাদ ... ... আশু তোষের শ্যালক।
ডাক্তার সাহেব — — —
মেদো ... ... আশুতোষের ভৃত্য।
কেবল ... ... আত্মারাম বাবুর ভৃত্য।

(নায়িকাগণ)

সুরমা ... ... আত্মারাম বাবুর স্ত্রী।
বিদ্যুল্লতা ... ... সুরমার দুহিতা।
প্রেমোন্মাঙ্গিনী ... ... আশুতোষের স্ত্রী।
নবমল্লিকা ... ... অন্নদার স্ত্রী।
কামিনী... ... ... সুধাচাঁদের স্ত্রী।
রাধামণি ... ... প্রতিবাসী-গিন্নি।
হেমাঙ্গিনী ... ... আশুতোষের প্রণয়িনী।

একাদশীর পারণ

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

শুতোষ বাবুর বৈটকখানা।

তাষ ও সুধাচাঁদ আসীন।

বা! খান্ত দাও, আর লোক চলিও না।
-সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর কল্লে এখ-
ার লজ্জা হয় না?—সভ্য হও।
তোর মতন ইষ্টুপিট ব্রুট্ ত আর নেই।
ঙ্গ আজ কাল নাকি আমার খুব ভাব হয়েচে,
ে তুই ত্যাগ কত্তে বল্‌চিস্, মদছুতে মানা
যদি এসব লিভ কত্তে বলিস্ তবে কেন আমায়
্যাল্ না।

সুধা। বাবা! আর মদের কথা মুখে এনো না, যা খেয়েচ তাই এখন কিছু দিনের জন্য জাওর কাট। আর বিস্তর বাড়া বাড়ি কোর না, উদিকে লিবার দেব উদয় হয়েচেন।—Don't go to the extremes.

আশু। সুধো! তুই কি আমার মরণ টাক্‌চিস?

সুধা। বাবা! যদি কিছু দিন টেঁক্তে ইচ্ছা কর, তবে আমার ইনস্ট্রাক্‌সন্ গ্রহণ কর।

আশু। তুই যা বল্‌বি তাই শুন্‌বো; সভ্য হতে বলিস সভ্য হবো, অসভ্য হতে বলিস তাও হবো। কিন্তু বাবা! এ কটী কর্ম্ম ছাড়্‌তে পার্‌বো না, এতে আমার মাগ বেরিয়ে যায় যাবে, নেভার মাইণ্ড্ ফর দ্যাট। (মদ্যপানও কিঞ্চিৎ লইয়া) সুধোচাঁদ! বাবা, একটু সুধাপান করুণ, এতে আপনার অনারের কিছু ইন্‌সল্ট হবে না।

সুধা। না ভাই, তুমি আমাকে আর্‌জ কোরনা, আমি সুরানিবারিণী-সভার সভ্য হয়ে, সুরা একে বারে ত্যাগ করেচি।

আশু। বাবা! তুমি কথনও সভ্য হওনি, এখনও তোমার অসভ্য ক্যারেক্টার্ আচে, ফ্রেণ্ডের অফার গ্রহণ করোনা, তুমি কি সভ্য হয়েচ?—বল্‌চি একটু লুকিয়ে খা, কেউ টের পাবে না।

সুধা—"No slumber seals thee ye of Providence Present to every action wec ommence,—"

আশু! আমাদের মদ মদ করে ফুক্‌রানো, অন্যায়—মদ has no relation at all with Bengal. সুরদেবী ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেন, ইংরেজ ভায়াদের জন্য শ্যামবরণ বোতলাঙ্গিণী, বিবিধ বর্ণে ইংলণ্ডে অবতীর্ণা হয়েচেন। অতএব, ধান খেকো, কোঁচা ঝোলানো বাঙ্গালিদের, সুরাদেবীকে স্পর্শকরা অতি গর্হিত কার্য্য।—যদিবলো, ঋষিবরেরা সূত্র তুলে গ্যাচেন,—আচ্ছা বেশ, আমিও তা স্বীকার কল্লেম। কিন্তু বাবা! মহর্ষীরা ত সেরি, শ্যাম্পিন, ওলটম ব্রাণ্ডি, এক্সা, হেনিশিস,ইউজ করেননি, আর মা কালীও রম পান করেননি, তাঁরা যে সব সুরাপান কত্তেন, তাই কর, কোন অব্‌জেক্‌শ্যান নেই। কেন বাবা! লিবারের জন্ম দাতাকে উদর-গৃহে স্থান দিয়ে, তাঁর ঔরষে পুত্র লিবারকে জন্মাতে দাও?

আশু। মহাশয়! আপনি এরূপ সতিত্ব ধর্ম্ম কদ্দিন অবলম্বন করেচেন?—যৌবন গ্যাল উপপতি কর‍্যে বুড় হলেন সতী।

সুধা। আমিত আর তোর মত গোমুর্খ নই, আমার পেটে বিদ্যা আচে।—তখন উপ্‌রোধে পড়্যে যা করেচি তা করেচি, এখন ঠেকে সিখেচি। মদ খেয়ে বেলেল্লা বদ মাইসদের সঙ্গে থেকে কি নাকালটা না হলেম্ বল্‌দেখি। সে সব ছেড়ে দিয়ে অমাবস্যের পরে অশ্বত্থ গাছের ভেতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্র উদয় হচ্চি।

আশু। গিল্‌টীর রং কদ্দিন্ থাক্‌বে?

সুধা। যদ্দিন না উঠবে। আশু! এখন আমার কথা শোন্। দিন কতক চেপে যা, আর বাইরে ইয়ারকি টীয়ারকি দিস্‌নে, হিমির বাড়িতে যাস্‌নি। আপ্‌নার ওয়াইফকে নিয়ে মজা কর।—দিন কতক!

আশু। (ভূমে মুষ্টাঘাত করত) আমার লাইফ্ থাক্‌তে পার্‌বো না।

সুধা। কেন ব্রাদার্! আমরা মদ ছাড়লেম কেমন করো? আজ কাল আমি এমনি হয়েচি, যে এক্সেপ্ট ওয়াইফ্ আর কারো দিকে উচু নজরে চাই না।

আশু। বাবা! উড়্‌তে না পেরে পোষ মেনেচ।

সুধা। কিসে?

আশু। তা বইকি, দিন কতক আমাদের বাড়ীতে তোমায় অ্যালাউ করেনি বলে, বল্‌চ মদ ছেড়েচি, সভ্য হয়েচি, ওসব কথার কথা। আপনার পয়সাতে কি কিনে খাবে? বাবা! বুঝতে পারি।

সুধা। তোর মতন ত আমার কথা বেঠিক নয়, আমাদের এক কথা—মরোদ কি বাত,

হাতি কি দাঁত,

সুরানিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করে এলেম যে আর মদ খাব না, এখন যদি খাই, লোকে বল্‌বে কি?

আশু। (মদ্য গেলাসে ঢালিয়া) বাবা! আজকের মত একটু খাও আর তোকে কোন শালা বল্‌বে।

সুধা। তোর পায়ে পড়ি ভাই, আমাকে মাপ কর।

আশু। যা ঢেলেচি, তা তোমাকে খেতেই হবে।

সুধা। ভাই, আমার স্পর্শ কত্তে বড় ঘৃণা হয়।

আশু। আচ্ছা বাবা! তোমাকে স্পর্শ করে কাজ নেই, গালে ঢেলে দিচ্চি, ঢক্ করে গিলে ফ্যাল্।

সুধা। একান্ত ছাড় বিনি। তবে দে গেলাস দে।

আশু। এস, আমার বাপ এস। (প্রদান)

সুধা। (গ্রহণকরত) গুড হেল্‌থ। (মদ্য পান)

আশু। (হাস্যবদনে) This is calld civilisation এখন্ বাপের ঠাকুর বলি।

[illegible]। উপ্‌রোধে পড়ে খেয়ে কাজটা বড় ভাল করিনি।

আশু। উপ্‌রোদে পড়ে, এষ্টোনের ন্যায় ঢেকি গেলে, আর তুমি কি না, তরল পদার্থ হেল্‌থ পান ক-র্‌য়েচ এর আর আশ্চর্য্যটা কি?—সে যাহোক, বল্‌চি কি কাল রবিবার হেমাঙ্গিণী বিবিকে নিয়ে বাগানে যেতে হবে, সেখান ভিন্ন আমোদ হবেনা, বাড়িতে আন্‌লে গোল হয়ে পড়বে। বাবা, আর সকলে জানে যে হিমিকে ত্যাগ কর্‌য়েচি, এখন তারা টের পেলে বড় অন্যায় হবে।

সুধা। তোমার কোন্ কাজটাই বা ন্যায় হচ্চে?

আশু। (মুখভ্যাঙ্গাইয়া) আবার লেক্‌চার দিতে আরম্ভ কল্লি। যাবলি শোন্ না। কাল যেতে হবে।

সুধা। না ভাই, আমি তোমাদের ও সবেতে নেই।

আশু। দ্যাখ্ সুধো! তুই যদি অমন কর্‌বি তাহলে তোর সাম্নে আত্মঘাতী হবো।

সুধা। আমি দিব্বি করেচি—আর ঘৃণা বোধ হয়।

আশু। আচ্ছা বাবা! কালকের দিনটা চল, তার পর আমিও দিব্বি কর্‌বো।

সুধা। তোর মত পাজি আর নেই, এখনও বল্‌চিস্ দিব্বি কর্‌বো?—ছি, ছি।

আশু। আচ্ছা, আমি পাজি, ছুঁচো, ছি ছি, মেগের ভেড়ো। কিন্তু বাবা! তোমায় কাল যেতে হবে?

সুধা। কেন বাবা! তোমার কি ঘরে মাগ নেই, যে বাগানে হিমিকে নিয়ে মজা কত্তে যাবে?

আশু। আমি মাগ চাইনে।

সুধা। মাগ চাওনা কেন? বাপকে একৃটিন্ দিয়ে নিশ্চিন্ত আচ না কি?

আশু। সে যাহক, তোকে কাল যেতেই হবে।

সুধা।—Thieves are deaf to religeous Precepts.

একান্তে অভয়চাঁদের প্রবেশ।

অভ। (উপবেশন ও মদ্য পান করিয়া) সুধাচাঁদ বাবু! তোমরা সতীও হবে, উপপতিও কর্‌বে? আমি

শালা কি নিছক্ সাধ সভ্য হবো?—আজ ধরা পড়েচ। বাবা! ডুবে ডুবে জল খেলে গলায় বাধে।

সুধা। (ক্রোধে) তুই ব্যাটাত কম পাজি নস্। তুই না সভ্য হয়েচিস্? তোর সভ্যতা কোথায় রৈল, এসেই সুরাপান কল্লি।

অভ। আচ্ছা বাবা। তোম্‌রা কি এতক্ষণ শুঁকৃছিলে? (গেলাসে মদ্য ঢালিয়া) দত্তজা! আর রাগ করোনা বাবা! লুকিয়ে খাচ্ছিলে দেখে ফেলিচি, তা আর লজ্জা কল্লে কি হবে? একটুখানি খাও।

সুধা। মুখের কাচে নিয়ে এলে ফেলে দেব।

আশু। একটু খাওনা হ্যা।

অভ। ও ব্যাটা না খাগ্‌গে। (আশুর প্রতি) তুমি একটু খাওত, লক্ষ্মী দাদা আমার।

আশু। আচ্ছা দে (গ্রহণ ও সুধার প্রতি) তুমি না খেলে আমি খাবনা।

সুধা। আবার আমাকে কেন বাবা?

আশু।—Friend ought not to disobey friend's offer.

সুধা। আচ্ছা আমি একটু খানি খাব। (মদ্যপান)

আশু। (গ্রহণও মদ্যপান, আর কিছু ঢালিয়া অভয়ের প্রতি) এইবার তুমি একটু খাও ভাই।

অভ। ইয়েস্ আই মাষ্ট ড্রিঙ্ক্ (মদ্যপান)

আশু। এমন না হলে কি ফ্রেণ্ড।

সুধা। তোব্যাটারা একেবারে অধঃপাথে গেচিস্।

অভ। মহাশয়! আপনি কি উর্দ্ধপথে আছেন? ক্রেমে ক্রেমে যে অধঃপথে আস্‌চেন।

আশু। বড় মজা হচ্ছে, এসময় জানি থাক্‌লে আরো আমোদ হতো! জানি বিনে জান যায় রে সুধো!

সুধা। ধর চেপে।—আজ হেমাঙ্গিণী বিবি আস্‌চে না কেন, বাছার যে গলা শুখিয়ে উঠ্‌ল।

আশু। অভয় বাবু! তোমায় একটী কথা বলি।

অভ। কি কথা? বলোনা লজ্জা কি যাদু?

আশু। (গলায় চাদর ও করদ্বয় যোড় করিয়া) কাল আপ্‌নাকে আমার বাগানে হেমাঙ্গিণী বিবির সঙ্গে কেলি কর্‌বার নিমন্ত্রণ, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদ-ধূলি দিবেন।

অভ। আমি অবশ্য যাব।

সুধা। আশু! ভাই, এখন আমি চল্লেম পাঁচটার সময় সভায় যেতে হবে।

আশু। একটু বসোনা হ্যা, আমিও যাব এখন।

সুধা। সেখানেত আর মদ নাই।

অভ। আর সতিত্ব ফলিয়ে কাজনেই বাবা, থাম।

আশু। সুধোচাঁদ! এখন চল, আমাদের নূতন বাগনটা বেড়িয়ে আসি গে।

সুধা। আচ্ছা চল্। কিন্তু শীঘ্র আস্‌তে হবে।

[সকলেরপ্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

আত্মারাম বাবুর বৈটকখানা।

আত্মারাম ও ঘণ্টেশ্বরের প্রবেশ।

আত্মা। (উপবেশন করত) বাচস্পতি মহাশয় ! আ-মার আশুতোষ যে এমন সুশীল হবে তা স্বপ্নেও জান-তেম না।

ঘণ্টে। (উপবেশন করত) আপ্‌নি কি রূপ আজ্ঞে কচ্চেন, রাহু যদ্যপি চন্দ্রকে গ্রাসকরে. পুনর্ব্বার উদ্ধার না কত্ত, তাহলে কি আকাশ মণ্ডলের, পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্য থাক্‌তো?

আত্মা। আশু সুরা নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করেচে, আর কুসংসর্গে নেই, সেই হাবাতে ছুঁড়িকে ত্যাগ করেছে। আমি ওর এই সব সচ্চরিত্র দেখে, বড় আহ্লাদিত হয়েচি।

ঘণ্টে। উনি যে স্বভাব প্রাপ্ত হবেন তা কারো মনে ছিলোনা। দেব দেব মহাদেব সুপ্রসন্ন হয়ে. সে বাসনা পূর্ণ করেচেন।

আত্মা। আমার আশুতোষের কিছু দোষ দিতে পারিনে, ওকে পাঁচজনে খারাপ করে তুলে ছিল।

ঘণ্টে। আজ্ঞে ওঁরত কিছু দোষ দেখ্‌তে পাইনে। যত সব পাজি লোকেতে নষ্ট করেচে।—আমরা বালক কাল অবধি দেখে আস্‌চি, কখনও কাকেও চড়া কথা বলেননি, কারো সঙ্গে বিবাদ করেননি, ওঁর মতন শান্ত সুশীল আজকাল মেলা ভার।

আত্মা। (উচৈঃস্বরে)—কেব্‌লা—কেব্‌লা—কেব্‌লা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

আত্মা। তামাক দিয়ে যা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

আত্মা। আরও দেখুন, বাচস্পতি মহাশয়! আশু আজ কাল আমাকে খুব সম্মান করে। ডাক্‌লে আজ্ঞে বলে কথা কয়।

ঘণ্টে। উত্তম পুষ্প শুষ্ক হলেও, সৌগন্ধের অন্যথা হয় না। সেই রূপ আশুবাবুর কুচরিত্র হয়ে ছিল বলে যে সভ্যতার বৈলক্ষণ হবে, এমন নয়।

কেবলের প্রবেশ।

কেব। [দুই কল্কে দুই হুকায় দিয়া] এই নিন তামাক ইচ্ছে করুন।

[কেবলের প্রস্থান।

আত্মা (তামাক টানিতে২) আমার যে এতটা টাকা

উড়িয়ে দিয়েচে, তাতে আমি কিছু দুঃখ করিনে, ও যে স্বভাব প্রাপ্ত হল, এই আমার পরম লাভ।

ঘণ্টে। (তামাকটানিতে২) আপনার লক্ষ্মী অচলা হউন! আশু বাবু, যদ্যপি বিশ বৎসর ক্রমাগত ঐ রূপ অর্থ ব্যায় করেন, তা হলেও কিঞ্চিৎ হ্রাসের সম্ভানা নাই।

আত্মা। তা সত্য বটে, তবু এক একবার ভাব্‌তে হয়। বলেন কি, সাত মাসের মধ্যে দেড় লাক্ টাকা ব্যায় করেচে, একি বল্‌বার কথা।

ঘণ্টে। উনি কি স্বইচ্ছায় ব্যায় করেচেন, পাঁচ ভূতে কুবুদ্ধি দিয়ে নষ্ট করেছে।

আত্মা। সে যাহোক, বাচস্পতি মহাশয়! আপ্-নাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাল, এই যে সুরানিবারিণী সভার যাঁরা সভ্য হয়েচেন, তাঁরা কি পূর্ব্বে সুরাপান কত্ত?

ঘণ্টে। চোর না হলেই বা জেলে আস্‌বে কেন। পূর্ব্বে সুরাপান কত্ত এখন সভ্য হয়ে ত্যাগ করেছে।

আত্মা। সুরানিবারিণী সভাটী স্থাপিত হওয়াতে দেশের বড় হিত সাধন হচ্চে। পূর্ব্বে ঐ সভার আমি চাঁদা দিতেম না, এখন আমার আশু ভর্ত্তি হয়ে পর্য্যন্ত কিছু কিছু দিতে হয়।

ঘণ্টে। মহাশয়! সভাটি স্থাপন হয়েচে বলে যে, সকলেই সুরাপান ত্যাগ করে সভ্য হবে, এ আপনি

বিশ্বাস কর্‌বেন না।—এই যে ইংরেজদিগের কত শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তবু কি চোরের প্রাদু-র্ভাব কম্‌চে।

আত্মা। এক্‌বার চুরি করে জ্ঞান পেলে আর করে না। সে যাহা হউক, আশুর জোক্কুৎ হবার লক্ষণ দেখে আমার বড় ভয় হয়েচে।

ঘন্টে। সে কিছু নয়, কি ব্যাথা ট্যাথা হয়েচে।

আত্মা। না মহাশয়! বাস্তবিক হয়েচে।

ঘন্টে। তবে একটু সাবধানে থাক্‌তে বল্‌বেন, যেন ওসব জিনিস না স্পর্শ করে।

আত্মা। হঁ্যা, সাবধানে রাখ্‌তে হবে।

ঘন্টে। রাম বাবুর কন্যার পুষ্পোৎসবের কি আপ-নার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়েচে?

আত্মা। হ্যা, এক খানা বক্‌নো দিয়েচে বটে।—এখন আসুন, ঐ বারাণ্ডারদিকে বেড়াইগে।

ঘন্টে। আজ্ঞা হঁ্যা চলুন, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

আশুতোষ বাবুর বাগানের বৈটকখানা।

সুধাচাঁদ, আশুতোষ হেমাঙ্গিনী, ও অভয়চাঁদ আসীন।

আশু। (হেমাঙ্গিনীর হস্ত ধরিয়া) জানি! আমি তোমার বিরহে মরে আচি। তুমি কি আমাকে ত্যাগ কল্লে জানি?

হেমা। আমি আর ত্যাগ কল্লুম কেমন কর্যে, তোদের বাড়ীতেই ত ত্যাগ করালে। তা বেশ হয়েচে, এখন মাগ নিয়ে সুখে থাক্।

সুধা। ওটা অন্তরস্থ, না মুখস্থ?—

হেমা। (ক্রোধভরে) তুই আর জ্বালাস্নি বাবু, তোর ট্যাস ট্যাসানি কথা শুনে, আর এখানে আস্তে ইচ্ছা কর্যে না।

সুধা। (করযোড়ে) মাসি! আমার সঙ্গে এত ঝক্ড়া কর কেন, আমাকে কি সতাত ভাব?

আশু। জানি! আমি মাগ চাইনি, তুমি আমার মাগ, তুমি আমার জানি, আমি আর কারেও জানিনি

হেমা। আবার বুঝি সেই রোগে ধরেচে? দিন কতক ত বেশ চেপে গেছ্‌লি, আমার বাড়ীতে যেতিস্‌নি, বাইরে রাত কাটাতিসনি। আবার অমন হলি কেন।

সুধা। ঐ রোগেইত ঘোড়া মরে।—কেবল ছেলে কাঁদাতে আস্‌বে—

হেমা। (ক্রোধে) না ভাই, আশু বাবু! আমি চল্লুম। অমন করে তাড়ালে কি মানুষ টেক্‌তে পারে? ওর সঙ্গে চির কাল্‌টা ঝক্‌ড়া হয়।

সুধা। উচিত কথা বলি, তাইতেইত বনে না।

অভ। ওহে দত্তজা! স্থির হও, বোল্‌তার চাকে খোঁচা মেরো না।

আশু। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে মেদো—

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

আশু। বাক্সর ভেতর থেকে দুটো নিয়ে আয়ত

নেপথ্যে। আজ্ঞে নে জাচ্চি।

হেমা। অভয় বাবু! তোমাকে এত কাহিল দেখ্‌চি কেন ভাই, ব্যায়রাম হয়েছিল নাকি?

অভ। কিছু দিন দুদ ভাত খাইয়ে ছিল।—লিবার হয়ে ছিল, ধর্ম্মেং রক্ষা পেয়েচি।

হেমা। তবে তুমি ওসব জিনিস খেওনা।

সুধা। পানিয়ে দেবেন, পান করবেন না।

আশু। একেবারে ত্যাগ কল্লে কি মানুষ বাঁচে, ক্রেমেং ছাড়্‌তে হয়।

সুধা। যেমন আপ্‌নি।—

তুই বোতল হস্তে মেদোর প্রবেশ।

মেদো। (কক্ ইস্কুরূপ দিয়া উভয় বোতলের কক্ খুলিয়া) বাবু এই নিন।

আশু। বামুন ঠাকুরের কাচ থেকে কিছু নিয়ে আয় দেখি।—

মেদো। যে আজ্ঞে।

[মেদোর প্রস্থান।

আশু। (কিঞ্চিৎ মদ্য গেলাসে ঢালিয়া হেমাঙ্গিনীর প্রতি) জানি! একটু খাও জানি।

হেমা। আগে ভদ্র লোক্‌দের দাও, পরে আমি খাচ্চি।

অভ। আপ্‌নি প্রসাদি করে দিন না।

হেমা। সেটা ভাল হয় না।

আশু। নাওনা ভাই, জুড়িয়ে গ্যাল যে।

হেমা। দে। (গ্রহণ ও কিঞ্চিৎ পান)

থাল লইয়া মেদোর পুনঃ প্রবেশ।

মেদো। (থাল রাখিয়া) আর কিছু আনৃতে হবে মাশাই?

আশু। এখন থাক্।

[মেদোর প্রস্থান।

সুধা। আশু! তোর পেটে মাংস, আবার তুই মাংস খাবি?

হেমা। কেন হে, পিলে হয়েচে নাকি?

সুধা। না পিলে নয়, পিলের জ্যেষ্ঠ, জোক্কৎ।

হেমা। বল কি হে?—না মিচে কথা।

আশু। যদি একেবারে ত্যাগ করি, তা হলে প্রাণ ত্যাগ কত্তে হয়।

অভ। (কিঞ্চিৎ মদ্যপান, ও কিঞ্চিৎ গেলাসে ঢালিয়া) আশু বাবু! এটুকু ভাণ্ডুকেশ্বরের চন্নামেত্র বলে খেয়ে ফ্যাল। তাতে কিছু হবে না।

আশু। বড় সম্বন্ধী সুধাচাঁদের মান্য না রেখে আমার খায়া উচিত নয়। (অভয়ের হস্ত হইতে গেলাস লইয়া সুধার প্রতি) দাদা! আপ্‌নি পান করে কিঞ্চিৎ না রাখ্‌লে, তোমার বোনাই প্রসাদ পায় না। অতএব নাসিকার নিম্নে ঢালিয়া আমাদের বাধিত করুন।

সুধা।—Oh god! the contagious evil of avicious company affects me হে সারদিনিপুত্র ষড়ানন! আমার কিছু মাত্র দোষ নাই।—দে ব্যাটা দে গেলাস দে (গ্রহণ ও মদ্য পান)

আশু। ব্যাটা হলপ পড়ে বুঝি সতী হলি?

অভ। হেমাঙ্গিনিবাব্বি! এসময় তোমার কোকিল স্বরে গান গাওনা ভাই। তুমি বড় চমৎকার গাইতে পার।

হেমা। ওহে, প্রেম সাগরের মাজি, আশু বাবুকে বলনা, বেশ গাইতে পারে।

আশু। জানি! আমি কি জানি? আমি কি গান জানি?

হেমা।— গীত।

রাগিণী পিলু—তাল যৎ।

আজি কি সুখের নিশি, দেখ যেন না পোহায়।
সরোজিনী সখা যেন, আরও না প্রকাশ হয়॥
বলে দিও প্রতি ফুলে, নলিনী রবে কুশলে,
মধু করে দিও বলে, অন্য ফুলে মধু খায়॥
শশীর সুধাপ্রসবে, সর্ব্বত্র শীতল রবে,
দিবাচরী সবে তবে, হবে নিশাচরী প্রায়॥

সুধা। বেশ! বেশ! জিতারও বাবা।—বাতাস দেরে ঘাম বেরুচ্চে!

আশু। (ব্যাজন করিতে২) জানি! তোমার বড় কষ্ট হয়েচে।

হেমা। আশু! এখন ভাই আমি বাড়ী যাই, আজ শীঘ্র শীঘ্র যেতে হবে।

আশু। এত রাত্তিরে কোথা যাবে জানি?

সুধা। মাসি! ঘরে মেসকে ঘুম্ পাড়িয়ে এসচ নাকি?

হেমা। আর জ্বালাস্‌নি, যাঃ।

অভ। বাবা! যে বাতাস্‌ দিচ্চে আপ্‌নিই জ্বলে উঠ্‌চে, আর কি জ্বালাতে হয়।

সুধা। মালিনি মাসি! ধরা পড়োচ তোমার ঘরেই সুন্দর আছে, আর কেন?

হেমা। আমার ঘরে কেউ আসে নাকি?

সুধা। আপ্‌নার ঘরে নয়, গৃহে আসেন, আর গাড়িতে আপ্‌নার ডান্‌দিকে বসে আসনে।—সেকি তোমার দাদা হয়!

আশু। (রোদনস্বরে) জানি! সুধাচাঁদ, কি বলে জানি, তুমি আমাকে ত্যাগ কল্লে জানি? আমি এখনি মর্‌ব, আমি গলায় ছুরি দেব। (ভূমে শয়ন)

অভ। —— গীত।

কাওয়ালী।

We are passionate প্রাণ, তোমারি কারণ;
আমাদের leave করে, অন্যে কেন মন ॥
Love করিবার কালে, we have done many play,
Why then ভুলে গেলে, ও বিধুবদন ॥

আশু! বাঘের ঘরে ঘোঁগে বাসা করেছে।

হেমা। তোরা এতও জানিস বাবু, মানুষকে কেবল রাগাবে। (আশুর প্রতি) ছি যাদু! অমন কি কত্তে আচে, উঠ।

সুধা। বাবা! গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে!

আশু। জানি! আমার প্রেমলাঙ্গিনীর ঘরে যদি কেউ আস্‌ত তাহলেও আমার দুঃখ হতনা। তুমি যে অপর লোককে ঘরে আস্‌তে দাও,—আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

স্বধা।—"And love is still an emptier sound
The modern fair ones jest:
On earth unseen, or only found
To warm the turtle's nest."-

হেমা। ও পাগলদের কথা শুনে কি অমন কত্তে আছে?

স্বধা। আমার শুনা কথা নয় বাবা! দেখা কথা।

হেমা। আশু বাবু! আমায় গাড়ি করে দাও আমি বাড়ী যাই।

[কিঞ্চিৎ বেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

অভ। কোথায় গ্যাল দেখিগে।

[অভয়ের প্রস্থান।

স্বধা। মামা! আর অরণ্যে রোদন কল্লে কি হবে বাবা? মামি আপ্‌নার পথ দেখ্‌তে গ্যাচে।

আশু। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) স্বধো! হিমি চলে গ্যাছে?—বেটির ভারি অহঙ্কার হয়েছে।—যাগ্‌গে। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি।

সুধা। অমনটি আর মিলবে না।

আশু। ওর মতন ঢের মিল্‌বে।

সুধা। বাবা! সপ্তমের উপর চড়িয়ে ছিলে, অত টান সইবে কেন, কাজাই ছিড়ে যাবে।—আমিত পূর্ব্বেই বলে ছিলুম যে, বাড়িও না।

আশু। আমি আর ওর বাড়ী যাবনা, এত টাক দিয়ে বেটীকে বশে আন্‌তে পাল্লুম না।

সুধা। মাইরি আশু, আমি দেখে আশ্চর্য্য হলুম —বেটীরে কি বিশ্বাসঘাতকী। (স্বগত) বাবা! এখন পথে এস। (প্রকাশ্যে) বাড়ী যাবিত চল।

আশু। একটু খাবি? অনেকটা আছে।

সুধা। না আর নয়, এখন চল।

আশু। এত রাত্তিরে কোথায় যাবি?—দেখ্ সুধো! আমার পেটের বাঁ দিকটে বড় জালা কচ্চে, আমি বুঝি মলুমরে!

সুধা। আয় গাড়ী করে যাব এখন।

আশু। তবে চল। কিন্তু—

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

—৮৮৮৮—

(রাম বাবুর বাড়ীর এক গৃহ।)

প্রেমলাঙ্গিনীর প্রবেশ।

প্রেম। (স্বগত) এ ঘরটী খুব নির্জন, কর্ম্মের বাড়ীতেও, লোক নেই। তা এই খানে বসে আপনার মনের দুঃখ ব্যক্ত করি না।—ঠাকুরঝি কোথায় গ্যাল? (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) ও ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! একবার এ ঘরে আয় না ভাই! (উপবেশন)

নেপথ্যে। তুই আবারও ঘরে গেচিস? আচ্ছা আমি যাচ্চি।

বিদ্যুল্লতার প্রবেশ।

বিদ্যু। এখানে কেন লো? চনা পাঁচালী শুনিগে।

প্রেম। ঠাকুরঝি! আমার পাঁচজন য়েওর কাচে বসতে লজ্জা করে।—আমি যে য়েও হয়েও হলুম না।

বিদ্যু। অমন অমঙ্গলে কথা কি বলতে আছে। একে দাদার যে ব্যাম হয়েচে রক্ষা পাওয়া ভার।

প্রেম। আমার যে দুঃখ তা আমিই জানি। অন্যে কি জানবে?—কাচে বসে গায়ে হাত বুলুতে গ্যালে,

লাথি মেরে তাড়িয়ে দ্যায়। যদি বলি "কেমন আছ" তা হলে উত্তর দ্যায় "তোমার তার মতন নয়"।—একি সামান্য দুঃখ! একি বল্‌বার কথা! (চক্ষে অঞ্চল দেওন)

বিদ্যু। ভাই সে দুঃখ আর কল্লে কি হবে। তবু দাদা পূর্ব্বের চেয়ে এখন ঢের স্থদ্‌রেচে, হেমাঙ্গিনীকে ত্যাগ করেচে, আর মদ খায়না। খালি তোকেই যা একটু ভাল বাসে না, এই। তাও হবে।—সবুরে ম্যাওয়া ফলে।

প্রেম। অসবুরে একটা আম্‌ড়াওত ফল্‌বে।—তা যাহোগ্‌গে চাপ, পড়্‌লে সবাই বাপকে ডাকে।—রক্তের তেজ কমে এয়েচে, তাই জন্য।—

বিদ্যু। নেড়া কবার বেল তলায় যায়?

প্রেম। ওর কি সে লজ্জা আছে। সেই যে একবার ব্যাম হয়েছিল, তখন বল্‌তো—আর মদ খাবনা, আর কিছু কর্‌বোনা। তবে আবার কেন কল্লে?

বিদ্যু। সেবারকার চেয়ে এবার খুব শক্ত ব্যাম হয়েচে, এতে যা বল্‌চে তা শক্তি কর্‌বে।—হরির ইচ্ছেয় যেন শীঘ্র শীঘ্র ভাল হয়ে যায়।

প্রেম। অনেক মদ খেলেই ও ব্যাম হবে।

বিদ্যু। বৌ! এখন পাঁচালী শুনিগে চল্‌না।

প্রেম। না ঠাকুরঝি, আমি যাব না।

বিদ্যু। মা আমাদের সাজিয়ে গুজিয়ে নিমন্ত্রণ

রাখ্‌তে পাঠিয়ে দিয়েচে, আমোদের কি কোনের ভিতর থাকা উচিত? সকলে আমোদ কচ্চে, আমরাও যাই চল্‌।

প্রেম। মার যে অন্যায়, আমার কি আজ আমোদ কর্‌বার সময়? আমোদের যে দিন গ্যাছে, সে দিন কেবল হাপুস নয়নে কেঁদেচি, আর মন্‌কে কত প্রবোধ দিয়েচি। তার ব্যাম হয়েচে, এতেকি আহ্লাদ হয়। সে আমায় হাজার ছুর ছি করুগ, তবু তার জন্য আমার মন কাঁদে। (চক্ষে অঞ্চল দেওন)

বিদ্যু। বৌ! তুই বলিস্‌ কি? হাজার হোক আপ্‌নার ভাতার ত বটে।—সে যদি এক শনিবার না আসে আমার প্রাণের ভিতর যে হুহু করে। আর তুই ত কাচে থেকেও পাস্‌নি, একি সামান্য দুঃখ। সুধাচাঁদের আজ কাল বেশ স্বভাব হয়েচে। কামিনীর কপাল ভাল।

প্রেম। ঠাকুরঝি! সুধোদত্তের মাগ না নেমন্ত্রণে এসেচে? তাকে ডেকে আন্‌না ভাই।

বিদ্যু। আচ্ছা আমি ডেকে আনি গে।

[বিদ্যুল্লতার প্রস্থান।

প্রেম। (স্বগত) কামিনী, একাদশীর পারণ কচ্চে, আমার যে একাদশী সেই একাদশী, কোন জন্মে আর দ্বাদশী হলনা, আর যে কখনও হবে তার ও আশা

নেই।—ওরে বিধি এই কি তোর সুবিধি হচ্চে? অবলা সরলার প্রতি কি এই বিধি? (মৌনে স্থিতি)

ফুলের তোড়া হস্তে কামিনীর সহিত
বিদ্যুল্লতার পুনঃ প্রবেশ।

কামি। সই! কতক্ষণ এসেচিস? এখানে বসে ক্যান্‌লো পাঁচালী শুন্‌বিনি?

প্রেম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তোর মতন যদি মনের আহ্লাদে থাক্‌তুম, তা হলে আমোদ কত্তুম। আপ্‌নার মনের দুঃখে রয়েচি বোন্‌, তা পাঁচালী শুন্‌বো কি।

কামি।—ওকথা বলো না বলো না সই।

শুদ্ধু তোমার নয় আমারো ঐ॥

প্রেম। কেন ভাই, তোমার দুঃখ কি? তুমিত ভাতারের সুখে আছ।

বিদ্যু। কামিনি! কত ঠাকুরের পোঁদ পুড়িয়ে যদি ভাতার হাতে পেলি, আবার ঠাট্টা কত্তেং সত্তি হবে।

কামি। আমি মনে ঠিক দিয়ে রেখেচি, আর হবে না।

প্রেম। কি সে?

কামি। সুরানিবারিণী সভার সভ্য হয়েচে বলে নিঃসন্দহ।

প্রেম। দাগি চোর কি নেই?

কামি। থাক্‌বেনা কেন? তার তেম্‌নি সাস্তি।

প্রেম। সে যা হোক, সই! তোর ভাতারকে কেমন করে বশ কল্লি বল্‌ দেখি!

কামি। ভাই! এখনও রাশ মানে না, একদিন২ খানায় পড়ে।

বিদ্যু। প্রেম চাবুক লাগালেই বশ হবে।

কামি। অনেক লাগালে বেতো হয়ে যাবে যে?

বিদ্যু। বেস্‌ত বেতোরা খুব খাট্‌তে পারে। তা-হলে তোমার পক্ষে হয় ভাল।

প্রেম। সই! কি রকম করে হাত কল্লি বল্‌না ভাই?

কামি। আমি একদিন তার স্বমুখে বল্লুম যে, আমি মর্‌বো, বলেই কল্লুম কি খানিক হত্তেল, আর খানিক্‌টে তেল, তাতে কিছু চুন দিয়ে মিছে মিছি খাবার উদ্যোগ কচ্চি, এমন সময় আমার হাত ধরে বল্লে, "প্রিয়ে! আমার হাতে দড়ি দিওনা; আর আমি বাইরে ইয়ারকি দেবনা, আর মদ খাবনা, এই সুরা-নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আসিগে" —বলেই চলে গ্যাল। সেই অবধি আর কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

প্রেম। আমার ভাতার সে ধেতের মানুষ নয়। সে পঞ্চধেতে, তা থেকে সোনা বার্‌ করা বড় শক্ত।

বিদ্যু। না হয় কামিনীকে ফুরিয়ে দে।

প্রেম। বিশ্বাস হয় না।

বিদ্যু। সে ভয় করিস্‌নিলো, কামিনীর পেট ভরা আছে।—ভরা পেটে গোবর গন্ধ!

প্রেম। হাজার পেট ভরা থাক্, তবু কি মানুষ পান-টাও খায় না। যদি পান খাওয়া গোচ করে? (সকলের উচ্চহাস্য)

বিদ্যু। সে যাহোক, কামিনি! তোকে এত কাহিল দেখ্‌চি কেন ভাই!

প্রেম। ঠাকুরঝি! তাও জান না, উপসের পর অধিক খেলিই পেট ছেড়ে দ্যায়।

কামি। তুমিই হও, আর আমিই হই, ভারি খিদে পেলে কি আদ্‌পেটা খেয়ে উঠ্‌তে পারা যায়?

বিদু। কামিনি! বৌ কে না হয় দিন কতকের জন্য ধার দে, এরপর সুদ সুদ্ধ নিস্।

নেপথ্যে। দত্তেদের বাড়ীর বৌ আর চৌধুরীদের বাড়ীর বৌ সকল কোথায়।—ও গো ওঘরে দত্তেদের বাড়ীর আর, চৌধুরীদের বাড়ীর বোয়েরা কেও আছ গা?

কোমরে অঞ্চল বেষ্টিত
রাধামণীর প্রবেশ।

রাধা। এই যে মা সকলেরা এখানে আছে! উপরে

.াত হয়েচে যে, শীঘ্র শীঘ্র খেয়ে নেবে চল। এর পর পাল্কি পাবে না।

প্রেম। আমরা এখন খাবো না, আর একটু পরে যাচ্চি।

রাধা। না মা, এখন পাঁচ জনে বসেচে তাদের সঙ্গে বস্‌লে কেমন হয়।

বিদ্যু। পিসি মা! পাঁচালী কি ভেঙ্গে গেছে?

রাধা। হ্যাঁ মা এই ভাঙ্গচে। এখন এস শীঘ্র।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

আশুতোষ শয্যায় শয়ান, একপার্শ্বে প্রেমোলাঙ্গিনী, অপর পার্শ্বে সুরমা আসীনা।

আশু। (রোদনস্বরে) মা! আমি যাই যে! আমার কি হলো?—আমার কি হলো গো-কি হলো!—কত

ডাক্তার, কত বদ্যি, কিছুতেই কিছু হলোনা, এখন মরণটা হলেই বাঁচি!—পাজি লোকেরা—মদ খাইয়েং আমাকে এমন কল্লে গো—এখন যে আমার এমন ব্যাম হয়েছে তা কেউ চেয়েও দেখে না।—উঃ!—উঃউহ্! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করণ) পেটের জ্বালায়—প্রাণ বেরিয়ে গেল।—আর বাঁচিনে গো!—হে জগদীশ্বর! আমায় কি কল্লেন? আমি জন্মেং কত পাপ করেছিলেম তাই এত কষ্ট পাচ্চি—আরও যে কত সহ্য কত্তে হবে তা বল্‌তে পারি না। (পার্শ্বপরিবর্ত্তন)—মা! গেলুম গো একবার চেয়ে দেখ!

স্থর। বাবা আশু! তুই আর অমন করে কাৎরাস্‌নি, দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। বাবা পইং করে মানা করেছিলেম যে, ও সব কায করো না, কেন বাবা কল্লে?—এখন আমি কি কর্‌বো?

আশু। মা!—

স্থর। কেন বাবা!

আশু। একটু জল দাও—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে গো!

স্থর। বৌ মা! ঐ কুজ থেকে একটু জল এনে দাও ত।

প্রেম। (স্বগত) হে হরি! মুখ রক্ষা কর! তোমায় শপাঁচ টাকার হরির নোট দেব। (জল লইয়া সুরমার প্রতিমৃদুস্বরে) এই নাও, জল দাও।

স্থর। (গ্রহণ করত) এই নাও বাবা, খাও।

আশু। জল কৈ? একটু খানি জল যে, এ খেয়ে আমার কি হবে!

স্থর। বাবা একটু খানিই খাও।

আশু। তবে যাঃ, আমার জল কাজ নেই!

স্থর। দাও বৌ মা, আর একটু জল দাও।

প্রেম। (স্বগত) কত জল খাবে। (জল দেওন)

আশু। (জলপান) আঃ! বাঁচ্‌লেম!—মা! আজ কোন ডাক্তার আস্‌বে?

স্থর। এক সাহেব ডাক্তার, আস্‌বার কথা আছে।

আশু। আর ডাক্তার কাজকি, আমি কি বাঁচ্‌ব।

স্থর। বাবা! অমন কথা কি বল্‌তে আছে। সে সাহেব মস্ত ডাক্তার, একদিনে ভাল কর্‌বেন।—তিনি যা বল্‌বেন তাই করো, আপনার ইচ্ছেয় কাজ করো না।

প্রেম। (স্বগত) ডাক্তার বলে যায় আর মদ খেওনা, তাই আগে কর্‌বে; তাতে কি ভাল হয়ে থাকে।

নেপথ্যে। ওগো কে ঘরে আছ, সরে যাও ডাক্তার সাহেব যাচ্চেন।

স্থর। বৌ মা! ঐ বুঝি ডাক্তার আস্‌চে, চল আমরা সরে যাই।—বাছার যে কি ব্যাম হল, কোন ডাক্তারে কিছু কত্তে পাল্লেন না। মদখেয়ে শরীরটাকে উচ্ছন্ন দিলে।

[একান্তে উভয়ের প্রস্থান।

ডাক্তার সাহেব, অন্নদা, ও আত্মারামের প্রবেশ।

অন্ন। Here sir (দর্শায়ন)

ডাক্তা। (চেয়ারে উপবেশন করিয়া) What's the matter baboo ?

আশু। আঃ! বড় ব্যায়ারাম।

ডাক্তা। Who was treating him ?

আত্মা। (অন্নদার প্রতি) সাহেব কি বলচে শুন ত বাপু।

অন্ন। ডক্টার হরিমোহন রায়।

ডাক্তা। বাবু! তোমার হাৎটি দেখি একবার? (হাত দেখিয়া অন্নদার প্রতি) well, let me see the medicine ?

অন্ন। (ঔষধের শিশি হস্তে দেওন)

ডাক্ত। (আঘ্রান লইয়া) yes ! take it. (অন্নদার হস্তে দিয়া উত্তম রূপে বক্ষ ও উদর পরিক্ষণান্তর স্বগত) Oh ! case stands very severe ! (প্রকাশ্যে) Bring some paper

আত্মা। সাহেব কি বল্‌চেন?

অন্ন। একটু কাগজ চাইচেন।

আত্মা। এই নিন। (কাগজ মসিধার ও লেখনি সাহেবের হস্তে দেওন)

ডাক্তা। (প্রেক্রিপ্সন্ লিখিয়া) মদ অধিক দেবে না।

আশু। তবে—আমায়—মেরে ফ্যালবার ঔষদ দিয়ে যাও।—একটু খেলেও কি দোষ?

আত্মা। সাহেব যা বলচেন শুন না। তবে আরাম হবে কিসে।

আশু। সাহেবের যে অন্যায় বলা, আমার হচ্চে মদের নাড়ি, আমি একটু না খেলে কি বাঁচ্‌ব।

আত্মা। ছি বাবা! এই না সব ত্যাগ করে ছিলে, আবার কেন নাম কচ্চ?

ডাক্তা। (অন্নদার প্রতি) Then you may give him very little at a time.

আত্মা। (ডাক্তারের হস্তে টাকা দিয়া) মহাশয়! কালআপ্‌নাকে আস্‌তে হবে।

ডাক্তা। আচ্ছা আসব। (সেথহ্যাণ্ড করিয়া গমন)।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।
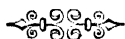
প্রেমোলাঙ্গিনীর শয়ন গৃহ।

সুরমা ও নবমল্লিকার প্রবেশ।

সুর। আমার আশুর যে এ ব্যাম ভাল হবে, তা মনে ছিলোনা, হরিপ্রসন্ন হয়ে মুখ রেখেচেন।

নব। উঃ! এবার কি কম শক্ত ব্যাম হয়েছিল, এ

রোগে যে রক্ষা পেয়েছে, পুনঃর্জন্ম বল্‌তে হবে। কারও মনে ভরসা ছিলনা। ডাক্তার খুব ভাল করেচে।

স্বর। বাছা যে রকম কাহিল হয়েচে, সোদ্‌রাতে দুমাস যাবে। কিছু খেতে পারে না, সকল সামিগ্রীতে অরুচি হয়েচে।

নব। ব্যায়ারমটী গ্যাল কেমন, খেতে পার্‌বে কোথ্যে-কে।—যোমে মানুষে টানাটানি।

স্বর। আশুর আজ কাল উত্তম স্বভাব হয়েচে, পূর্ব্বে বৌকে যেমন ভাল বাস্‌ত, আজ কালো, সেই রকম হয়েচে। আ হা! বৌকে যেমন সোনার চক্ষে দেখেচে, হরি করে যেন আর না কুবুদ্ধি হয়, তাহলে ভাল।

নব। ডাইনের মায়া কদ্দিন থাকে?—দিন কতক পরে দেখো যেমন তেম্‌নি হবে।

স্বর। এবার হবার ত কোন লক্ষণ দেখ্‌তেপাইনে। তবে বল্‌তে পারিনে মা।

নব। ঈশ্বর করুণ যেন আর না হয়। তবে কি না মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় ন, একবার চোর হয়ে যে পুনর্ব্বার সাধ হয়, তাকে কি সাধের মত বিবেচনা করা যায়?

স্বর। আমার আশু যে এত মন্দ হয়েছিল, তবু কি আমি বাছাকে হেনস্তা কত্তে পেরে ছিলেম। মন্দ হোগ সোন্দ হোগ দশ মাস দশ দিন উদরে স্থান দিয়েচি, সন্তান ত বটে।

নব।—কুপুত্র যদি হয়,

কুমাতা কভু নয়,

এত কথায়ই আছে।

স্বর। বৌ আমার সতী-লক্ষ্মী—আশু হাজার মুক্ করুক ঝুক্ করুক, তবু তার মুখ চেয়ে আছে।—বাছা ভাতারের যে কেমন সুখ তা জানে না। চির কাল্টা কেঁদে কেঁদে কাটিয়েচে, তার মতন গুণের বৌ কি আর হবে? অন্য মেয়ে হলে, কুলে কালি দিত।

নব। হাঁ তা সত্যি বটে, ঠাকুরঝির মতন আজ কাল মেলা ভার। এমন যে ভাতার ঘরে থাকৃত না তবু, বাপের বাড়ী গিয়ে এক দিনের তরে থাক্তে পারত না। বল্ত আমি যে দিনান্তে একবার আদ্বার দেখ্তে পাই আমার সেই ভাল।

স্বর। এই ব্যায়ারামের সময় আশু কত দূর ছি কত্ত, তবু বৌ আমার ছুটে২ গায় হাত বুলুতে যেত, মুখটী পানে চেয়ে থাকৃত।—সে যাহোগ মা! এস অনেক রাত হয়েছে। পাল্কি এল কিনা দেখিগে।

নব। হাঁ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রেমোলাঙ্গিনীর প্রবেশ।

প্রেম। (স্বগত) আহা! বিধাতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত

দিনের পরে বিরহিণীর দুঃখ দূর কল্লেন। এমন সুখের দিন যে হবে তা স্বপ্নেও জানি না।—আর বিধি প্রতিবাদী হতেই বা কতক্ষণ।—হে প্রভু কন্দর্প! আপনি এ হত ভাগিনীকে আর যন্ত্রনা দিচ্চেন কেন ঠাকুর? আমি অতি বিরহিনী তৃষ্ণাযুক্ত চাতকিনীর ন্যায় ছিলেম, এখন যদি মিলেয়ে দিয়েচেন,তবে কেন তৃষ্ণা নিবারণ না হয়? আপনি কি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কচ্চেন? আর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন না। যাহোগ এখনও যে ঘরে সুতে আস্‌চে না?—তবে আমি ঘুমুই।—কিন্তু এক্‌লাটী ঘুম হবে না।—কি আশ্চর্য্য! মন! তুমিত পূর্ব্বে তার জন্যে সোবার অপেক্ষা কত্তে না।—এক্‌লাই সুয়ে কাঁদ্‌তে, মনকে কত প্রবোধ দিতে। এক দিন তোমার সঙ্গে ভাল রূপ কথা কয়েচে বলে একেবারে ভুলে গেচ?—ছি-ছি ভুলোনা২ পুরুষ অবিশ্বাসী জাত। ডাঁড়ে বসে ছোলা খায় রাধাকৃষ্ণ বলে, আবার অম্‌নি শিকল কেটে উড়ে যায়।—এই যে আস্‌চে।—এখন আমি বসি দেখি কি বলে। (উপবেশন

আশুতোষের প্রবেশ।

আশু। প্রিয়ে! এমন করে বসে রয়েচ কেন? আমার উপর কি রাগ করেচ?

প্রেম। আমি মনের দুঃখে বসে আছি।

মানিনী।

গীতিকা।

শ্রীহরিমোহন রায় প্রণীত ও প্রকাশিত।

" প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।"

জয়দেব

কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

উপহার

০০;০;০০

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে,

গ্রন্থকার

"মানিনীকে"

আদরের

সহিত

সমর্পণ করিল।

ভূমিকা।

"অপারা," অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহুদিবস হইল, আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ "অপারার" আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে, প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিউগী—"সতী কি কলঙ্কিনী" নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও "জানকী-বিলাপের" কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ। তথাচ ভুবন বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি যে তিনি গীতিকার অভিনয়ে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন। "সতী কি কলঙ্কিনী" যদিও বিশুদ্ধ "অপারা" নহে, তথাচ অভিনয় মন্দ হয় নাই, দর্শকগণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। যাহা হউক "সতী কি কলঙ্কিনীর" রচনার দোষ গুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

আমিও যে "মানিনীর" সমুদয় অঙ্গ বিশুদ্ধরূপে সুসজ্জিত করিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ বঙ্গদেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে ততদূর আশা করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "অপারা" যে প্রণালীতে রচনা করা আবশ্যক, তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। এখন "আমার কপাল আর পাঠক মহাশয়দের হাতযশ।"

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, সঙ্গীত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ও তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়েরা, যত্নপূর্ব্বক "মানিনীর" গান গুলিকে, সুর এবং তালে সুসজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই সাহসে সাহসী হইয়া "মানিনীকে" পাঠক মহাশয়দিগের করকমলে সমর্পণ করিলাম। প্রার্থনা "মানিনীকে," অনুকূলনয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

শ্রীহরিমোহন রায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ

স্ত্রী।

রাধিকা।	চন্দ্রাবলী।
বৃন্দা।	অম্বালিকা।
ললিতা।	মাধবিকা।
বিশাখা।	লবঙ্গিকা।

মানিনী।

প্রথম অঙ্ক।

যমুনাপুলিন।

কদম্ব বৃক্ষতলে বংশী-হস্তে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও বংশীবাদন

বৃন্দে ও ললিতার প্রবেশ।

ইমন কল্যাণ।—আড়াঠেকা।

বৃন্দে। কেন হে নাগর রায়,
বাঁশরিটী ধরে, সুমধুর স্বরে,
ডাকিতেছ শ্রীরাধায়,—
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী,
মরে গুরু গঞ্জনায়।

ইমন কল্যাণ।

ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যভার কেমন ;
ললি। রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন ?

ঝিঝিট।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। সখি! কি দোষ আমার.
রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজে অনিবার।
সখি! সদা মনে করি, বাজাব না নাম ধরি,
এমন নিলাজ বাঁশী কোথা আছে কার?

ঝিঝিট।

এমন নিলাজ বাঁশী সজনি,
না বাজালে তবু বাজে অমনি।

ঝিঝিট।—কাওয়ালি

ললি। কত ছল জান রসরায়,
ভুলায়েছ শঠতায় ব্রজগোপিকায়
বৃন্দে। সখা হে বাঁশরী তব পূর্ণ ছলনায়,
ললি। মজাতে বসেছ তাই ব্রজ-ললনায়।
বৃন্দে। ক্ষমা কর রসরাজ ধরি তব পায়,
ঘরে পরে তিরস্কার সহা নাহি যায়।

খাম্বাজ।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। ভাল বাসি প্রেয়সী রাধারে,
তাই কি গো সহচরি! দূষিছ আমারে?

উভয়ে। ভাল হে চিকণ কালা, আমরাও ব্রজবালা,
ভজনা কি করিনে, তোমারে;
এতই কি ভাল বাস শ্রীমতী রাধারে?

খাম্বাজ।—ঠুংরি।।

কৃষ্ণ। না না সখি! তাতো বলি নাই,
আগেতে তোমরা, শেষে প্রাণাধিকা রাই।
উভয়ে। জেনেছি হে বনমালি, কেন কর চতুরালি,
পথ ছাড় জল লয়ে গৃহে চলে যাই।

পিলু।—একতালা।

কৃষ্ণ। সখি! মিনতি করি, চরণে ধরি,
ক্ষমা কর অপরাধ রোষ পরিহরি।
উভয়ে। যে ধরে হে পায়, তাহার কথায়,
কে কোথায় রাগ করে হে হরি!

বারোয়া।।

কৃষ্ণ। তবে সখি! মিনতি আমার,
বৃন্দে। বল কি করিতে হবে ওহে গুণাধার?
কৃষ্ণ। যে মম তনুর আধা, যার প্রেমে আছি বাঁধা,
ললি। বল হে চতুররাজ, কি নাম তাহার?

কৃষ্ণ। বৃন্দাবন বিলাসিনী, প্রেমময়ী কমলিনী ;

বৃন্দে। পরের রমণী সেই রমণীর সার।

কৃষ্ণ। আমি জানি কমলিনী, মম প্রেমসোহাগিনী,

ললি। মনে মনে লজ্জা ভাগ, দেখি যে তোমার।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কর ধারণ করিয়া।)

সে ধনে মিলায়ে মোরে, বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে,

দুখের দুখিনী তোমা বিনে কেবা আর।

বৃন্দে। দুঃখ ধরে হাসি পায়, যেও যেও রসরায় ;

আজ রাই কুঞ্জে করিবেন অভিসার।

বাহার।—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। সুখের সাগরে মন ভাসিল,

সুখের লহরী কত উঠিল।

উভয়ে। গিয়ে প্রাণ বঁধু, পান করো মধু,

যাই, দিনকর অস্তে চলিল।

[এক দিক দিয়া বৃন্দে ও ললিতার এবং
অপর দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

চন্দ্রাবলী ও অম্বালিকা আসীন।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

বেহাগ।—একতালা।

চন্দ্রা। সখি! ওই শুন শ্যামের বাঁশরী;
বাড়িল কাঁচলি ডোর খসিল কবরী।
বঁধুর বাঁশীর গান, কেড়ে লয় মনঃপ্রাণ,
লাগিল রে প্রেমবাণ, উহু মরি মরি!

বেহাগ।

সখি! শুনিলে শ্যামের বাঁশীর ধ্বনি,
স্থির হতে পারে কে হেন ধনী?
অম্বা। চল সখি তবে ত্বরায় যাই,
আনিগে ধরিয়ে প্রাণ কানাই।

ঝিঝিট।

চন্দ্রা। সখি! কৃষ্ণতো নহে আমার,
অম্বা। তবে সখি! কার?
চন্দ্রা। বলিব কি কার?

ঝিঝিট।—যৎ।

সখি! কৃষ্ণধন নহেত আমার,
এ দুরাশা মন হতে কর পরিহার।
রূপেগুণে মহীধন্যে, বৃষভানু রাজকন্যে,
কালশশী তাঁর জন্যে, ব্রজে অবতার।

ঝিঝিট।

শ্রীনন্দ-নন্দন হরি, জগত-দুর্ল্লভ,
একা সখি! নহে মম প্রাণের বল্লভ।

সুরট।—কাওয়ালি।

অম্বা। সখি! সেই শ্যাম গুণময়,
রাধিকার প্রাণধন, তোমার কি নয়?
জানি জানি সহচরি! অখিলের পতি হরি,
কিন্তু সখি! ব্রজরাজ, ভকত-আশ্রয়।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার বংশীধ্বনি।

লুম।

চন্দ্রা। ওই শুন বাঁশরীর ধ্বনি,
অম্বা। দ্বারের নিকটে গিয়ে, থাকি পথ আগুলিয়ে,
দেখিব কোথায় যায় শ্যামগুণমণি।

(দ্বারের নিকটে উভয়ের আগমন ও
সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া।)

বেহাগ।—আড়া।

কোথা করিছ গমন,
নটবর বেশে কার ভুলাইতে মন।
অম্বা। কার ভাবে রসরাজ, ধরেছ মোহন সাজ,
কোন্ ভাগ্যবতী আজ্ পাবে শ্রীচরণ।

বেহাগ।

কৃষ্ণ। না না সখি! এমন কোথায় বড় নয়,(অধোবদন)
অম্বা। না বলিলে যাইতে পাবে না রসময়!

বেহাগ।

চন্দ্রা। বুঝেছি বুঝেছি শ্যাম,
চলেছ রাধার পূরাইতে মনস্কাম।
বদন তুলিয়ে চাও, কেমনে যাইবে যাও,
দেখি আজ অধিনীরে হয়ে সখা! বাম।
কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া।)

বারোয়াঁ।—ঠুংরি।

আজ ছাড় বিধুমুখি ! মিনতি আমার,
কাল আসি মনোরথ পূরাব তোমার।

অম্বা। তুমি অরসিক বঁধু, প্রফুল্ল কমল মধু,
ছি ছি সখা ! যেতে চাও, করি পরিহার।

ইম্‌নি।

এতই কি রূপবতী, কমলিনী রাই,
ছলনা ছাড়হ চল নিকুঞ্জে কানাই।

কৃষ্ণ। না না সখি ! ও কথা বলোনা তুমি আর,
চন্দ্রাবলী কমলিনী, সমান আমার।
বিশেষ কার্য্যের তরে, যাইব হে স্থানান্তরে,
নতুবা হে রত্ন কেবা, করে পরিহার ?

সিন্ধু।

অম্বা। শ্যাম ! তুমি হে চতুররাজ,
চন্দ্রা। সখি ! বৃথা প্রেমে কিবা কায,
অম্বা। তবে আর কেন সখি ! পথ ছেড়ে দেও না
চন্দ্রা। যা ইচ্ছে তোমার কর, (অধোবদন)
অম্বা। আমার বচন ধর,
ভাল করে শঠরাজে প্রণয় শিখাও না।

শঙ্করা।—আড়া।

অম্বা। ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,
মণিময় হার করি গলেতে পরিব।
নিয়ত বাসনা মনে, হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে,
বসাইয়ে তোমা ধনে, আঁখি ভরি হেরিব

শঙ্করা।

কৃষ্ণ। সখি! আমার বাসনা তাই,
অম্বা। তবে কেন হে কানাই?
চন্দ্রা। কুঞ্জে বুঝি অভিসার করেছেন রাই?
কৃষ্ণ। না না প্রিয়ে ও কথায় প্রয়োজন নাই।

বাহার।—যৎ।

চন্দ্রা। আমরা কি ওহে হরি নহি অভিসারিকা,
এতই কি প্রেমডোরে বেঁধেছে সে নায়িকা?
তব লাগি রসরাজ, ত্যজি কুলশীল লাজ,
এসেছি কাননে যেন, শুক হারা শারিকা।

পরজ।—একতালা।

অম্বা।　　ওহে শ্যাম রসময়,
জগতের জন, জগত জীবন,
কেন হে তোমারে কয়?

শুনেছি পুরাণে, পরশে চরণ,
অহল্যা পাষাণী হইল মোচন,
তবে কেন সখা! কিসের কারণ,
জানকী যাতনা সয়?

কালেংড়া।

ছলনায় শঠরাজ ভরা তব মন;
কৃষ্ণ। ও কথা বলোনা আমি ভক্তজনধন।
অম্বা। আমরা কি ভক্ত নই?
কৃষ্ণ। কে বলে হে প্রাণ সই।
অম্বা। তবে কুঞ্জে চল নটবর,
কৃষ্ণ। সখি! যা ইচ্ছে তোমার কর।
অম্বা। (শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর করধারণ পূর্ব্বক
পুষ্পময় শয্যায় বসাইয়া।)

বাহার।

কিবা অপরূপ শোভা হইল;
নিরখি নয়ন মন ভুলিল।

মাল্য হস্তে মাধবিকা ও লবঙ্গিকার গান
ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

সিন্ধু-পিলু।—ঠুংরী।

উভয়ে। শিখাব চতুররাজে সহচরি,
শ্যাম রসময় গুণের আধারে ;
প্রেমডোরে বাঁধি হৃদয়-মাঝারে,
লোচন প্রহরী করি রব ধরি।

বাহার।

মাধ। সখি! এই যে নিকুঞ্জে আজ শ্যাম গুণময়,
লব। কোথাকার চাঁদ সখি কোথায় উদয়।
অম্বা। এইরূপ সুখ যেন চিরদিন রয়,
কৃষ্ণ। সুধু তোমাদের সখি! আমার কি নয়?

খাম্বাজ।—খেম্‌টা।

মাধ, লব। সখি! পরো গো মালা সুচিকণ,
দেখিয়ে জুড়াক প্রাণ জুড়াক নয়ন।
কাননে কাননে বুলি, নানা জাতি ফুল তুলি,
গেঁথেছি মোহন মালা, ভুলাইতে মন।

(উভয়ে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর গলে মালা
প্রদান পূর্ব্বক গান ও নৃত্য।)

সাহানা।—খেমটা।

দেখিয়ে মন ভুলিল।
যুগল নয়ন রূপ-সাগরে ডুবিল।
নব জলধরমাঝে, দামিনী কামিনী সাজে,
যেন নীল জলে কমল ভাসিল।
উভয়েতে চাঁদ চকোরে মিলিল॥

পরজ-কালেংড়া।

মাধ। সখি আজ ছেড়না গো মনচোরে,
লব। বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে ;
অম্বা। ছেড়ে দিব নিশিভোরে।

রামকেলি।—তেতালা।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ওই দেখ নিশি ভোর হইল,
কুহু রবে পিককুল ডাকিল।
যামিনী কামিনী লয়ে, চন্দ্র ম্রিয়মাণ হয়ে,
তরুণ অরুণ ভয়ে, অস্তাচলে চলিল।

অস্ত হেরি শশধরে, বুঝি অভিমান ভরে
চরম সিন্ধুর নীরে রাই শশী ডুবিল।
(সলজ্জায় না না)
চরম সিন্ধুর নীরে, নিশাদেবী ডুবিল।

রামকেলি।

অম্বা। খানিক থাক হে বঁধু! আছে হে যামিনী.
মাধ। কোথা যাবে বনমাঝে ফেলিয়ে কামিনী।
লব। তব মানে গুণমণি আমরা মানিনী।
চন্দ্রা। সবে জানে রাই তব প্রেমসোহাগিনী।

ললিত।

কৃষ্ণ। এখন বিদায় দেও ভবনেতে যাই.
মাধ। সে কি হরি নিকুঞ্জেতে একাকিনী রাই।
অম্বা। একান্ত যাবে হে তবে যাও হে কানাই,
চন্দ্রা। দাসী ব'লে মনে রেখ এই ভিক্ষা চাই।
কিন্তু সখা! ছেড়ে দিতে অভিলাষ নাই।
কৃষ্ণ। (চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরিয়া)
আমার হে প্রিয়তমে অভিলাষ তাই।
[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

অম্বা। চল গো সজনি! সবে গৃহে ফিরে যাই,

মাধ. লব। আর কেন যদি গেল চলিয়ে কানাই

[সকলের প্রস্থান

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

নিধুবন।

রাধিকা, বৃন্দে, ললিতা ও বিশাখা আসীনা।

ললিত।

রাধা। লাজে মরি সহচরি,
বৃন্দে। কে জানে এমন হবে অভিসার করি।
রাধা। ত্যজিলাম কুল লজ্জা, করিলাম বাস সজ্জা,
ললি। (বৃন্দের প্রতি)
কখন আসিবে কুঞ্জে মনচোর হরি।
রাধা। সাজিনু মোহন সাজে, ভুলাইতে রসরাজে,
বিশা। সকল হইল বৃথা, তাঁর আসা আশা করি।

ললিত—আড়াঠেকা।

রাধা। সই! কই সে কাল শশী,
ওই দেখ অস্তাচলে চলিল গগন-শশী।
সয়ে কত তিরস্কার, করিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই চল, কার আশ্বাসে আছ বসি।

যোগিয়া।

বৃন্দে। কেন ভাব বিধুমুখি! আসিবে কানাই
ললি। এখনো রজনী আছে ভোর হয় নাই।
বিশা। ওই দেখ শশধর, বিতরিছে স্নিগ্ধ কর,
ক্ষণেক ধৈরয ধর, বিনোদিনী রাই।

যোগিয়া—যৎ।

রাধা। ধৈরয ধরিতে নারি বিনে প্রাণ কালিয়ে;
যামিনী কামিনী সহ যায় শশী চলিয়ে।
"পিকের কলরব, গুঞ্জরে অলি সব,
অনলে দেয় দেহ জ্বালিয়ে।
মালতী ফুলমালা, যেন বিছার জ্বালা,
গরলে গেল দেহ গলিয়ে।"
পর প্রণয় রসে, পর প্রণয় বশে,
রহিল কালা মোরে ভুলিয়ে।
সখিরে! রতিপতি, যাতনা দেয় অতি,
মানে না মানা নারী বলিয়ে।

বিভাষ।

বৃন্দে। রাই সুধামুখি! ধৈরয ধর,
ললি। এখনো রজনী, আছে গো সজনি,
আসিবে নিকুঞ্জে, শ্যাম গুণাকর।

বিশা। প্রেমময়ি রাধা, তব প্রেমে বাঁধা।
আছে নিরন্তর সেই নটবর।

বিভাষ—যৎ।

রাধা। সখি! সে লম্পটরাজ, নাহি তার ভয়লাজ॥
"বুঝি কেবা পেয়ে লাগ, মোর মাথা খেয়েছে।"
শ্যাম প্রেম-সরোবরে, প্রগাঢ় প্রণয়ভরে;
বুঝি কোন সুরূপসী, অনুরাগে নেয়েছে।

বিভাষ।

সখি! আর যে বাঁচেনা প্রাণ,
বিষসম কোকিলের সুধাময় গান।

পরজ।

বৃন্দে। এখনি আসিবে কুঞ্জে সে রসনিধান,
রাধা। না না সখি! জানি তিনি লম্পটপ্রধান।
ললি। কেন সখি! কর তিলে তাল পরিমাণ,
বিশা। আসিবে কালিয়ে হেন করি অনুমান।

রামকেলি—কাওয়ালি।

রাধা। ওই দেখ পূর্ব্বদিক হ'ল আলোময়,
কোথা সখি! কোথা তব শ্যাম-রসময়।

এত যদি ছিল মনে, কিহেতু আনিলে বনে,
পর প্রেমে কুল মান, গেল সমুদয়।
বৃন্দে। কে জানে ছলনাভরা শ্যামের হৃদয়।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

যোগিয়া।

ললি। ওই যে সখি! ওই যে বাঁশি বাজ্‌ল কাননে,
চল্‌গো সখি! আন্‌বি ধরে নীরদ-বরণে।
বিশা। আর কেন গো সোহাগ করা পরের রতনে,
সে কালসোণা, পরের সোণা কায্‌ কি যতনে।
রাধা। বেস্‌ বলেছ, বেস্‌ বলেছ, আর তো নয়নে,
দেখিস্‌ সখি! দেখ্‌ব না আর মদনমোহনে।
বৃন্দে। বেস্‌ বলেছ প্রাণসজনি ভিজ্‌লো আমার মন,
রাখ্‌তে পার, তবেতো বলি ধনুকভাঙ্গা পণ।
রাধা। কেন্‌লো সখি কেন্‌লো সখি এতই কিসের ভয়,
তাই করব তাই কর্‌ব, পণ্‌টী যাতে রয়।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালি

বৃন্দে। তবে সখি! ধরহ বচন,
ঢেকে বসো নীলাম্বরে, সুচারু বদন

ললি। যদি আসে বনমালি, ঘুচাইব চতুরালি,
বিশা। কাঁদাব ধরায়ে সখি! সখীর চরণ।
দেখিব সে শঠরাজ চতুর কেমন।
রাধা। (বসনে বদন আবৃত করিয়া)

সিন্ধু—ভৈরবী।

এইতো সখি! বসিলাম বদন ঢাকিয়ে!
সাবধান কুঞ্জে যেন আসে না কালিয়ে।
বাঁশী কেড়ে নিও তাঁর! আর যেন পুনর্ব্বার;
বাজাতে না পারে সখি! মম নাম ধরিয়ে।
সকলে। হবে না গো দিতে আর আমাদের বলিয়ে॥
নেপথ্যে পুনর্ব্বার বংশীধ্বনি।

সিন্ধু—ভৈরবী।

রাধা। নিকটে বাজিল বাঁশী শোন না গো ওই,
সকলে। আমরাও কুঞ্জদ্বারে চলিলাম সই।
কিন্তু সখি! মরমের কথা সবে কই,
সরমে মরমে যেন মরিয়ে না রই।
সকলের গাত্রোত্থান।
রাধা। সেকি সখি! তোমাদের অপমান করে,
আমি কি ডুবিব ছার প্রেমের সাগরে?

বৃন্দে। (সখীদের প্রতি)

চল গো সজনি তবে যাই গো সত্বরে।

সকলের কুঞ্জদ্বারে আগমন ও সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কালেংড়া।

বৃন্দে। (অগ্রসর হইয়া)

দাঁড়াও দাঁড়াও কোথা যাও গুণমণি,

কৃষ্ণ। যথা প্রেমময়ী রাই তথায় স্বজনি।

ললি। বল হে লম্পট কোথা বঞ্চিলে রজনী,

বিশা। যাও যাও তোমারে চাহে না রাই ধনী।

কালেংড়া—কাওয়ালি।

বৃন্দে। সখা! একি অপরূপ সাজ সেজেছ,

ললি। কাহার সিন্দূর ভালে পরেছ।

বিশা। কাহার মালতীমালা, পরেছ চিকণ কালা,

এ কার বসন বঁধু বিনিময় করেছ?

পরজ।

বৃন্দে। কত রঙ্গ জান ওহে হরি,

ললি। বঁধু তব গুণের বালাই লয়ে মরি।

বিশা। বল বল প্রাণ বঁধু, ও মুখ-কমল-মধু,

সুরাগে করেছে পান কোন্ মধুকরী?

বৃন্দে। কার তাম্বূলের রাগে, বসন ভরেছে দাগে,
ললি। হেন সাজ সাজায়েছে কেবা সে নাগরী ?

ভৈরবী—মধ্যমান।

কৃষ্ণ। কেন সহচরি দোষ মোরে,
নিরন্তর আছি বাঁধা রাধা-প্রেম-ডোরে।
ললি। তাই কি চিকণকালা, পরিয়ে মালতী-মালা,
এসেছ জ্বালাতে নিশিভোরে।

—

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। কেন অনুযোগ প্রাণসই,
অন্য জনে নাহি জানি কমলিনী বই।
বিশা। পর প্রেম চিহ্ন ল'য়ে, এসেছ হে ভয়ে ভয়ে,
লম্পট কপট তব সম আর কই।

—

ভৈরবী।

কৃষ্ণ। স্বজনের দোষ সখি! কোথায় কে ধরে,
কে কোথা স্বজনে ত্যজে অভিমান-ভরে।
বৃন্দে। তাই কমলিনী, জাগিল যামিনী,
কাননে তোমার তরে।
বিশা। যাও যাও কাজ নাই এমন নাগরে।

খাম্বাজ।

ললি। আর কেন হে চিকণ-কালা,
সোহাগ করে বাড়াও জ্বালা,
যাওনা চলে গরু নিয়ে গোঠে।

বিশা। "যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে,"
নইলে ফুলে ভেক্ কেন হে যোটে

খাম্বাজ।

কৃষ্ণ। ক্ষমা কর অপরাধ এই ভিক্ষা চাই,
দেখিব কেমন আছে প্রাণাধিকা রাই।

ললি। মানানল জ্বেলে বসে আছে তব রাই,

বিশা। সে অনলে দগ্ধ হতে যেওনা কানাই।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কর ধরিয়া)

টোরি—কাওয়ালি।

সখি! ভরসা তোমার;
দুঃখের সাগর হ'তে কর যদি পার।
বিনয় করিয়ে কই, কেবা আছে তোমা বই,
একবার দ্বার সই, কর পরিহার।
দেখি যদি পারি মান ভাঙ্গিতে রাধার।

টোরি।

বৃন্দে। এ সময়, সেখানে যেওনা রসরায়,
ব্যথিতা কিশোরী অতি বিরহ ব্যথায়।
মান মণি ধরি শিরে বিষধরী প্রায়,
গর্জ্জন করিছে ক্রোধে দংশিতে তোমায়।

টোরি।

কৃষ্ণ। থাকিতে বাসনা যায় মলয় শিখরে,
সাপিনীর ভয় কভু সেজন না করে।
বিরহ গরলে পূর্ণ হৃদয় আমার,
মানিনীর বিষে আরো হবে উপকার।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

বৃন্দে। পারিবেনা হরি তুমি ভাঙ্গিতে সে মান,
রমণীর কাছে কেন হবে হতমান ?
কৃষ্ণ। যাক্ সখি! ছার মান, তবু তো যুড়াবে প্রাণ,
নিরখিয়ে শ্রীমতীর সুচারু বয়ান।
বৃন্দে। যাও তবে দেখ গিয়ে হে গুণ-নিধান।
কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক
করযোড়ে)

কোকব।

প্রিয়ে ত্যজি অভিমান,
কর হে জীবন দান।
তুলিয়ে বদন, কর দরশন,
মানানলে দহে প্রাণ।
তুমি হে আমার, তোমা বিনে আর,
নাহি যুড়াবার স্থান।

রাধা। (বৃন্দের প্রতি সরোষে)

খাম্বাজ।

একি সখি! লম্পটেরে কি হেতু আনিলে,
কেন সখি! কেন তুমি দ্বার ছেড়ে দিলে?
মরমের দুঃখ সখি! মনে না ভাবিলে,
লম্পট কপটে হেরি সকল ভুলিলে?

বৃন্দে। উঠ শ্যাম হেথা বসে কি হবে কাঁদিলে,
আমারে মজালে আর আপনি মজিলে।

কৃষ্ণ। (বৃন্দের কথা না শুনিয়া করযোড়পূর্ব্বক শ্রীরাধার প্রতি)

মানময়ি! অভিমান কর পরিহার,
ব্যাকুল হ'তেছে অতি জীবন আমার।
হয়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধরিয়ে সাধি,
তবু কি আমারে দয়া হবে না তোমার?

উপহার।

মা!

যদি তনয়ের মুখনিঃসৃত 'মা' বাক্যে আপনার হৃদয় পুলকিত হয়, তবে সেই তনয়ের হস্তজাত বন-কুসুম-দাম আপনার করে প্রদত্ত হইলে যে তদপেক্ষা অধিকতর পুলকিত হইবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় না থাকায় এই বন-কুসুম-দাম আপনার করে অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম—আশা করি সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম সফল করিবেন—এবং আশীর্ব্বাদ করুণ, সময়ে যেন নিলপদ্ম দল আপনাকে উপহার দিতে পারি।

আদরের ধন।

"প্রণেতা"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সত্যবান	... ...	অবন্তি রাজপুত্র।
নারদ	... ...	দেবর্ষি।
মহাকাল	... ...	পরিণাম বিচারক

কাল-দূতদ্বয়, ইত্যাদি।

সাবিত্রী	... ...	অশ্বপাল রাজকন্যা
সুরবালা বনলতা মহাশ্বেতা	... ...	সখিত্রয়।
পূর্ণকেশি মিশ্রকেশি	... ...	অপ্সরাদ্বয়।

প্রকৃতি দেবী।

আদর্শ—সতী

গীতি-নাট্য।

প্রস্তাবনা।

[মৃদুবাদ্যের সহিত পট উত্তোলন।]

(গিরিশিখর)

শিখরে প্রকৃতি উপবিষ্টা ও দুইপার্শ্বে অপ্সরাদ্বয় দণ্ডায়মানা

উভয়ের গীত।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মরি কিবা শোভা কাননে।
সেজেছেন প্রকৃতি সতী চারু ভূষণে॥
মধুর মধুমাসে, কানন হাসে; মধু আশে,
ভাসে সুখে মধুপ গণে॥
মোহন মনোহর নয়নে হেরে,
নাচে নয়ন মন আমোদ ভরে,
গাইব ভাসিয়ে সুখে সুখ-সরে;
সাবিত্রি সতী রতনে॥

পটক্ষেপন।

প্রথমাঙ্ক।

(তপোবন—লতাচ্ছন্ন বেদিকোপরি সত্যবান আসীন।)

চিতাগৌরি—আড়াঠেকা।

কোথাহে তরুণ তপন।
কাঁদাইয়ে কমলিনী করিছ গমন॥
কুসুমিত উপবনে,
বিষাদিত বদনে;
ভানুপ্রিয়ে করিছে রোদন॥
সহাস তাপস সূতা,
করে ধরি বন লতা;
যামিনীরে করে আবাহন॥

সত্য। চঞ্চল-মন কিছুতেই স্থির হয় না। ওঃ—প্রাসাদের স্ফটিক্ ভিত্তিতে চরণস্পর্শ কোত্তেও যাঁর কষ্ট বোধ হ'ত, আজ কিনা তিনি কণ্টকময় পথে বিচরণ কোচ্চেন? সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা আজ কিনা মৃগচর্ম্মে পরিণত হ'য়েছে। আমার বৃদ্ধ পিতামাতা একে সামর্থহীন, তাতে আবার ঈশ্বরের লিপি-কৌশলে অন্ধ!! অভাগা সত্যবান একদিনের তরেও পিতা-মাতার অমিয়বচন শুনতে পেলেনা, পাবেওনা সে বিষয়ে স্থির

নিশ্চয়। ধন্য বিধাতা! দরিদ্রকে ধনবান, আর ধনবানকে দরিদ্র করা কেবল তোমারি সাধ্যায়ত্ত। দেব! দরিদ্র ত কোরেছ—তবু কেন কষ্ট দাও? ক্ষণেকের তরে দরিদ্রহৃদয়ে শান্তিদান কর; মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধ পিতামাতার চরণ সেবা ক'র্ত্তে দাও। (চিন্তা)

(সাবিত্রিকে বেষ্টন করিয়া সখিদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

খাম্বাজ—খ্যামটা।

ওসখি হের সুখে সুখেরি উপবন।
নাচিছে সরসি বারি,
ছুলিছে কমলবন;—
হাসিছে মধুপ হরি,
কমল কোমল মন।

সুরবালা। সখি! কেমন কমল বন দেখেছ?

বনলতা। আবার কেমন পাদপশ্রেণী দেখেছ?

মহাশ্বেতা। আহা! তপোবন যথার্থই যোগীহৃদয়ের শান্তিদায়ক।

সাবি। মহাশ্বেতে! তপোবন সুদ্ধ যোগীহৃদয়ের শান্তি-দায়ক নয়—সকল মনুষ্যেরই চিন্তাপহারক।

সুর। তা হবেনা কেন? এখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

সাবি। সুদ্ধ সে জন্য নয়, তপোবন শান্তিপূর্ণ।

মহা। আহা! কেমন লতাকুঞ্জ দেখেছ। সখি! দেখ মাধবীলতায় কুঞ্জটি আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে।

সাবি। স্বভাবের সকলই রমণীয়! কেমন ফুলগুলি থরে থরে ফুটেছে দেখেছ? হঠাৎ দেখ্‌লে কৃত্রিম বোধ হয়।

সুর। কেমন মধুর বাতাস আশ্চে দেখেছ?

বন। আমাদের সখির কাছে পবন বাঁধা।

মহা। সখি! ওদিকে একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছ?

সুর। তাইত চক্ষু যে আর ফেরে না।

বন। তপোবনে কত রমণীয় বস্তু থাকে!

সাবি। বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালি।

অপরূপ হের সই নয়নে।
আবরি মোহন রূপ লতা বিতানে॥
রাহুর ভয়ে, বনহৃদয়ে;
খসিয়াছে শশী রে!—
কিম্বা ভ্রমে রতিপতি,
কাঁদাতে বিরহী, একাননে।

মহা। তাইত? তাপসকুমারের মধ্যেও এমন সুন্দর পুরুষ আছে?

সুর। তাপসকুমার বল্লেই একটা অসভ্যের মতন বোধ হয়।

সাবি। তা নয় সখি; বিধাতার কারুকার্য্যের মহিমা বোঝা যায় না। (সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত)

স্থর। দেখেছ্ একমনে কি ভাবছেন ?

মহা। ভাবছেন, আমি যদি তাপস না হ’য়ে কোন রাজকুমার হোতেম্—তা হ’লে হয়ত কোন রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হ’ত।

স্থর। কিন্তু সখি! রাজকন্যা হ’লেই যে রাজপুত্র বিবাহ ক’র্ত্তে হবে, তারই বা ঠিক্ কি ?

সাবি। বিধাতা রাজপুত্রকেও যে ভাবে স্থষ্টি কোরেছেন, ঋষিকুমারকেও সেই ভাবে স্থষ্টি করেছেন।

সত্য। (স্বগত) একি! বনদেবির আগমন নাকি ?

মহা। আমি একবার গিয়ে পরিচয় দিয়ে আসি।

সাবি। উচিত—নতুবা তাপসকুমারের অমর্য্যাদা করা হয়।

(সত্যবানের বেদি হইতে অবতরণ)

মহা। (অগ্রসর হইয়া) প্রণাম।

সত্য। জয়োস্তু! আপনাদের অপরিচিতের ন্যায় বোধ হ’চ্চে।

মহা। আজ্ঞে হাঁ—আমার সখি সাবিত্রি জয়ন্তির অধিপতি অশ্বপাল রাজার কন্যা, বনভ্রমণে এসেছেন।

সত্য। (স্বগত) রাজকুমারি! বামণের চন্দ্রস্পর্শ! নানা চিন্তা দূর হোক্।

মহা। দেব! তবে আমাদের বিদায় দিন।

সত্য। (শূন্যহৃদয়ে) বিদায়? কেন ?

মহা। সন্ধে হোয়ে এল।

সত্য। অতিথি-সৎকার তাপসদিগের প্রধান ধর্ম্ম তাত আপ্‌নি জানেন।

মহা। আজ্ঞে তা জানি। আচ্ছা তবে একবার রাজ-কুমারিকে জিজ্ঞাসা করিগে। (আগমন)

সত্য। [স্বগত] পুনর্ব্বার চিন্তা! অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী!

মহা। সখির যে আর পলক্ পড়েনা——

[সখিত্রয়]

পিলু—খ্যাম্‌টা।

মরি কি মনোহর হেরি নয়নে। (আজি)
বিকশিত শশী শোভে গগণে॥
সরসী সলিলে
নবনব দলে;
কু-মুদি-নী ভাসে সুখমনে;—
পাবে হৃদয় মাঝে প্রাণধনে॥

মহা। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আতিথ্য স্বীকার কর্ব্বো কি?

সুর। ওঁর ইচ্ছে থাকি।

বন। বলগে আজ্‌কে আমরা আতিথ্য স্বিকার কোর্ত্তে পারি না।

মহা। তাই বলিগে সখি?

সাবি। যা তোমাদের ইচ্ছা।

মহা। [অগ্রসর হইয়া] দেব! আজ আমাদের মার্জ্জনা কোর্ত্তে হবে।

সত্য। আচ্ছা [স্বগত] যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মহা। [আসিয়া] রাজকুমারি তবে চল।

সুর। যাওয়া কঠিন।

সরল প্রেমের বিষম ফাঁস।

প্রেমিক জীবন করয়ে নাশ।

মহা। সখি আর কেন? যাওয়া যাক্ চল।

সখিত্রয়।

বাঁরয়া—খ্যাম্‌টা।

চললো সখি কনক ভবনে।

সুখ নাহি তপোবনে॥

রতি রঞ্জন,

সহ সঙ্গীগণ;

দহে সুবদনে॥

[সত্যবান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

সত্য। সুবর্ণ-পিঞ্জর ভেঙ্গে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সুখবিহঙ্গ উড়ে গেল! অল্পক্ষণের মধ্যে মানসের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন। সেই কানন—সেই বন পাদপরাজী—সেই সলিলে কমল—আর আমিও সেই সত্যবান সরসী-তটে দণ্ডায়মান;—কিন্তু মানসের কি অবস্থা? পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পেয়েছে, মনের ভাব পরিবর্ত্তন

হ'য়েছে। প্রথম চিন্তা, তারপর আশা; (ভ্রমণ) একি? সুন্দরীর সুন্দর পদচিহ্ন যে? সত্যবানের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রি। আমি কি আশা কোচ্চি?

হতাশ হৃদয়ে বিরহ বাতাস।
তাপস হৃদয় করয়ে বিনাশ॥

কানেড়া—ঝাঁপতাল।

কেনরে মন দূরাশয়ে আশকর বিফলে।
দুঃখে সুখে কখন কি সমভাবে মিলে॥
চন্দ্রকি কভু স্বরগ ছাড়ি,
মরত ভূমে করত বাস;
রতিকি কভু কামে ছাড়ি,
অপর সনে মন টালে।

একি? আমিনা তাপস? আমার চিরব্রত যোগসাধন কি সামান্য রমণীমোহে মুগ্ধ হ'ল? কুসুমায়ুধের কি হিতাহিত জ্ঞান নাই? যোগীর শুষ্কহৃদয় কি তার ফুলবানের লক্ষ স্থল উঃ——

নিশায় নিমেষ মাত্র ভানুর উদয়ে।
কাঁদিল কমলকলি বিষাদ হৃদয়ে॥ [চিন্তা]

(অলক্ষিত ভাবে অপ্সরাদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সত্যবান ... ... অবন্তি রাজপুত্র।

নারদ ... ... দেবর্ষি।

মহাকাল ... ... পরিণাম বিচারক

কাল-দূতদ্বয়, ইত্যাদি।

সাবিত্রী ... ... অশ্বপাল রাজকন্যা

সুরবালা
বনলতা } ... ... সখিত্রয়।
মহাশ্বেতা

পূর্ণকেশি
মিশ্রকেশি } ... ... অপ্সরাদ্বয়।

প্রকৃতি দেবী।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(রাজ বাটীর উদ্যান মধ্যস্থিত সরোবর পার্শ্ব)

তাপসী বেশে সাবিত্রি উপবিষ্টা।

পিলুবাঁরয়া—ঠুংরি।

হায় হায়রে একি দায়।
সদত দহিছে কেন পোড়া প্রাণ হায়॥
কুসুমিত উপবন,
বিষাদিত কি কারণ;
কেনবা মধুপগণ কাঁদিয়ে বেড়ায়।
হায়রে! মোহিত আমি মদন মায়ায়॥

সন্তান স্নেহত সকলেরই হৃদয়ে আছে? তবে বাবা কেন অমত কল্লেন? সত্যবান তাপসকুমার। রাজকন্যা কি রাজপুত্রেরই জন্য সৃষ্টি হয়? মনে মনে নবীন তাপসকে পতিত্বে বরণ করেছি, তাপসীর ও বেশ ধোরেছি। এ প্রণয় বেগত কেউ ফেরাতে পার্ব্বে না।

(দৈববাণি)

নাচিল নরেশ বালা নাচিল প্রণয়।
নাচিল তাহার সনে কোমলহৃদয়॥

কি হবে? বাবার কঠিন অন্তর কি কিছুতেই কোমল হবেনা? সম্মতি কি দেবেন না? তাঁকে কোন কথা বোল্‌তে লজ্জা করে। কেন? কৌমারেত লজ্জার অধিকার নাই; তাঁর চরণে ধরে মিনতি করে বোল্‌বো, তাতেও কি সম্মত হবেন না?

(দৈববানি)

"আবার কুসুমায়ুধ মধুহাসি হাসিল।
আবার রমণীহৃদে ফুলশর বাজিল॥"

অবশ্য সম্মত হবেন!! তাপসের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে তাপসির ন্যায় ভ্রমণ কর্ব্বো—নির্ঝরিণির ঝর ঝর শব্দে কর্ণ সুশীতল হবে—বনসহচরি তাপসবালাদের কোমল অন্তকরণে স্থান পাব। বিপিনের বিনোদকুঞ্জ আমাদের বিলাস গৃহ হবে। নিশায় শান্তিকানন শান্তভাবে পরিণত হবে—আবার প্রভাতে সুমধুর কোকিলকূজনে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হবে। এঁ্যা—সকলি মিথ্যা——কল্পনা বশে কত কি দেখছি কিন্তু কিছুই সত্য নয়—ওহ!! কেমন কোরে সত্যবানের বনসহচরি হব? (অধোমুখে চিন্তা)

(সখিত্রয়ের প্রবেশ ও গীত)

কালেংড়া—খ্যাম্‌টা।

চল চললো সখি ফুলচয়নে।
সাজাব সাধ সখি রতনে॥
মোহন ফুল হারে, বেঁধে দিব কবরী;
বাসনা হেরিব হাসি চাঁদবদনে॥

মহাশ্বেতা। ওই যে লো বোসে আছেন?

সুরবালা। নবীন বয়সে নবীন আশায়।
নরেশ নন্দিনী জ্বলিছে জ্বালায়॥

বনলতা। সেই তপোবনে যাবার দিন এক ভাব আর আজ এই এক রকম ভাব।

মহা। তখন সরলার বদনে কৌমারজ্যোতি শোভা পেত কিন্তু এখন?

সুর। প্রণয় প্রমাদ চিহ্ন, ওই দেখা যায়।
আকুল বিরহী মন, প্রণয় জ্বালায়॥

বন। ঠিক্ বোলেছ ভাই—নবীন প্রণয়ে অনেক প্রমাদ।

সুর। প্রমোদ প্রেমিকে প্রণয়ে নাচায়।
কভুবা নিরাশ নীরেতে ভাসায়॥

মহা। সুরবালা! গোটাকতক্ ফুল তোল্‌না ভাই।

সুর। ফুলে আর কি হবে বল?—শিশিরে কি আর সাগরের খেদ মেটে।

বন। কতকটা মনের সুখ হয় বটে।

সুর। মনের সুখ?—রাজকুমারীর মনের সুখ এখন সেই শান্তি-কাননে সত্যবানের কাছে কাছে বেড়াচ্চে।

মহা। নাম পর্য্যন্ত জেনেচিস্ যে?

সুর। সুরবালা যে—সাবিত্রির এক অংশ।

বন। তাইজন্যে বুঝি এত চেষ্টা কোর্চ্চিস্ যাতে সত্য-বানে আর সাবিত্রিতে বিবাহ হয়।

সুর। তা বইকি—নইলে ভাগ পাই কই?

মহা। চল্না ভাই, আমরা ফুল তুলে নিয়ে যাই।

সুর। সেই ভাল চল।

[পুষ্পচয়নান্তর সাবিত্রি-সমীপে গমন]

সুর। সখি! একি বেশ? আহা! বেশ হয়েছে—তবে আর কি মহাশ্বেতা——বাসর সাজাগে যা——

মহা। কেন্ লো হোয়েছে কি?

সুর। প্রেম-প্রতিমা তাপসি হয়েছেন।

বন। তাপস কোথা লো?

সুর। তাপসীর হৃদয়ে।

মহা। আমি জাস্তুম্ বনে।

সুর। সখির হৃদয় এখন বনের চেয়ে আর কি হ'তে পারে।

বন। তবে বনের ভেতর প্রণয় বাঁধা।

সুর। আমরা কজনে পোড়ে বেঁধে দিয়েছি, (সাবিত্রিকে) না সখি?

সাবি। হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু খুলেযেতে পারে ত?

সুর। সুরবালা এমন বাঁধন বাঁধে না যে খুলে যাবে।

সাবি। তবে কি বাবার মত হোয়েছে?

সুর। ততদূর যেতে পারি নি।

সাবি। তবে নিরাশা। (অধোবদন)

মহা। সখি! কি হয়েছে, আমরা কি শুন্তে পাই না।

সুর। সুরবালা সব জানে।

মহা। সুরবালা যা জানে আমারাও ত তা জানি।

সুর। তা আর জান্তে হয় না।

মহা। তবে বল না ভাই?

সুর। আমি বোল্‌বোনা—জিজ্ঞাসা করনা কেন?

মহা। সখি!—বলনা ভাই।—

সুর। উনি বল্‌বেন—আরকি? সেদিন তপোবন দেখ্‌তে গেছ্‌লেন্ জানত?

মহা। বুজিছি—

সাবি। কি বুজেছ ভাই?

মহা। সত্যবান।

সাবি। ঝুমঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

স্বজনীলো হেরে।
মন দহে সদা বিষম কুসুম শরে।
তাপস নয়ন চারু, লইয়াছে মন হরি;
কেমনে ধৈরজ ধরি;—
প্রেমবশে আঁখিবারি সদত ঝরে॥

বন। তাইতেই বুঝি তাপসী সেজেছ?

সাবি। মনে কল্লুম্ এতে মনের কিছু তৃপ্তি হবে কিন্তু তাও হ'লো-না।

মহা। মা এসব কথা জান্‌তে পেরেছে।

সাবি। বাবাও জান্‌তে পেরেছেন—সুরবালার কাছে মা এই সব কথা শুনে বাবার কাছে বল্লেন্—তাতে তাঁর মত হয়েছিল—

মহা। তারপর ?

র। তারপর " নিরাশ সলিলে,
নিরবে পতন। "

বন। যথার্থ বলনা, তারপর কি হলো ?

র। সুরবালাত আর সাবিত্রি নয় ?

বন। না হয় আজ্‌কের জন্য হ'না।

র। তা হ'লে ভাবনার ভাগ খানিকটে নিবি ?

সাবি। তারপর——নারদ আসাতে——বাবা তাঁকে সব জিজ্ঞাসা কল্লেন্—তাতে তিনি যে কথা বল্লেন্—ওহ্ নিরাশা—

বন। কেঁদনা সখি—কেঁদনা—উপায় হবেই হবে ?

সাবি। ভাই উপায় নেই—নারদ বোল্লেন্—বিবাহের দিন থেকে এক বৎসর পরে—তাঁর মৃত্যু হবে—ওহ্!—আশা নাই—

সুর। সখি! তুমি এক কাজ কর ভাই—আবার হিমগৃহে গিয়ে মদনের পূজা কর।

সাবি। না সখি—আর কিছুতেই বাবার মত ফিরবেনা—আমি অভাগিনি—ওহ্ বিধাতা!—এইকি তোমার কোমল হস্তের কঠোর লিপি ? সাবিত্রি তোমার চরণে কোন্ অপরাধে

অপরাধি—কেন অভাগিনিকে এত কষ্ট দিচ্চ; ওহ্ নিরাশা। কিছুতেই পাবনা—পাবনা ওহ্! (ক্রন্দন)

(সখিত্রয়)

খাম্বাজ—খ্যামটা।

নব, নলিন নয়ন নীর নিবার লো।
বপু-বিনোদ বিপিনে বিচর লো॥
বনফুল হার, দাও উপহার;
মন মোহন মদনে আবার লো॥

সাবি। সখি,এটি তোমাদের ভ্রম—পাবার আশা নাই যে।

মহা। সত্যবান ব্যতিত আর কি পৃথিবীতে সুন্দর পুরুষ নাই—কত রাজপুত্র রোয়েছে—স্বয়ম্বর ঘোষনা কোরে দিলে কত সুন্দর রাজা, রাজপুত্র আস্‌বে তাদের ছেড়ে সত্যবানকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছা হবে না।

সাবি। আমার চক্ষে সত্যবানই সুন্দর—।

মহা। সে সামান্য বনবাসি, যতি—তপস্বি বইত নয়? তাকে বিবাহ কোল্লে চিরকাল দুঃখভোগে যাবে।

সাবি। তবে কি সামান্য ধন আশে আমি কুলটা হব? সখি, প্রাণ থাকৃতে তাত হবে না—সত্যবানকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ কোরেছি—হয় সত্যবানের বনসহচরি হব, না হয় জীবন পরিত্যাগ কর্ব্বো।

মহা। ছিছি ও কথা বোলনা—মার কেবল তুমিই এক

মাত্র ধন—যাহক্—ও আশা ত্যাগ কর—চিরবৈধব্য যন্ত্রণা যে কি ভয়ানক তাত তুমি যাননা—তাই অত ব্যাকুল হ'চ্চো।

সাবি। সখি, বোঝাতে চেষ্টা কোরনা—আমি স্থির-সংকল্প করেছি।

(নারদের প্রবেশ ও গীত)

নটনারায়ণ—পোস্তা

রাসরত ভকত ভয়হারী।
মোহিত মন মর্ত্তচারি ॥
প্রেম নিরত, সত্যব্রত ;
হরিশ নরেশ্বর ;—
রাধাধর আধারি ॥

সকলে। আসুন—প্রণাম।

নার। মনস্কামনা সুসিদ্ধ হোক্—তোম্‌রা যে এখানে রোয়েছ?

সুর। আপনিত সকলই জানেন্—এই দেখুননা তাপসি-বেশ।

সাবি। (জনান্তিকে) ও কিলো?

সুর। আর লুকোলে কি হবে বল?

নার। আমি বড় একটী সুসন্দেশ এনেছি—আমার যদি একটী কর্ম্ম কোর্ত্তে পার তা হোলে বলি।

সুর। বলুন্।

নার। একটী তুল্‌সি বৃক্ষ রক্ষা কোর্ত্তে হবে

স্বর। এই কর্ম্ম—অনায়াসে—।

নার। তবে সুসংবাদ শোন—সাবিত্রির পিতা—সত্যবান সাবিত্রির বিবাহে সম্মত হোয়েছেন।

মহা। এ রকম সুসংবাদ আপনার কাছেই আশা করা যায়।

নার। তবে চোল্লেম্—কথাটী মনে থাকে যেন।

স্বর। যে আজ্ঞা প্রণাম।

[নারদের আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান]

স্বর। সখি তবে আর কি ?

সাবি। আমার ত বিশ্বাস হয় না।

মহা। দেবর্ষির কথায় বিশ্বাস হয় না ?

স্বর। প্রণয়ী প্রণয় আশা, কোনকালে মেটেনা।
থেকে থেকে ভাব ফেরে, স্বভাবত ভাবেনা॥

বন। সখি— সবই স্থির হোয়েছে ; আর ভেবনা।

স্বর। আর কেন ভাব।

মনের মতন নাগর পেয়ে হরিষেতে ভাসলো।
আবার মধুর অধর পাশে মধুহাঁসি হাঁসলো॥

(সাবিত্রির চতুর্দ্দিকে সখিগণের গীত)

সিন্ধুখাম্বাজ—খ্যামটা।

সখি হাস হাস চারু-বদনে।
পাইবে তব প্রাণ ধনে॥

কোমল কপোলে আর,
ফেলনা নয়নাসার ;
দুঃখনিশা মিশাইবে, সুখতপনে ॥

[সাবিত্রিকে লইয়া সকলের প্রস্থান

পটক্ষেপন।

তৃতীয়াঙ্ক।

(রাজবাটীর একগৃহ—বাসর)

(চতুর্দ্দিক পুষ্প মালায় সজ্জিত—সত্যবান ও সাবিত্রি উপবিষ্টা ও সখিদিগের নৃত্য ও গীত।)

পিলুভৈরবী—খ্যামটা।

হেরে যুগল রূপ মন মহিল।
সুখসরে শতদল ফুটিল॥
নবীনা বিনোদিনী,
ফুল্ল সরোজিনী
পতিপাশে মধুহাঁসি হাসিল॥

(সকলের উপবেশন)

সুর। চারু মুখের মধুর হাঁসি।
আমি বড় ভাল বাসি॥

একবার হাস্‌না ভাই।

বন। কত হাসি হাস্‌বে বল্‌—তোর কাছে কিছুতেই পার্‌বার জো নেই—না ভাই তুমি আর হেসোনা।

মহা। হ্যাঁ—একটু কাঁদ।

সুর। কাঁদ্‌বে কেন্‌লো—

প্রেমের আশে, ঘেঁসে ঘেঁসে,
আস্‌চে ভ্রমর ওই।
অমল জলে, হেলে দুলে;
নাচ্চে কমল সই॥

মাইরি ভাই,তোমার জন্যে—আমাদের সই—কত দেবতার পুজা
কোরেছে তার ঠিক্ নাই। সখি! মনে আছে কি তাপসি বেশ?

সাবি। মরণ তোমার। (জনান্তিকে)

সুর। আমার মরণ বৈ কি—এখনত আর কোল থেকে কেউ নাগর টেনে নিতে পার্‌বে না—তখন কত খোসামদ মনে নেই কি?

বন। আর চোকের জলে যে একটী নদী হয়েছে।

মহা। এখন কি আর সে সব মনে আছে—

মন মত নাগরের কোলে।
দোল্ দোলাদোল্ প্রণয় দোলে॥

সুর। তখন যে বোলেছিলে সখি! এ প্রাণ রাখ্‌বো না।

সত্য। ইচ্ছা কোল্লে এখনও ত বোল্‌তে পারেন্?

সুর। বালাই—তা হোলে তোমার দশা কি হবে ভাই।

বন। আচ্ছা ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন?

সত্য। আপ্‌নারা ত দেখে এসেছেন।

বন। তাতে আর তপোবন দেখা হ'লো কই—তোমাকে দেখেই আসা গেল।

সত্য। আচ্ছা আপনারা সে দিন আতিথ্য স্বীকার কোল্লেন না কেন? অধীনের কিছু অপরাধ হয়েছিল কি?

সুর। এই যে নাগর কথা কইতে জানেন্—আমি ভেবে ছিলুম্ তুমি ভাই যে জঙ্গুলে সেই জঙ্গুলেই আছ।

সত্য। জঙ্গুলে না হ'লে ঘুরে ঘুরে এ জঙ্গলে এসে পোড়্বো কেন?

সুর। পূর্ব্ব জন্মে কত তপস্যা করে ছিলে তাই এখান দেখ্তে পেয়েছ।

সত্য। আমি আগে দেখ্তে পাইনি ভাই—তোমাদের সখি এখন দিব্য চক্ষু দান করেছেন তাই দেখ্তে পাচ্চি।

সুর। ও সখি এতদূর হয়েছে?

বন। গাছে না উঠ্তেই এক কাঁদি ভাই—

মহা। তোমরা পূর্ব্ব জন্মে,—ভাই ব'ন ছিলে ভাই—নইলে এত ভাব?

সত্য। তোমাদের আর কিছু বল্বার আছে ভাই?

সুর। তোমায় কি বল্বো ভাই—তুমি পরের ধন—এখনি পর আমাদের মাথা নেবে।

সাবি। সখি এর মধ্যেই কি পর হলুম?

সুর। বালাই, তোমায় বল্বো কেন? এঁর ধর্ম্ম ভগ্নিদের বোল্চি—তা ভাই সে যা'হক আর ঝগড়ার কাজ নেই—আমাদের ঠাকুরজামাইকে দুট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের তপোবন কেমন?

সত্য। শান্তিপূর্ণ—

স্বর। আচ্ছা ভাই সখিকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের গাছে উঠাতে শেখাবে ?

মহা। শেখাবেন বৈকি নৈলে মিল্‌বে কেন ?

সত্য। তোমাদের সখিকে গাছে উঠাব ?

স্বর। না না কাঁদে করে নে বেড়াবে।

সত্য। যথার্থও তাই—

বন। ওলো, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

মহা। সুরবালা! অত কাছে জাস্‌নি—কি জানি ভাই চোর্‌কে বিশ্বাষ কি ?

স্বর। চোর কি আর কাঁসা পেতল চুরি করে—মণিমুক্তই নেয়।

সত্য। সময়ে কাঁসা পেতলও নেয়।

স্বর। কিন্তু তুমি যে ভাই তপস্বি।

মহা। ওলো সখিকে হাতে হাতে সোঁপে দে—নইলে পার্‌ পাবিনা।

স্বর। ঠিক বোলেছিস্‌—মালা দেত।

(মাল্য লইয়া উভয়ের হস্তবন্ধন ও সকলের গীত)

পিলুবাঁরয়া—খ্যাম্‌টা।

মোহন গুণমনি রতন হারে।
বাঁধ বন্ধনে প্রেমাধারে॥
নবীন জাবনে, নব নলিনে;
দিনু তুলিয়ে তব করে।
রেখো সযতনে, এ সতী রতনে,
সাজায়ে বনে বনহারে॥

সত্য। তোমরা ভাই আমায় বেশ শিক্ষা দিলে।

স্মর। কি করি ভাই—বনের মানুষকে না শিখিয়ে দিলে সে কি কোরে জান্‌তে পার্‌বে বল।

সত্য। ইনি কি মৌনব্রত অবলম্বন কোরেছেন নাকি?

স্মর। তোমার ধন তুমিই জিজ্ঞেস্‌ কর না ভাই।

সত্য। আমার সাহস হয় না।

মহা। তবে আর আমাদের কি কোরে হবে বল?

সত্য। আপনাদের যে প্রণয়।

স্মর। আমাদের প্রণয়ে আর তোমার প্রণয়ে ঢের ভিন্ন।

সত্য। প্রণয়ের আবার রূপান্তর আছে নাকি?

মহা। রূপান্তর আছে বৈকি—প্রেমের সঙ্গে প্রণয়ের মিলন হোলেই রূপান্তর হয়।

নেপথ্যে বামাস্বরে। ওলো স্মরোবালা! তোরা একবার এদিকে আয়না ভাই।

স্মর। যাচ্চিলো—চল্‌ ভাই আমরা যাই।

মহা। হ্যাঁ চল্‌—চল্লুম ভাই।

বন। মনের সুখে আমোদ কর, শত্তুরেরা চল্লো।

স্মর। প্রেম সাগরে, মনের সাধে;
দাওহে সাঁতার।
অমল জলের, নবীন বাঁধে;
পোড়না আবার॥

[সখিত্রয়ের প্রস্থান]

সত্য। —(সাবিত্রির অধর ধারণ করিয়া)

আশা—ঝুঁঝি

পোহাবে না শশীমুখি এ সুখ নিশি।
নিলগগণে নিবারিবে তামসি,
অরুণে নিন্দিবে হাঁসি;—
তব প্রসাদে, নব প্রেমরত;—
বিহরিবে উল্লাসে ভাসি।
চাঁদ বদনে মৃদু মধুর হাঁসি,
নাশিবে অসুখ রাশি;—
তব নয়ন, নব নিরমল;
সুকোমল কুঞ্চিত হাঁসি॥

প্রিয়ে! সেই এক দিন আর এই এক দিন—মনে আছে কি নবিন তাপসকে অন্ধকারে ফেলে পালিয়ে এসেছিলে?

সাবি। সুদু ফেলে আসিনি—এসে আপ্‌নিও পোড়ে ছিলাম।

সত্য। এটি তোমার মনগড়া কথা।

সাবি। তাত আর সুরবালা বল্‌তে বাকি রাখেনি।

সত্য। তোমার সখিদের সকলকে আশ্রমে নিয়ে যাব। বেশ কজনে আমোদ আহ্লাদে থাকবে।

সাবি। সুরবালা আমাকে বড় ভাল বাসে।

সত্য। সুরবালা বড় রসিকা।

সাবি। কিন্তু সরলা বালিকা।

সত্য। তোমারি সখিত বটে। সাবিত্রি!—এই বয়সে অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি—কিন্তু, তোমার মতন সুন্দরি একটীও আমার নয়নগোচর হয়নি—বিধাতার অদ্ভুত নির্ম্মাণ কৌশল! যে হস্তে অত্যন্ত কুরূপা কুমারির সৃষ্টি কোরেছেন আবার সেই হস্তে তোমার মতন সুন্দরিকে সৃষ্টি কোরেছেন—যথার্থ বোল্‌চি, এই সুন্দর মুখশ্রী সময়ে সময়ে স্বর্গীয় বোধ হয়।

(সখিত্রয়ের প্রবেশ।)

সুর। আবার ভাই আমরা এসেছি।

বন। এখন ভাই তোমার রাজ্য, তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে কোল্লে তাড়াতে পার, রাখ্‌তে ইচ্ছে কল্লে রাখ্‌তে পার।

সত্য। সে কি আপনাদের তাড়িয়ে দোব——আমি যার আপনাদের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছিলাম।

সুর। কষ্ট পাচ্ছিলে বৈকি? তবে সুখে রাজত্ব কোচ্ছেল কে?

বন। বুঝি আর কেউ? জিজ্ঞাসা কর না সখিকে?

সুর। সখি, আর এক জন এসেছিল নাকি?

সত্য। সখির ওপর আপনাদের যে এত রাগ?

সুর। ওলো বনলতা!—এই বার গায়ে লেগেছে—হ্যাঁ ভাই, তুমি এইবার কোমর বাঁধ—তা নাহোলে আমাদের তাড়াতে পার্ব্বেনা।

মহা। ওলো সুরবালা!—দেখ্ দেখ্, ঠাকুরজামায়ের মুখটী শুকিয়ে গেছে—অসময়ে আমরা এসে আমোদের বিঘ্ন হোয়ে বোসেছি।

বন। ওঁর মনে হচ্চে—যদি একবার ওঁর তপোবনে আমাদের পান—তা হোলে এর শোধ নিয়ে তবে ছেড়ে দেন্।

সত্য। এখনি কি পারি না ?

সুর। পার্‌বে না কেন ভাই ?—তোমারই সব।

মহা। তুমি ভাই আমাদের মনাকাশের শশধর, আর সখি আমাদের সুধাময়ি,—কিবল সখি ?

সাবি। অনেক সুধার মাঝখানে আছি—তাইতেই সুধাময়ি।

(সখিত্রয়ের গীত।)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

গগণে ঘন মাঝে উদিত শশধর।
ঘুচিল বিরহজ্বালা, ভাসিল সুখে চকোর ;
হাঁসিল তরুণী বালা,
নাচিল মধুরাধর ॥

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

(কানন---কুঠারহস্তে সত্যবান ও পশ্চাতে সাবিত্রি।)

সত্যবান—

আশয়ারি—ঝাঁপতাল।

ভাব মানব, মায়াময় অবিনাশি।
আঁধার হৃদয় মাঝে পাইবে দেখিতে
তপোতেজরাশি।
গগণে তারকারাজি গাইছে তাঁহারে;
গাইছে শশী সুধা বরষি।
সলিলে সরোজ সদা মহিমা প্রচারে,
সুখে গায় বিহগ ভোগ অভিলাষি;—
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে;
সরল সন্তোষে ভাসি।

সত্য। বনদেবী! কুসুম বলয়ে আর কণক কঙ্কনে কত বিভিন্ন, তা কেবল তোমাতেই প্রকাশ পাচ্চে। তোমাকে রাজ বাটীতে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতাও দেখেছি, আবার এখন আশ্রমবাসিনী সরলারূপেও দেখ্‌চি—কিন্তু সে বেশের অপেক্ষা এবেশে অধিক সুন্দর দেখাচ্চে।

সাবি। তার আর একটী কারণ আছে।

সত্য। কি কারণ?

সাবি। বনপাদপের কাছেই বনমালতি শোভা পায়।

সত্য। আবার মাধবি লতার আলিঙ্গনে সহকার তরুরও শোভা হয়।

সাবি। আর অধিক দূরে যাবার প্রয়োজন কি; এই খানেই কাষ্ঠ সঞ্চয় করুণ না?

সত্য। হাঁ, এই যে একটী চন্দন তরু—তবে এই খানে তুমি বিশ্রাম কর, আমি কাষ্ঠ সঞ্চয় করি।

সাবি। আপনি তবে উঠুন। (উপবেশন)

(সত্যবানের বৃক্ষে উত্থান ও কাষ্ঠ কর্ত্তন।)

সাবি। (স্বগত) আজ্‌কে বৎসরের শেষ দিবস—সমস্ত দিন গেল, কোন দুর্ঘটনা হয় নি—তবে বোধ করি বাবা, আমার সঙ্গে চাতুরি কোরে ছিলেন—

সত্য। উঃ—বনদেবী! —প্রাণ যায়—বড়—উঃ—

সাবি। (ত্রস্তে উঠিয়া] কি হয়েছে নাথ—

সত্য। বড়—শিরঃপীড়া—আর স্থির থাক্তে পারি না আমায় ধর—[পতন ও সাবিত্রি কর্ত্তৃক ক্রোড়ে ধারণ]

সাবি। কি হয়েছে নাথ?

সত্য। [মৃদুস্বরে] ওঃ—ভয়ঙ্কর—শিরঃপীড়া, আমি বৃক্ষের উপর রোয়েছি——একটা যেন ভীষণ মূর্ত্তি আমায় বোল্লে—"সত্যবান, তোর অন্তকাল উপস্থিত" ওহো—ওই সে—ওই সে।

সাবি। ভ্রম হোয়ে থাক্‌বে—এখন কি কোরি—কে আমায় সাহায্য করে—

সত্য। [অৰ্দ্ধ উত্থিতের ন্যায় হইয়া] যাব না—যাব না—ছেড়ে দে যাবনারে—

সাবি। কি বোল্‌ছেন নাথ?

সত্য। কালদূত——পিশাচ——কি হবে—কি হবে।

সাবি। এঁ্যা, তবে কি যথার্থই কাল পূর্ণ হোল—জিবীত-নাথ—প্রাণেশ্বর—সত্যবান—হৃদয়নাথ—কথা—কও, আর এক-বার কথা কও—

সত্য। সাবিত্রি—প্রিয়তমে—যাইযে—ওহ! আর রক্ষানাই সা—বি—ত্রি—ই—ই [মৃত্যু]

(দৈববানী)

ভীষণ কালের চক্র, ক্রমে ক্রমে ঘুরিল।
নিমেষে নিমেষ শূন্য, কাল চক্রে বহিল।

সাবি। এঁ্যা—নাই—জীবন সৰ্ব্বস্ব!—দুঃখিনীর ধন! দুঃখিনীকে পরিত্যাগ কোরে চোল্লে—প্রাণেশ্বর! আমার যে আর কেউ নাই? ওঠ—কাঙ্গালিনির দিকে একবার ফিরে চাও—হৃদ-য়ের ধন—হৃদয়ে এস—ওহ! হৃদয় যে ফেটে যায়? ওহ! ভাল-বাসার পুরস্কার কি এই নাথ?

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগি কাঁদে কাননে।
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কালশাসনে।

কে আছে আমার আর, তোমাবিনে শূন্যাকার;
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠনাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও;
নিবীড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥

নেপথ্যে। চল্‌রে চল্—দেরি কোরিস্ কেন?

সাবি। কে আসে? কালদূত? এদেহ—এজীবন—কখনই নিয়ে যেতে দেব না—যদি পৃথিবীতে সতী নারির ক্ষমতা থাকে, যদি সতীত্বের গৌরব থাকে, তবে আজ কালদূতকে স্পর্শ কোর্ত্তেও দোব না—

(রুদ্রমূর্ত্তি কালদূতদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ দূত। চল্‌না এগিয়ে যাই—হাঁকোরে ডাঁড়িয়ে রোইলি কেন?

২ দূত। তুই যাদিকিন্—বোল্‌তে সকলে পারে; এগোনা দেখি—বাপ্‌রে জে আগুণ—

১ দূত। তাইত ভাই এগুণো যায় না তো—প্রভু যে দফা নিকেশ কোর্ব্বে।

২ দূত। সুদ্দু প্রভূ নয়—যে চিত্তিরগুপ্ত আছেন, শালা যেন যমের ঠাকুরদাদা—এই যেঃ—

১ দূত। কি রে?

২ দূত। আগুণ—আগুণ—আরকি?

১ দূত। এখন কি কোরবি?—চুপ্‌কোরে ডাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত চোল্‌বে না—একবার জিজ্ঞেস কোরে হ্যাখ্‌ না।

২ দূত। তুই কর্‌ না—বাপ্‌রে যে চোক, যেন আগুণ বেরুচ্চে।

১ দূত। আচ্ছা ডাঁড়া, আমিই জিজ্ঞেস্‌ কোচ্চি—[একটু অগ্রে আসিয়া] মা!—আপনি একটু সোরে যান—আমাদের কাজ আমরা কোরি।

সাবি। আর অগ্রসর হোস্‌নে,—যা তোর প্রভুকে বোল্‌গে আমি এদেহ ছেড়ে দোব না।

১ দূত। মা! আপ্‌নি বৃথা আয়াস কোচ্চেন—ছেড়েদিন না—আমরা নিয়ে চোলে যাই।

সাবি। কখনই দোব না—এ প্রাণ থাকতে দোব না : যাও বোল্‌ছি?

দূতদ্বয়। বাপ্‌রে—খেয়ে ফেল্‌বে—। [পলায়ন]

সাবি। সমস্ত জীবন এইখানে শেষ কোর্‌বো—কিন্তু জীবন থাক্‌তে এদেহ ছেড়ে দোব না—কালের কত বিক্রম, তা আজ এই সতী স্ত্রীর দ্বারা পরীক্ষা হবে—হৃদয়েশ্বর! হৃদয়ে এস। (হৃদয়ে ধারণ)

(কালের প্রবেশ)

কাল। অবশ্য শাসিত হবে, কালের শাসনে।
বৃথা এ আয়াস তব সুচারু বদনে॥

সাবি। আলেয়া—কাওয়ালি।

এসোনা শমন আর লইতে অধিনী ধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা হৃদয়েরি রতনে॥
কাল নিশি নীলাম্বরে,
ঘিরেছে তাপসবরে ;
অভাগিনী অন্তহারে, ত্যাজ অন্তঃকাল ;—
শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে॥

কাল। (স্বগত) ওঃ—সতীত্ব অগ্নী প্রজ্জ্বলিত! কি ভয়ঙ্কর! সতীত্ব অনলে কাল কে ও ভীত হ'তে হয়—পৃথিবীর প্রারম্ভ হ'তে এপর্য্যন্ত এ ব্রতে ব্রতি আছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বিপদে কখন পতিত হইনি (প্রকাশ্যে) সতী! কালের হস্তেসকলকেই আস্‌তে হ'বে ; কেহবা অগ্রে কেহবা পশ্চাতে, তা সত্যবানের দেহ পরিত্যাগ কর, ওর জীবন বায়ু লয়ে যাই।

সাবি। মহাকাল!—আমি আপনার চরণে ধোরে মিনতি করি, এ ভীষণ কথা আমায় বোল্‌বেন্ না ; সত্যবান আমার জীবনের একমাত্র উপায়—আমি একে পরিত্যাগ কোরে চির বৈধব্য সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বোনা।

কাল। সাবিত্রি!—তুমি সতী রমণী—কিন্তু বৈধব্য, পূর্ব্ব জন্ম কৃত পাপের প্রতিফল—যাইহোক্ আমি আর বিলম্ব কোর্ত্তে পারিনা।

সাবি। এ মিনতি রক্ষা কোর্ত্তে হ'বে। আর যদি নিতান্তই না করেন তবে আমায় সুদ্ধ লয়ে চলুন।

কাল। বিধাতার নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষি হ'তে পারিনা। সতী—তুমি দুঃখ কোরনা পৃথিবীর নিয়মই এই; সুখ দুঃখই পৃথিবীর অলঙ্কার, এ না থাক্‌লে পৃথিবী যে কোন্ কালে লয় প্রাপ্ত হোতেন তার নিশ্চয় নাই। যাই হোক, সত্যবানের পুনর্জ্জীবনের চেষ্টা কোরনা—তা হবেনা—যদি অন্য কিছু মানস থাকে প্রকাশ কর—সুসিদ্ধ হ'বে।

সাবি। ওহ—আপনি কঠিন, যদি নিতান্তই আমায় চির জীবনের জন্য পতিপ্রেম বিচ্যুত কোল্লেন, তবে একটী বর দিন, যেন আমার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ি পুনরায় চক্ষু প্রাপ্ত হ'ন।

কাল। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবেন—একটু অন্তর হও——

সাবি। ওহ!—জীবিতেশ্বর! এই শেষ—(অন্তরে গমন)

(কালের সুবর্ণকৌটায় সত্যবানের প্রাণবায়ু গ্রহণ।)

কাল। যাও, স্বস্থানে যাও।

(কালের গমন ও পশ্চাতে সাবিত্রির ক্রন্দন করিতে করিতে গমন। কিছু অগ্রসর হইবার পর, সম্মুখের দৃশ্য অন্তরিত হওন ও নিবীড় অন্ধকারময় দৃশ্য দর্শন।)

কাল। (ফিরিয়া) একি সাবিত্রি? তুমি কেন বৃথা আমার পশ্চাতে আশ্চ।

সাবি। শূন্য হৃদয়ে আর ফিরে যেতে পারিনা।

কাল। আচ্ছা, সত্যবানের জীবন ভিন্ন যদি কিছু মানস থাকে বল।

সাবি। আমার শ্বশুর রাজ্যহারা হোয়েছেন তিনি যেন পুনরায় রাজ্য পান।

কাল। আচ্ছা তাই হবে—এখন সচ্ছন্দে যাও।

(কিঞ্চিত অগ্রসর ও দৃশ্য পট অন্তর্হিত
হওন এবং গভীর অন্ধকার যুক্ত
কানন।)

কাল। (ফিরিয়া) এখনও রোয়েছ—সাবিত্রি! কেন বৃথা আমার সঙ্গে আশ্চ, যাও ফিরে যাও।

সাবি। অনাথা আর কোথায় যাবে—কে আছে—শূন্য গৃহে ফিরে যে যেতে পারি না।

কাল। ওঃ—আমারও হৃদয় দ্রবিভূত হোল—আচ্ছা তুমি কি প্রার্থনা কর?

সাবি। সত্যবানের জীবন ব্যতীত আর কি প্রার্থনা কোত্তে পারি।

কাল। সেটি আমার সাধ্যাতীত—যাও ফিরে যাও।

(কিঞ্চিত অগ্রসর ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন—
ভয়ঙ্কর নীলালোক—নীলধূমরাশি, তন্মধ্যে
নরকদ্বার—নরকদ্বারের শিরোদেশে
এই কয়েকটী কথা আগ্নেয়
অক্ষরে লেখা আছে।)

"হে প্রবেশি! ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এ দ্বারে।"

(সম্মুখে মত্ততা, জ্বর, অজীর্ণপরতা
ইত্যাদি রোগসকল)

সাবি। (দেখিয়া ভয়কুণ্ঠিত স্বরে) এ কি ভয়ানক স্থান !

কাল। (ফিরিয়া) এখনও পশ্চাতে আছ—সাধ্বি এই নরক দ্বার, তোমার পতির পূর্ব্বজন্মের কথঞ্চিত পাপের জন্য এই দ্বার দর্শনে এনেছি—এখন যাও সাধ্বি ফিরে যাও।

সাবি। কাল ! আমার সাধ্যাতিত।

কাল। তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হোয়েছি, সত্যবানের জীবন ব্যতিত যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে।

সাবি। যে আজ্ঞা, এই বর দিন যেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে এক শত পুত্র হয়।

কাল। তাই হবে—যাও।

কিঞ্চিত গমন ও দৃশ্যপট অন্তর্হিত হওন ও
স্বর্গীয়ালোক বেষ্টিত স্বর্গদ্বার বা পরিস্থান
দ্বারে মিশ্রকেশি ও পূর্ণকেশির
সত্যবানের আত্মাকে
আহ্বান।

ভৈরবি—কাওয়ালি।

এসোহে সতি জীবন ভুবন মোহন।
স্বরগ সুখ আশে শচীশ সদন।
নন্দন ফুলবনে,
সহ সুলোচনে,
মন্দার—মোহন—মালা, কর গলে ধারণ।

কাল। (ফিরিয়া) একি—এতদুর এসেছ?

সাবি। আপনি আমায় কি বর দিয়েছেন মনে কোরে দেখুন দিকি—এখন সত্যবানের জীবনদান করুন।

কাল। ওঃ—সাধ্বি! যথেষ্ট সুখি হোলেম—বিধাতার নিয়মের অতিক্রম হোলেও আমি তোমায় সত্যবানের জীবন দান কোল্লেম—এই নাও ধর—(সুবর্ণ কৌটা দান) সাধ্বি—তোমার এ যশ চিরকাল ত্রিলোকীতলে ঘোষিত হবে—আজ অবধি জানলেম যে সতিস্ত্রীদের অসাধ্য কিছুই নাই—এখন অবধি সতীদিগের আদর্শ স্থল তুমিই হোলে; মহাকাল আজ তোমার কাছে পরাজিত হোল—জয় সতিস্ত্রীর জয়—ত্রিভূবন এই নাদে নাদিত হোক্—পর্ব্বত কন্দর হতে এর গম্ভীর প্রতি-ধ্বনী বহির্গত হোক—জগৎ জানুক যে সতীস্ত্রীর অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই নাই, জয় সতী সাধ্বির জয়।

মহাকালের প্রস্থান—অপ্সরাদ্বয় সাবিত্রির দুই
পার্শ্বে আসিয়া গান করিতে করিতে রঙ্গ-
ভূমির পুরোভাগে আসিতে লাগিল।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় ও
পূর্ব্বোল্লিখিত দৃশ্যপটগুলি
একে একে স্ব স্ব স্থানে
আসিতে লাগিল।
শেষে সেই কানন
দেখা গেল।

খাম্বাজ—একতালা।

চলগো চলগো কানন ভিতরে সতী!
পুন পাবে হৃদয় মাঝারে সতী জীবন পতি।
সুযশ সৌরভ,
সদা বহিবে;—
পবন প্রেমিক-জন-হৃদয়ে;—
গাইবে তোমার গুণনিচয়, অমর মানব যতি।

(সত্যবানের জীবন দান ও সত্যবানের চেতনা।)

সত্য। একি ভয়ঙ্কর নিদ্রা—বনদেবী আমায় জাগাতে নেই? আমি যে কত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম তা আর তোমায় কি বোল্‌বো।

সাবি। যা দেখছিলেন সমুদায় সত্য ঘটনা।

সত্য এঁ্যা বলকি প্রিয়ে—তবেত আজ তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা কোল্লে—ওঃ—জগতে এমন গুণবতি স্ত্রী যার আছে সেই সুখি।

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

নার। এই যে—সাবিত্রির সতীত্ব বলে—সত্যবান প্রাণ পেয়েছে—তবে যাই ওর সখিদের সান্ত্বনা করিগে। না—আর যেতে হবে না—এই যে তারা এল।

(সখিত্রয়ের প্রবেশ।)

সখিত্রয়। কৈ সখি কই।

নারদ। এই নাও—সত্যবান পুনর্জ্জিবিত হোয়েছে। সত্যবান—এমন সতী সাধ্বি স্ত্রী রত্নে তুমি ভূষিত। এই নাও—

আজ আবার সাবিত্রিকে তোমার হস্তে দিলাম, চিরকাল সুখভোগ কর। (হস্তে হস্ত প্রদান।)

(সখিত্রয় ও অপ্সরার নৃত্য ও গীত।)

কমদ—খাম্‌টা।

আজি সুন্দর সলিলে নব নলিনী।

পুন হাসিল রে মন মোহিনি।

সকলে। সরলা সতীত্ব,

অনল জ্বলিল।

দেবতা মানব,

মানস মোহিল।

লয়ে সুকুমারিরে, হাসি মধু অধরে,

রবে দিবস যামিনী।

সকলে। সরলা সতীত্ব,

অনল জ্বলিল।

দেবতা মানব,

মানস মোহিল।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

সুভদ্রা-হরণ

গীতাভিনয়।

শ্রীযদুগোপাল বসু
প্রণীত।

কলিকাতা।
বিডিন্ যন্ত্র—৬৬ নং বিডিন ষ্ট্রীট।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২৮৩।

মূল্য ৵০ আনা।

বঙ্গরঙ্গভূমির

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ

মহাশয়কে

এইক্ষুদ্র পুস্তক খানি

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীযদুগোপাল বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ।

বলরাম।

বসুদেব।

নারদ।

ভীষ্ম।

দ্রোণ।

দুর্য্যোধন।

দুঃশাসন।

কর্ণ।

ভীম।

এক জন দূত, যদুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সত্যভামা।

রুক্মিণী।

সুভদ্রা।

রতি।

সখীগণ।

সুভদ্রা-হরণ।

নাট্য-রাসক।

সূচনা।

—oo—

নারায়ণী। যৎ

নমামি কবিতা-রস-দায়িনি,

নমামি নমামি বাক-বাদিনি!

মানস সুভদ্রা-হরণ গানে, বরাননে,

যতনে সুজনে তোষণে সক্ষম করগো জগজ্জননি!

ভক্ত জনে দেহগো জননি, গীত শক্তি মধুর বাণী,

পঙ্কজ নয়না, পন্নগ-বেণি,

মানব-মানস-তম-নাশিনি!

কেশবার্দ্ধ শরিরিণি, শ্বেত সরোজবাসিনি,

বীণালঙ্কৃতাব্জ করা বিনোদিনি নারায়ণি॥

প্রথম অঙ্ক।

—oo-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রৈবতক পর্ব্বত সন্নিহিত উদ্যান)

(নেপথ্যে)

লুম-ঝিঁঝোটি-মাজ—কাওয়ালি।

নয়ন ভরিয়ে দেখলো শোভা, মনোলোভা
কুঞ্জ-কানন কুসুমে বিহরিছে মধুলোভা।
মৃদু মন্দ বহে মলয় পবন,
কুহরে সোহাগে কোকিলগণ,
তরু রাজী শোভা মনঃ মোহ করে;
কিবা ললিত চন্দ্র প্রভা।

(সখিগণ-সহ সুভদ্রা, রুক্মিনী ও সত্যভামার প্রবেশ)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সকলে। কিবা সুন্দর উপবন শোভা।
সৌরভ মুনি-মন-লোভা।
বিকসিত ফুল'পরে অলিকুল,

মৃদু মন্দ সমীরণে করে আকুল;
নাথ বিনে নলিনী হীন-প্রভা।

খাম্বাজ—একতালা।

১ম সখি। আহামরি কিবা মানস রঞ্জন
হয়েছে আজি কুসুম নিচয়।
বহিয়া তাহাতে স্নিগ্ধ সমীরণ
পুলকে পূর্ণ করিছে হৃদয়।
২য় সখি। পৌর্ণমাসি শশী উদিয়া গগনে,
করিছে শীতল মানব কুলে।
প্রবেশি সকলে এ রম্য কাননে,
এস গাঁথি মালা কুসুম তুলে।
(সকলে অগ্রসর হইয়া)

গজল—দাদরা।

সকলে। চল সখি কুঞ্জে চল তুলি নানামত ফুল।
চিকনি গাঁথি মালা লইয়ে কুসুম কুল।
পরিব সোহাগে সবে শোভিবে তাহে অতুল।
বিরহী জনের সখি হইবে নয়ন শূল।
(গান করিতে করিতে নৃত্য ও মালা গুম্ফন,
সত্যভামা সুভদ্রার নিকটে গিয়া)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সত্য। না জানি কি করিবে এ মালা গাঁথিয়ে।
বল, কি হইবে আপন গলে ইহা পরিয়ে।
মন দুঃখে ক্ষীণ, তনু অনুদিন,
তবে কার তরে গাঁথ চিকনিয়ে।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সুভদ্রা। বল তবে কেন সখি উভয়ে গাঁথিছ হার।
পূরণ কেমনে হবে আশা দুজনার।
পরাইতে এক জনে, গাঁথিছ যে হার।
কেমনে জানিবে বল সফল হইবে কার?

কাফি—যৎ।

সত্য। হেরি দুঃখ তব প্রাণ কাতর রে।
রুক্মিণী। বসন্ত আগত হলো, কেমনে সহিবে বল,
অবলা বালা মদন শাসন রে।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

সুভদ্রা। কেনলো তোদের পরিহাস এত।
মালাই বালাই, এই নে—হলো ত?

ঐ ঐ

সত্য। ত্যজনা ত্যজনা ও মালা।
পরালে নাথ গলে ঘুচিবে জ্বালা।

সিন্ধুড়া—ধামাল।

সুভ। একি সখি কেবা এরা কানন মাঝে।

সত্য। বুঝি আসিতেছে পার্থ বরসাজে
দেখ সখি।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

কেদারা—কাওয়ালি।

অর্জ্জু। বনে এরা কে হেরি।
বনদেবী কি মানবী।
আমারে বল না হে শ্রীহরি।

কৃষ্ণ। ঐ যে মনোরমা, দ্বিতীয় চন্দ্রমা সমা,
সুভদ্রা, সহিত যদুকুল নারী।

[উভয়ের প্রস্থান।

{ সুভদ্রার অর্জ্জুনের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত
সত্যভামা তাহা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া }

বেহাগ পিলু—কাওয়ালি।

সত্য। কেন তোমার স্বভাবে অভাব, ছিছি একিভাব।
উচাটন দেখি মন, নয়নে কুভাব।
হইয়ে কুলের নারী, লাজভয় পরিহরি,
অর্জ্জুনে সঁপিলে মন, হয় অনুভব।

(সুভদ্রা মনের ভাব গোপন করিয়া।)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সুভ। কেন কেন সখি এ বৃথা গঞ্জনা দেও আর।
কি দোষ তুমি দেখিলে আমার।
করে ধরি তোমার,মিনতি রাখ আমার,
বিনা দোষে দোষ এ কোন বিচার।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সকলে। সখি আর কেন কর এ ছল বল।
তোমার এভাব দেখি মনেতে হতেছে জ্ঞান,
কাহারো নয়ন বাণে হয়েছ বিকল।
গোপনে কি ফল বল, জেনেছি সখি সকল,
যে জন জ্বেলেছে মনে প্রেম অনল।

লাউনি।

সুভ। যাও সখি কেন মোরে কর জ্বালাতন।
পরিহাসে কিবা ফল—চলিনু এখন।

[প্রস্থান।

সখিগণ। যেওনা যেওনা সখি বৃথা মান ভরে।
বলহ অন্তর কথা সাধিব সত্বরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সত্যভামার গৃহ।

(কৃষ্ণ আসীন সত্যভামার প্রবেশ।)

খাম্বাজ—একতালা।

সত্য। কব কি তোমারে ;
ঘটেছে যে জ্বালা।
পার্থ বদন হেরি সুভদ্রা চঞ্চলা ;
মনোজে বিহ্বলা, অধীরা অবলা।
এত সাধিনু তারে, ভুলিতে তাহারে ;
মিলন না হলে মরিবে সরলা।

বেহাগ—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ। ভাবিতেছি মনে প্রিয়ে আমি হে।
তুষিব কি ধন দানে সখায় হে।
ইহা হতে আর আমার কিআছে অভিলাষ হে,
ভদ্রারে দিয়ে অর্জ্জুনে,সন্তোষ করিব তারে হে,
আশ্বাসি রাখহ আজি নিশায় হে।

সত্য। না পারি নিবারি যদি রাখিতে।
বল কি করিব নাথ ইহাতে।

কৃষ্ণ। অভিমত কর শশীমুখি যাতে ভাল হয় হে,

সত্য। সাধিতে যতনে কাজ যাই হে।
বিরহিণী মনোদুঃখ নাশিতে।

[উভয়ের প্রস্থান

-000-

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অর্জ্জুনের গৃহের সম্মুখ।

(সুভদ্রাকে লইয়া সত্যভামার প্রবেশ।)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সত্য। উঠ হে রণকেশরী বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জু। এঘোরা রজনী মাঝে কে তুমি হেথায়।
কহ গো আমায়।
সত্য। সত্যভামা নাম মম, শুন ওহে নরোত্তম,
আছে সুসংবাদ এক, কহিব তোমায়,
বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জু। এ ঘোরা নিশীথে কেমন করিয়ে,
বল মহাদেবি এলে কি ভাবিয়ে,
স্মরিলে দাসেরে, স্বকার্য্য ত্যজিয়ে
ভেটিতাম চরণ তোমার;

সত্য। কৃষ্ণাসহ পঞ্চজনে, থাক সদা দুঃখ মনে,
তাহার কারণে, দুর্ল্লভরতনে এনেছি দিতে
তোমায়।
আসি দেখ হে হেথায়।

লাউনি—যৎ।

অর্জ্জু। যা কহিলে মহাদেবি, স্নেহ গুণে তব,
প্রভাতে পালিব আজ্ঞা সাক্ষাতে কেশব।
সত্য। তুমি বর উপস্থিত—কন্যা ভদ্রা ধনী
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর থাকিতে রজনী।

গজল—কাওয়ালি।

অর্জ্জু। মিনতি তোমার পায়ে করি সত্যভামা,
নিশা শেষে নিদ্রা যাই, কর মোরে ক্ষমা।
কন্দ মূল ফলাশন হইয়ে তপস্বী;
বিবাহে কি কাজ মম আমি বনবাসী?
সত্য। বুঝেছি বুঝেছি সখে তোমার মনন;
ঔষধের গুণে কৃষ্ণা বাঁধিয়াছে মন।
(সুভদ্রার প্রতি)
ঘুচাব তোমার সখি মরম বেদনা,
ক্ষণেক বিলম্ব কর পূরাব বাসনা।
[সত্যভামার প্রস্থান।

সুভ। শঙ্করাভরণ—ঢিমাতেতালা।

হায় কি লাগি হলে মন,
বিষাদে মগন, না পেয়ে সে জনে।
কেন রে প্রাণ, হলি পরাধীন,
তাহারে হেরিয়ে ছার নয়নে।

(রতি সহ সত্যভামার পুনঃ প্রবেশ।)

রতি। পিলু মুলতানী—কাওয়ালি।

কিবা পার্থ যতি বেশধারী, ভাণকারী।
পারি. মায়াতে মোহিতে অনাহারী, তপাচারী।
মোহিনী সিন্দূর এই দিলাম ভালে,
যাহাতে জগতে মোহিত সকলে,
নহিবে বাধা এবে যাইতে সুন্দরী।

(সুভদ্রা দ্বারে হস্ত দিবামাত্র দ্বার উদ্ঘাটন রতির প্রস্থান ও তাঁহার ভিতরে প্রবেশ।)

অর্জ্জু। (সরোষে)

আড়ানা।

রে নিশাচরি, কি ছলে পশিলি এই গৃহে তুই
নহিলে রমণী———

(সিন্দুর দেখিয়া মোহিত হইয়া)

কানাড়া—ঝাঁপতাল।

তুমি হে রমণি মণি, রূপসীর শিরোমণি
মোহিনী শকতি ধর লো নয়নে।
বিষম কুসুম শর, করিছে অতি কাতর,
আশুতোষ প্রিয়ে, প্রেমসুধা দানে।

(সুভদ্রাকে ধরিতে উদ্যত)

সুভ। (কৃত্রিম রোষে।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ছি ছি ছি ছি কেন এ অনীতি আচার।
অবলা সরলা প্রতি এ কোন ব্যাভার।
তুমি ব্রহ্মচারী, বনবাসী ফলাহারী,
তবে কেন বলেতে কুলের নারী ধর,
যাও যাও ছুঁয়োনা দেহ আমার।

খাম্বাজ—একতালা।

অর্জ্জু। কেমনে অবলা কহিছ—তুমি প্রিয়ে।
পরাজিত তব শরে ভুবন বিজয়ী হয়ে।
প্রকাশ না করি বল, কেন অপবাদ বল,
হত বল হয়ে এবে শরণ লইনু পায়ে।

(বাহির হইতে সত্যভামার ব্যঙ্গচ্ছলে॥)

সত্য। কিসের কারণ, জাগিয়ে এখন, বল বিবরণ
কেবা ঘরে।
হয়ে ব্রহ্মচারী, কপট আচরি, যতুকুলনারী
আন হরে।
অর্জ্জু। ক্ষম অপরাধ, মিছে কেন বাদ সাধ হে
মাধব প্রিয়ে।
নাজেনে মহিমা, করিছে গরিমা, এবে প্রাণ
রাখ ভদ্রা দিয়ে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সত্য। কেন অধীর হইলে সখে হেরিয়ে।
জীতেন্দ্রিয় জনে একি সাজে, সাধিনু যখন আমি
না শুনে আগে রহিলে দ্বার মুদিয়ে।

(সুভদ্রা প্রতি)

আর না উপায় হেরি ত্বরিত মিলনে,
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিভা করহ যতনে,
মালা দেহ লো দোলায়ে সুখে প্রিয় গলে
উভয়ে উভয়ে বাঁধ প্রেম বন্ধনে।
এই আশিষি আনন্দে থাক দুজনে।

(মাল্য বিনিময়।)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দুর্য্যোধনের গৃহ।

{ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম, ইত্যাদি আসীন। }

{ (ভীমের প্রবেশ।) দুর্য্যোধনের বর সাজ দেখিয়া ব্যঙ্গ ছলে। }

কাপি-সিন্ধু—কাহারওয়া।

ভীম। কিবা কাজে বর সাজে সাজিছ মহারাজ।
সুত হাতে বেধে যেতে মিছে পাবে লাজ,
জিষ্ণুসহ ভদ্রার বিভা সপ্ত দিবা হল আজ।

রাগশ্রী বাহার—আড়াঠেকা।

দুঃশা। নিদারুণ বারতা, কহিছ কেন এ সময়,
দেখিতে না পার যদি কিফল থাকি হেথায়।
চিরশক্রতা বন্ধনে, থাক বল কি কারণে,
অথবা স্বভাব তব না দূষি তোমায়।

ভীম। শক্রভাব নহে মোর সত্য বলি আজ।
কৃষ্ণ মতে সত্যভামা সেরেছে সে শুভ কাজ

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

কর্ণ। স্বার্থপর তব সম আছে কোন জন।
জগতে বিদিত সবে তুমি হে যেমন।
বৈভব দেখে নয়নে, হিংসা তব হলো মনে।
দেখাতেছ খলভাব তাহার কারণ।
ভয় যদি হয় ইথে, থাকহ সর্ব্ব পশ্চাতে,
অপমান হয় হবে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীম। ইচ্ছা যাহা করুন তবে কুরুকুলরাজ।
চলিনু সবার আগে পশ্চাতে কি কাজ।
এস তবে সেজেগুজে হাসাতে লোক সমাজ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

দুঃশা। যাবেন বল না সথে হতেছে সংশয়।
ভীম বাক্য সত্য বলি মম মনে লয়।
কর্ণ। ভীমের কথাতে কেন হতেছ সভয়।
বাহু বলে লব হরি, সুভদ্রা সুন্দরী,
কথার সহিত যদি বিবাহ না হয়।

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

পরজ—কাওয়ালী।

বল। কহ কৃষ্ণ এ কোন বিচার।
কেন এত অপমান করিলে আমার।
দেখ তোমার সখার আচার।
আনিলাম দুর্য্যোধনে,বিভা দিতে ভদ্রাসনে,
তাহারে হরিল কেন পার্থ দুরাচার ?

টোড়ি ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

কৃষ্ণ। কহ দেব কহ ইথে কি দোষ আমার।
অর্জ্জুনের প্রতি মন ছিল সুভদ্রার।
নহে কি আপন মতে,দারুকে বাঁধিয়ে রথে,
চালাইছে মনোরথে রথ আপনার।

বল। কর যেবা ইচ্ছা মনে, চলিনু আমি এক্ষণে,
তোমা হতে অন্য মত হবে না আমার।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ফিরাও উভয়ে দূত অমিয় বচনে।
পুরাব মনের সাধ মিলাব দুজনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গৃহ।

(বসুদেব, নারদ, সভাসদগণ, কৃষ্ণ ও বলরাম আসীন এবং সাত্যকিসহ অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ।)

মালকোষ—আড়া।

বসু। এস বৎস বীর ধনঞ্জয়।
পুলকে পূরিল আজি সবার হৃদয়।
তব গুণে গুণনিধি, ভদ্রারে দিলেন বিধি,
পূরাইল মন সাধ বিধি গুণময়।

(অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুন ও ভদ্রার করধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি।)

প্রাণের পুতলি ধন, করিলাম সমর্পণ,
এ ধনে যতনে রেখো হইয়ে সদয়।
রেখো মনে দাম্পত্য প্রণয়।

(গান ও নৃত্য করিতে করিতে সখিগণের প্রবেশ।)

পিলু—ঠুংরি।

সকলে। এতেক দিনের পরে আশা পূরাব।
সবে মিলি আমরা আমোদে ভাসিব।

সখির পাশে, মোরা সকলে,
নাগরে হেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব।

ইমন-কল্যাণ।

নারদ। কিবা শুভ সম্মিলন আজি দ্বারকায়।
নয়ন মন মোহিল মোহন শোভায় হে।
সকলে। রতি রতিপতি সম শোভা অতি,
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে।
সখিগণ। নব দম্পতী কিবা সাজে।
নারদ। তৃতীয় পাণ্ডব নর নারায়ণ রূপ, সুভদ্রা
পবিত্র প্রণয় রস কূপ হে।
সকলে। রতি রতিপতি, সম শোভা অতি
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে।
সখিগণ। নব দম্পতী কিবা সাজে।
নারদ। অমল কমল ভদ্রা অতুলনা রূপ
লোলুপ তাহে পার্থ মধুপ হে।
সকলে। রতি রতিপতি সম শোভা অতি,
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে।
সখিগণ। নব দম্পতী কিবা সাজে।
নারদ। এই আশিষি যেন বর বধূ দুজনে
রহে চির সুখে সুখ মিলনে হে।

সকলে। রতি রতিপতি সম শোভা অতি
প্রকৃতি সুন্দরী মরে লাজে।

সখিগণ। নব দম্পতী কিবা সাজে।

[যবনিকা পতন।]

--00--

সতী কি কলঙ্কিনী

কলঙ্ক-ভঞ্জন।

নাট্য রাসক।

SATI KI KALANKINI?

OPERA.

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা নূতন ভারত যন্ত্রে

শ্রীরাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮১ সাল।

মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	স্ত্রী।
শ্রীকৃষ্ণ	রাধিকা
বলরাম	বৃন্দা
শ্রীদাম }	ললিতা
সুবল }	বিশাখা
নন্দ	চম্পকলতা
উপানন্দ	যশোদা ... ...
আয়ান	রোহিণী ...
	যটীলা ... ...
	কুটীলা ... ...

বৈদ্য প্রতিবাসী—ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

গীত।

ইমন্ ভূপালী।

একতালা।

প্রেম-নিকেতন।
জন মানস রঞ্জন কারণ॥
রসিক ভাবুক চিত্ত বিনোদন,
প্রমিক জন, সাধনেরি, ধন
হরিলীলা গাব আজি হয়ে সবে এক মন॥
প্রেম-নদী যাহে সদা নিরমল বহিছে,
সুখ-লহরী-বিকাশি প্রেম ছবি, উঠিছে,
সুধী জন বাঞ্ছিত যে ধন॥

কলঙ্ক-ভঞ্জন

প্রথম অঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

(রাধিকা ও বৃন্দা উপস্থিত।

রাধিকা। (ম্লান মুখে) সখি, কি হবে—লোক লাঞ্ছনা গুরু জন গঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না,—দিন দিন জন সমাজে মুখ দেখানো যে ভার বোধ হচ্চে ; আমাকে দেখ্‌লেই লোকে কালা কলঙ্কিনী বলে—তা ভাই তাদেরি বা দোষ কি, তারা এ বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব কেমন করে জান্‌বে—এখন কি করি, এ কলঙ্ক হ্রদ হতে নিস্তার পাবার তো কোন উপায় দেখ্‌তে পাইনে, ভাই এ সব দেখে শুনে আমার এম্‌নি ইচ্ছে হচ্চে যে শ্যাম রূপ আর দেখ্‌বো না, প্রাণনাথের নাম ও মুখে আন্‌বো না—কিন্তু মন্‌ তো সৈ আমার নয়, সে রূপ মনে হলে মনে আর আমার মন্‌ থাকে না—তখন—

গীত।

ঝিঝিট—এক তালা।

প্রাণ যে করে, তারি তরেরে।
প্রবোধ না মানে মন, প্রবোধিব কারে রে।
আর নাহি মানে মানা, শুনে না লোক লাঞ্ছনা,
ধায় রে বাঁধিতে প্রেমডোরে সে মন চোরে রে॥
বাসনা মনেতে করি, লোকালয় পরিহরি,
নাথ সনে ফিরি বনে কি কায ছার সংসারে রে॥

বৃন্দে। তাইতো রাজকুমারী, তোমার ভাব্ দেখে মন যে আমার অস্থির হচ্চে—তা সখি, এতো উতলা হলে চল্বে কেন, ভাই মন স্থির করে দেখ দেখি, দুদিক রক্ষার কোন উপায় আছে কি না?

রাধিকা। ভাই, আমিতো ভেবে এর্ কোন সদুপায় দেখ্তে পাইনে।

বৃন্দে। রাজকুমারি, আমিতো পূর্ব্বেই বলে ছিলেম্ যে কালার প্রেমে কায নাই, তখন আমার কথায় কর্ণপাত ও কর নাই, এখন সৈ লোক নিন্দে সহ্য কত্তে পার্বে না বল্লে চল্বে কেন।

গীত।

রাধিকা—

সিন্ধু জঙ্গলা—যৎ।

যদি দেখি নাথ সখী,
না করেন, কলঙ্ক মোচন।
আর না ভাবিব মনে, প্রাণের সে প্রিয় জনে,
প্রিয় জনে নাহি প্রয়োজন॥
আমি, জীবনে মিশাবো জীবন।

বৃন্দে। ও কি সখি বল কি?

গীত।

বৃন্দে—

ইমন্ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কণ্টক মৃণালে, যে বিধি গঠিল
কমল সে বিধির সৃজন॥
কমল শ্যাম আঁখি, বারেক হেরিলে সখী,
দেখিব রবে কোথা পণ।
কুবাক্য কণ্টক আর, রবে কি মনে তোমার,
মজিবে কমলে তব মন॥

রাধিকা। সত্য সখি, তাঁকে দেখ্‌লে প্রতিজ্ঞা দূরে থাক, সংসারের একটী কথা ও মনে থাকে না—ভাই তুমি ভিন্ন এ বিপদ হতে পরিত্রাণের আর উপায় দেখ্‌তে পাইনে তোমা হতেই প্রাণনাথকে পেয়েছি, এখন যাতে দুকুল রক্ষা হয় সখি, তোমাকে সেইটী কর্‌তে হবে।

বৃন্দে। সখি,! ব্যস্ত হলে কিছুই হবে না, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কিন্তু ভাই, তোমায় যা বল্‌বো তাই কত্তে হবে—কেমন পার্‌বে কি না আগে বল? তা না হলে আমি দোষে খালাস্।

রাধিকা। সৈ, তুই যা বল্‌বি আমি তাই কর্‌বো—এখন কি কর্‌তে হবে ভাই শীঘ্র করে বল্; আমায় আর অনর্থক ক্লেশ দিস্‌নে।

বৃন্দে। ওমা, কথা না বল্‌তে বল্‌তেই তোমায় ক্লেশ দেওয়া হলো,—সখি, তোমার কর্ম্ম নয়, তুমি ভাই পার্‌বে না।

রাধিকা। ভাই, এখন ছল ধর্‌বার সময় নয়, যা বল্‌বার বল্, আমি সত্য বল্‌চি, প্রাণপণে সে কায কর্‌বো।

বৃন্দে। ওকি রাজকুমারি, সত্য কথা বল্লে ছল ধরা হয় আমি তাতো জানিনে—ভাই, আগে মনস্থির কর, উতলার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। তোকে সবী কথায় আঁটা ভার, আমি ভাই এই মন-স্থির কল্লেম, এখন কি কত্তে হবে বল্?

বৃন্দে। যা বল্‌বো সত্য কর্‌বে?

রাধিকা। আমার সত্যে ও কি তোর বিশ্বাস হয় না।

বৃন্দে। ভাল সৈ—

গীত।

পিলু জংলা—খেম্‌টা।

চল যাই গৃহে ফিরি, আর সহে না।
এপ্রেম গোপনে কভু রহে না রহে না॥
কেন সে কালার লাগি, হবে কুল মান ত্যাগী,
(সখি,) দিবানিশা এককালে অসাধ্য সাধনা॥

রাধিকা। আর ভাই বিদ্রূপ করিস্‌নে—সখি, কি উপায় আছে সত্য করে বল্‌।

বৃন্দে। হ্যাঁ রাজকুমারি, এই কি বিদ্রূপের সময়—আমি ভাই ভাল কথাইতো বলেচি, গুপ্ত প্রেম কখনই লুকানো থাকে না—সামান্য প্রেমের জন্য কুল মান, সব ত্যাগ করার চেয়ে, ঘরে ফিরে যাই চল—ভাই দুদিক্ বজায় করা আমার কর্ম্ম নয়।

রাধিকা। সৈ, আমি প্রাণ থাক্‌তে প্রাণনাথকে কেমন করে ত্যাগ কর্‌বো।

গীত।

লুম ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

কিসে বল সখী প্রবোধিব মন।
সে বিনে প্রাণ, করে কেমন॥
জাগে রূপ সদা যার, মম হৃদয় মাঝার,
ছাড়ি তারে কিসে, রাখি জীবন॥

বৃন্দে। তাইতো সৈ, তবে এখন উপায়?

রাধিকা। ভাই উপায় তোমার হাত? তুমি মনে কল্লে সব হতে পারে।

ললিতা, বিশখা ও চম্পক-লতা পুষ্পমালা হস্তে প্রবেশ।

নৃত্য ও গীত।

তিন জনে—

ঝিঝিট—খেম্‌টা।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী গলে।
পরাব এ মালা, দেখিব তাহে কালা,
ভোলে কি না আজি ভোলে॥

বৃন্দে। ওলো আহ্লাদ যে ধরে না দেখ্‌তে পাই।

বিশাখা। কেন, ধর্‌বে না কেন, যখন না ধর্‌বে বাকি তোমায় দেবো।

নৃত্য ও গীত।

তিন জনে—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ধরহে রাজবালা এনেছি মালা সুচিকন্‌।
পরগলে যুড়াক জীবন॥
সুরভি ফুলে, গেঁথেছি মালা।
দেখি টলে কি না কালার মন॥

বিশাখা। ওকি সখি, মুক হেঁট করে রৈলে যে?

ললিতা। কেন সখি, কি হয়েচে, কেমন মালা এনেচি দেখ।

চম্পক। ওমা, এ আবার কি, চক্ দিয়ে জল পড়্‌চে যে, সখি! কাঁদচো না কি, (বৃন্দের প্রতি) তুমি ভাই এখানে থাক্‌তে প্রাণ সখীর এ দশা দেখ্‌চি কেন?

বৃন্দে। ওলো দেখ্‌তে পাচ্চিসনে, এতো রাত হলো এখন কালাচাঁদ আসেন নাই বলে, মনের দুঃখে কাঁদচেন—তোরা ভাই একবার যা, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র করে ডেকে আন।

রাধিকা। তুই সখি আর জ্বালাসনে (অন্য সখিদের প্রতি) না ভাই ও বুড়ো হয়ে বাহাত্তরে পেয়েচে, ওর কথা কেউ শুনোনা, আমার কিছুই হয় নাই।

বৃন্দে। সত্য বল্‌চো কিছুই হয় নাই তবে—

গীত।

বেহাগ—এক তালা।

বিধু মুখ শুকালো কেন।
নয়নের জলে অলকা তিলকা, ভাষি
গেছে কোথা চলি।
যত অঙ্গ রাগ অঙ্গেতে মিশিল, তবু
কর চাতুরালী।

(সখিদের প্রতি।)

যারে তোরা সখি, যেথা পাবি ধরি
আন্‌গে বনমালী।
যাঁহার লাগিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে, কনক
লতিকা কালী॥

বিশাখা। সখি, কি হয়েচে বল, আমাদের কাছে মন দুঃখ গোপন করা অনুচিত।

বৃন্দা। আর তোদের ন্যাকা পোনায় কায নাই, কি হয়েচে তা এখনো কি বুঝ্‌তে পারিস নি—এখন যা বল্লেম তাই কর্‌গে, তা হলেই আবার রাজকুমারীর হাসি মুখ দেখ্‌তে পাবি এখন।

রাধিকে। সৈ, আর ভাই বাক্য যন্ত্রণা দিস্‌নে, এখন যাতে দুদিক রক্ষা হয় সেইটী করে আমার প্রাণ বাঁচা।

বৃন্দে। রাজনন্দিনী! তোমার যে দেখ্‌চি ভাই এটী ধনুর্ভঙ্গ পন, বংশিধারীকেও ত্যাগ কর্‌বে না, কুল মান লজ্জায় ও জলাঞ্জলী দিতে পারবে না—তা এদুটী কায কখন একেবারে সম্পন্ন হতে পারে?

ললিতা—ওঁর ভাই ঠাটের কথা শুনিস্‌নে—উনি আবার শ্যামকে ত্যাগ কর্‌বেন—এক দণ্ড যাঁকে না দেখ্‌লে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখেন্ তাঁকে নাকি ভুলে থাক্‌বেন্—আমাদের ভাই ঠাকুরটী ও যেমন ঠাক্‌রুন্‌টি ও তেমনি—এঁদের ভাব বোঝা ভার—

চম্পক—ভাই কথাটী বড় মিছে নয়—এ ভাব চক্রে পড়ে আম্‌রা শুদ্ধ ঘুরে মচ্চি—

রাধিকা—সখি। তোম্‌রা যা ইচ্ছা তাই বল—কিন্তু যদি কোন বিহিত কর্‌তে না পার—তাহলে এ প্রাণ ও রাখ্‌বো না, প্রাণনাথের মুখ দর্শন ও করে্‌বো না—

ললিতা—ওকি সখি, অমন প্রতিজ্ঞা ও করে—আম্‌রা

সকলে মিলে যাতে তোমার একলঙ্ক মোচন হয় তার বিহিত কর্‌বোই কর্‌বো—

বৃন্দে—বিহিত তো কর্‌বে—কিন্তু শেষ " যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সির ঘুম্‌ নাই " যেন সেই ঘোর যো হয় না।—

রাধিকে—কেন সৈ, তা কেন হবে?—

বৃন্দে—তার আর বিচিত্র কি—প্রাণ কৃষ্ণের মুখ্‌ দেখ্‌লেই সব ভূলে যাবে—।

রাধিকা—সৈ, আগে দেখ, তার পর বল—।

বৃন্দে—কেমন সখি, নিশ্চয় বল্‌চো, আমরা যা বল্‌বো তার বিপরিত কার্য্য কর্‌বে না?—

রাধিকা—ভাই বার বার আমাকে আর ও কথা বলো না—আমি তোমাদের অমতে কোন কার্য্য কর্‌বো না—

বৃন্দে—(সখিদের প্রতি) তবে আর ভাব্‌না নাই—আজ কালা কেমন্‌ চতুর তা জানা যাবে।

গীত।

রাগিনী-জঙ্গলা।

বৃন্দে—ভাল চতুর রাজে শিখাবো —।
প্রাণ সখীর পায়ে ধরাবো।

চম্পক—প্রেম ফাঁসে সে শঠে বাঁধিব।
ললিতা—আঁখি তাহে প্রহরি রাখিব॥
বিশখা—মন-চোর-মন কাড়ি লবো।
সকলে—মনের সাধ সবে মিটাবো॥

ললীতা। ঐ বংশিধ্বনি শুনা যাচ্চে।—

বৃন্দে—তাই তো লো বংশিধর যে নিকটে (রাধিকার প্রতি) রাজনন্দিনী এসো ভাই এই স্থানে মান্ ভরে বসো—(সখিদের প্রতি) আয় ভাই আম্‌রা প্রহরির কায করিগে আয়—

(সকলে প্রবেশ পথে দণ্ডায়মান।)

(কৃষ্ণের বংশি-ধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

সখিগণ—

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেন কেন শ্যাম হেথা তুমি বল না।
কেন ছল না॥
যাও, যাও, কমলিনী চাহে না।

গীত।

কৃষ্ণ—

মারোয়া—ঝাঁপ্ তাল।

ক্ষম মোরে যদি থাকে অপরাধ।
মিনতি তব পাশে সেধোনা হে বাদ॥
ছাড় হে এ পণ, দারুণ, কঠিন,
কেন বৃথা সখী বল এ প্রমাদ॥

বৃন্দে—বলি ও কালাচাঁদ, আম্‌রা বাদ সাধ্‌চি বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হলো না, মানে মানে ফিরে যেতে বল্‌ছিলেম্ তা সে কথা ভাল লাগ্‌বে কেন—নাকের জলে, চকের জলে, না হলে তো তোমার হবে না—(সখিদের প্রতি) সখিরা আয় ভাই আম্‌রা সরে দাঁড়াই,—যাও শ্যাম, রাজকুমারীর কাছে গিয়ে একবার মজাটা দেখোগে—

(কৃষ্ণ—রাধিকার সম্মুখে)

গীত।

কৃষ্ণ—

সুরট-মহ্লার।

কি লাগি মান—ক্ষম প্রিয়ে,
যদি দোষ করে থাকি।

মলিন ও সুধা-মুখ—হেরে বিদরে বুক,
কেমনে-নয়ন-নীর—নয়নে মিশায়ে রাখি ॥

(বৃন্দে ও সখিগণ অগ্রসর)

বৃন্দে। ওকি শ্যাম ওকি,—এতো ছল, এতো কৌশল, সব কোথায় গেল—একেবারে কেঁদে ফেল্লে যে—ভাল ভাই মেয়ে মানুষের পায়ে ধর্‌তে তোমার একটু লজ্জা বোধ হলো না।

ললিতা। ওঁর আবার লজ্জা, ওঁকে দেখ্‌লে ভাই লজ্জা দেশ ছেড়ে পালায়—যেমন ত্রিভঙ্গ আকৃতি—রঙ্গ-ভরা ভঙ্গিমাও তেম্‌নি।

বিশাখা। কেমন এখন্ হয়েচে—ও মান্ ভাঙ্গা কি তোমার কায, রাজকুমারীর মনোরঞ্জন করা কি রাখালের সাধ্য—যাও ভাই এখন্ মাঠে গিয়ে ধেনু চরাওগে; আর সোহাগে কায নাই।

কৃষ্ণ। ভাই, বিনা দোষে তোম্‌রা আমায় কেন এতো ভৎ‍সনা কর্‌চো—আজ যথার্থ দেখ্‌চি গ্রহ আমার বিমুখ—তা না হলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হবে কেন।

বৃন্দে। কেমন, এখন হার্ মান্‌লে বল।

কৃষ্ণ। তোমাদের কাছে হার্ তো মেনেই আছি।

বৃন্দে। তুমি তো ভাই পার্‌লে না—আমি যদি তোমার

হয়ে তোমার প্রাণাধিকার মান্ ভাঙ্গ্তে পারি, তা হলে আমায় কি দেবে বল।

কৃষ্ণ। সখি, তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেবো।

বৃন্দে। কেমন অন্যথা হবে না।

কৃষ্ণ। না সখি, আমার কথা কখন মিথ্যা হয় না।

বৃন্দে। আচ্ছা ভাই—তবে যাতে আমাদের প্রিয় সখির কালাকলঙ্কিনী নাম বিমোচন হয়, তাই করে দেও।

কৃষ্ণ। সখি, এতো সামান্য কথা আমি কালই কর্‌বো।

বৃন্দে। তবে এই নেও ভাই প্রাণসখিকে তোমায় সমর্পণ কর্‌লেম।

(মিলন)

নৃত্য ও গীত।

সখিগণ।

সাহানা—খেম্‌টা।

মরি কি শোভা হইল।
যুগল রূপে মন মোহিল॥
মরকত পাশে হেম, মেঘেতে বিজলি ভ্রম,
মাধবি লতা তমাল বেড়িল॥
মানস সরস পুলকে পুরিল॥

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের বাটী।

(আয়ান বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট।)

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি—আরে কোনের ভিতর একা বসে কি কর্‌চো হ্যা—আজ কাল, কায কর্ম্মে এতো অমনোযোগী দেখ্‌চি কেন—ব্যাপারটা কি?

আয়ান—ব্যাপারটা আমার মাথা আর মুণ্ড—

প্রতি—আরে ভায়া তুমি এমন্ ধারা হলে কি চলে—তোমায় আল্‌গা দেখে চাকর বাকর রা গরুগুনোকে এক সন্ধ্যা আদ পেটা আহার দিচ্চে—খড় বিচিলি খোল যে যেম্‌নে পার্‌চে সরাচ্চে—সংসারটা একবারে ছার্‌খার্ দেবার মনস্ত করেচ নাকি—ভাই, আমার কথায় অসন্তুষ্ট হও তো নাচার্—হক্ কথার মার্ নাই—

আয়ান—দাদা সাধে কি এরূপ হয়েচি—লোক-নিন্দাই

এর্ প্রধান কারণ—ভাই, সমাজের কথা চুলোয় যাক্—আমার মা, ভগ্নি এঁরাও প্রাণাধিক রাধিকাকে অসতী বলেন্—স্ত্রী অসতী, একথা শুন্‌লে কার না বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়—

গীত।

রাগিনী বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

তারে কলঙ্কিনী কয়।
লোক-অপবাদ শেল-আঘাত,
প্রাণে কি সয়॥
প্রাণ প্রতিমা রাধা—শ্যাম-প্রেমে বাঁধা,
শ্যাম-জীবন-ধন আমার সে নয়॥

প্রতি—অ্যাঁ, বল কি—এমন্ কথাও কি মুখে আন্‌তে আছে—রাধিকা লক্ষ্মী-স্বরূপা, তাঁকে অসতী বলে এমন সাধ্য কার—ভাই ও সব কথায় তুমি কর্ণপাতও করোনা, লোকে ঘরে বসে কাকে কি না বলে—জন-শ্রুতি শুনে এরূপ ব্যাকুল হওয়া, তোমার কোন ক্রমেই উচিত হয় না—ভাই বেলাটা অধিক হয়ে পড়েচে—আমি তবে এখন্ চল্লেম্—কাল আবার দেখা হবে।

(প্রস্থান।)

(কুটীলার প্রবেশ।)

কুটীলা—দাদা, দাদা, দাদা,—

আয়ান—আরে কেন, কি হয়েচে—

কুটীলা—যা হয়েচে একবার দেখ্‌বে এসো—এই গে তোমার রাধা-সতী কালার সঙ্গে নিকুঞ্জবনে আমোদ প্রমোদ কর্‌চে—আর কিছু নয়—

আয়ান। (যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান) সত্য বল্‌চিস্‌ রাধা-কৃষ্ণ নিকুঞ্জ বনে একত্র রয়েচে।

কুটীলা। আমি বুঝি কেবল্‌ তোমার কাছে মিথ্যা কথাই বলে ব্যাড়াচ্চি—স্বচক্ষে দেখে এসেচি—এখন ইচ্ছে হয়, তো চল তোমায় দেখ্‌য়ে দি,—তার্‌ পর তোমার মনে যা থাকে তাই করো—বাবা বৌয়ের এমন্‌ বুকের পাটাতো কখন দেখিনি—এই দুই প্রহর বেলা, পর পুরুষের সঙ্গে আমোদ—ওমা ছি, ছি, ছি, কুল বধূর কি এই কায, কালামুখীর জ্বালায় লোকের কাছে মুক্‌ দেখানো ভার—রাত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বনে ফির্‌বে, ঘরে এক দণ্ড থাক্‌তে মন্‌ যায় না—ভাল কথা বল্‌তে গেলে তেড়ে মার্‌তে আসে—কলঙ্কিনীর জন্যে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হয়—এই তোমার আস্কারা পেয়েই তো এত দূর হয়েচে—তুমি দাব্‌লে কি কখন এমন্‌ হতো—মা সাধ করে বলেন তুমি মেয়ে মানুষ, কাচা দিয়ে কাপড় পর না—

আয়ান। যা, যা, আর মিচে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বক্‌তে হবে না—

কুটীলা। তা তো বটেই—আমার কথা ভাল লাগ্‌বে কেন, তোমার রাই কলঙ্কিনী যা বলে তাই ভাল—আবাগি তোমায় সত্য সত্য গুন্ করেচে তা না হলে অমন্ দুটো বড় বড় চক্ থাক্‌তে তুমি এসব কিছুই দেখ্‌তে পাওনা—ওমা এমন্ মাগের বশীভূত পুরুষ তো কোথাও দেখিনে।

আয়ান। দেখ্ বড় বাড়াবাড়ি করিস্‌নে—অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়,—সাবধান।

কুটীলা। ওমা একেবারে দুচক্ষু রক্তবর্ণ হলো যে—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি যেন তোমার চকের বালি হয়েচি—মলেই আপদ যায় (ক্রোধে) তোমার মাগ্ যে এতো বাড়াবাড়ি কর্‌চে তা তোমার প্রাণে সহ্য হয়,—আর আমার দুটো কথা সহ্য হয় না।

আয়ান।—চল্‌রে কুটীলে চল্ নিকুঞ্জ-কাননে।
যথা কালা করে কেলী বিনোদিনী সনে॥
যদি সে যুগল রূপ না হেরি নয়নে।
নিশ্চয় পাঠাবো তোরে সমন সদনে॥

(উভয়ে গমনোন্মুখ)

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী বৃন্দাবনী সারং—আড়াঠেকা।

দৈবকী-নন্দন বিপিন-বিহারী।
দীন-দুঃখ-নাশন গিরি-ধারী॥
রাধা-জীবন-ধন মুরারি বনচারী।
দানব-দল-ভয়-হারী॥

(উভয়ে সচকিত)

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিধুবন-কেলীমন্দির—

(কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখিগণ উপস্থিত)

বৃন্দে—শ্যাম, আজ ভাই আমাদের মনের একটী সাধ তোমায় পূরণ কর্‌তে হবে—

কৃষ্ণ—বৃন্দে আমার যদি সাধ্য থাকে তো অবশ্যই পূরণ কর্‌বো—

ললিতা—ওহে মন-চোরের অসাধ্য কিছুই নাই—যে মন্ চুরি কর্‌তে পারে সে না পারে এমন কাজ কি আছে ?

কৃষ্ণ—সখি, তোমার কাছে আমি হার মানলেম্—যদি অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়, তাহলে আমি কখনই নিরস্ত হবো না।

বিশখা—শ্যাম তোমায় ভাই আজো আম্‌রা চিন্‌তে পার্‌লেম না তুমি কথায় কথায় হারও মানো আবার ভিতর ভিতর প্রতিজ্ঞাও বজায় রাখ্‌তে ছাড় না।

বৃন্দে—ওঁকে আম্‌রা আর কোত্থেকে চিন্‌বো বল—আমাদের রাজনন্দিনীই চিনেচেন (কৃষ্ণের প্রতি) কেমন হে, নাকের জলে চকের জলে হওয়াটা মনে পড়ে কি? বলি পায়ে ধরাটা কি ভুলে গেচো—

(সখিগণ হাস্য)

গীত।

কৃষ্ণ—

রাগিণী গৌড় সারং—একতালা।

নব সরোজ হেরিলে কি আর।
অলি পারে কভু, ভুলিতে সে সুধার আধার॥
ভ্রমি রাধা চরণ, বিকচ নলীন,
যতনে লভিল মন-মধুকর॥

বৃন্দে—ওহে আর ছলে কায নাই—ঢের হয়েচে—এখন আমাদের কথার একটা উত্তর দেও—পার্‌বে কি না স্পষ্ট করে বল—তার পর বোঝা যাবে—

কৃষ্ণ—সখি, তোমাদের কি সাধ্‌ পূরণ কর্‌তে হবে বল।

বৃন্দে—আজ প্রাণ-সখী রাজা হবেন—আর তুমি প্রহরির বেশ ধারণ করে তাঁর প্রহরির কার্য্য কর্‌বে—আমরা তাই দেখ্‌বো—

কৃষ্ণ—তার আর বিচিত্র কি বল—আমি অবশ্যই তোমাদের এ সাধ পূর্ণ কর্‌বো—

বৃন্দে—শ্যাম, এই গুণেই তোমায় লোকে ইচ্ছাময় বলে—প্রাণসখী না বুঝেই কি আত্ম-সমর্পণ করেচেন্।

চম্পক—সে চকোর না হলে সুধাকরের সুধা আর কে পেতে পারে বল—

নৃত্য ও গীত।

সখিগণ—

রাগিণী পিলু—খেম্‌টা।

রাই সুধাকর, তু শ্যাম চকোর।
পান কর মধু প্রাণ ভরি হে,
সুধা-দানে মোরা নহি কাতর ও শ্যাম-চকোর॥
প্রেম-ভিখারিণী, মোরা সব হে,
প্রেম-আশে নিশি করিব ভোর ও শ্যাম-চকোর॥

রাধিকা। নাথ, অকস্মাৎ মন আমার এতো চঞ্চল হচ্চে কেন? বোধ হচ্চে যেন কোন ঘোর বিপদ উপস্থিত—আমারকি চিত্ত-ভ্রম হচ্চে—না সুখান্তক ভাবি দুঃখের ভার মন্‌কে এরূপ কর্‌চে? আমি যে এর কারণ স্থির কর্‌তে পার্‌চিনে—নাথ, মন্ যে আর প্রবোধ মান্‌চে না—বোধ হচ্চে যেন আয়ান এখানে আস্‌চে—

কৃষ্ণ। প্রিয়ে এতো উতলা হচ্চো কেন, তুমি কি সকল কথা ভুলে গেলে—আয়ান কি আমাদের এ প্রেমের তত্ব জানে না—

রাধিকা। নাথ, জান্‌লে কি হবে, অসহ্য লোক গঞ্জনায় রাগত হয়ে যদি সে তোমায় কটু কথা বলে—আমাকে জন সমাজে কলঙ্কিনী বলে পরিগণিত করে—তা হলে কি হবে—

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ভয় কি, যদি আয়ান এস্থানে উপস্থিত হয় তা হলে যোগ বলে আমি এখনি কালী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বো।

রাধিকা। ঐ দেখ নাথ! আমি যা ভেবেচি তাই হয়েচে—আয়ান কুটীলের সঙ্গে এই দিকে আস্‌ছে—

(কৃষ্ণ কালী মূর্ত্তি ধারণ, রাধিকা জবা ও
বিল্বদলে চরণ পূজা।

(সখিগণ করযোড়ে দণ্ডায়মানা।)

(রাধিকা ও সখিগণ।)

ধ্যান।

রাগিণী—বেহাগ।

গীত।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী।
দীন দুর্গতি নাশিনী বিঘ্ন বিনাশিনী॥

শ্যামা নীরদ বরণী, বিশ্ব বিমোহিনী,
নীল-নলিন-নয়নী, হর মন রঞ্জিনী,
ভব সুখ প্রদায়িনী, ভব ভয় নিবারিণী,
তার এ দীনে, তব পদ ছায়া দানে,
ক্ষম অপরাধ জগত জননী ॥

কুটীলা। (স্বগত) ওমা! এ আবার কি, এই দেখে গেলেম কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে একত্র কেলী কচ্চে, এর মধ্যে আবার কালী কোথা থেকে এলো? কে জানে মা, কালা যে ভোজ বিদ্দে জানে আমি তাতো জানিনে। (প্রকাশ্যে) দাদা! এ সব কালার চাতুরী, ও না কত্তে পারে এমন কায নাই—ভোজ বিদ্যে না জান্‌লে দুদের ছেলে হয়ে কি কখন পুতনা বধ কর্‌তে পারে—যদি ভাল চাও তো দুজন্‌কে লাঠি মেরে মেরে ফেল—না হলে শেষ পস্তাতে হবে।

আয়ান। দ্যাখ কি বল্‌ব তোকে বধ কল্লে স্ত্রী হত্যার পাতক হবে, নইলে এই যষ্ঠির দ্বারাই—(যষ্ঠি উত্তোলন)

কুটীলা। (স্বগত) আজ বড় ঠক্‌লেম, এমন হবে তা কে জানে, আচ্ছা আমিও শীঘ্র ছাড়্‌বো না—এ অপমানের প্রতিশোধ নেবোই নেবো—এখন্‌ যাই, দাদা যে রেগে রয়েছেন—

আয়ান। (ভক্তিভাবে মহামায়ার স্তব)

গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তুমি বিশ্ব মোহিনী—জগত জননী।
সৃষ্টি স্থিতি তুমি সর্ব্ব সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী॥
কুআশা কুয়াষা ঘোর, ঘেরেছে মন আমার,
জ্ঞানালোক বিনা ত্রাণ—নাহি নিস্তারিণী॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

(কৃষ্ণ যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য।)

যশোদা। একি হলো; অকস্মাৎ নীলমণি এমন্ হলো কেন—বিধি, তোর মনে কি এই ছিল—এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছার সর্ব্বাঙ্গ হীম হয়ে পড়্‌লো—দিদি ও দিদি আমার বুঝি আজ কপাল ভাঙ্গ্‌লো—আমার গোপালের কি হলো দেখ্‌সে আয়—

(রোহিণীর প্রবেশ।)

রোহিণী। দিদি একি—গোপাল এমন হলো কেন—আমাদের পোড়া অদৃষ্টে কি সুখের লেশ মাত্র নাই—ওহ।—

(রাধিকা, বৃন্দা, বিশখা ও ললিতার প্রবেশ।)

গীত।

যশোদা ও রোহিণীর খেদ।

রাগিণী ভৈরবী।

কি হলো গোপাল কোথা গেলরে,
আঁধারি গোকুল।
হেরি দশদিক শূন্যময় প্রাণ আকুল,
কেমনে নিবারি নয়ন বারি॥
যাদুমণি ওঠ রে, ওঠ রে নীলমণি,
কি ভাবি মনে, কি দুঃখে বলরে-হেন ভাব হেরি
বারেক মা বলি ডাকি,রাখরে জীবন,জীবনধন॥

গীত।

সখিগণ—

জয় জয়ন্তী—এক তালা।

কেঁদনা কেঁদনা আর—কি লাগি এ আঁখি নীর।
তোমার এ দশা হেরে—ব্যাকুল অন্তর॥
বৃথা প্রাণ কৃষ্ণ ধন—অকল্যাণ কর কেন
রাহু-গ্রস্ত শশধর—থাকে কি গো নিরন্তর॥

(নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও
বলরামের প্রবেশ।)

নন্দ। ভাই উপানন্দ, এ যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ্ছি—এখন উপায়—কিরূপে গোপালের প্রাণ রক্ষা হবে—ওহ্। প্রাণ যে আমার অত্যন্ত অস্থির হচ্চে—

উপানন্দ। দাদা ভয় কি, চিকিৎসা কর্লেই গোপাল আরোগ্য হবে—চলুন্, যাতে শীঘ্র বৈদ্যকে আনা হয় তার চেষ্টা দেখা যাক্ গে।

(নন্দ ও উপানন্দের প্রস্থান)

বলরাম। ভাই এমন হলে কেন—দাদা ওঠ—চল ভাই একত্রে গোচারণে যাই—তোমার এ দশা যে আর দেখ্তে পারিনে ভাই।

শ্রীদাম। দাদা তোমায় ছেড়ে কি করে জীবন ধারণ কর্বো, কার সঙ্গে আর বন ভ্রমণে যাবো—ভাই যদি কোন অপরাধ করে থাকি মার্জ্জনা কর—একটী কথা কও, ওহ্! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না—

(যটীলা ও কুটীলার প্রবেশ।)

যটীলা। (যশোদার প্রতি) হ্যাঁ গোপালের কি হয়েছে গা? আমরা শুনে তাড়াতাড়ি আস্‌চি—এই যে বাছার মুখ খানি একেবারে নীল মেড়ে দেছে—(অঙ্গ স্পর্শ করিয়া-স্বগত)

মরেচে দেখ্‌তে পাই যে, আ! আপদ গেছ—(প্রকাশ্য) তাইতো বাছার হলো কি, উপদেবতার নজর হয়েছে নাকি—

কুটীলে। (স্বগত) উপদেবতার নজর হবে কেন—যমের নজর হয়েছে (প্রকাশে) সন্নিপাতে ঘের্‌লেও ঘের্‌তে পারে।

(নন্দ ও উপানন্দের বৈদ্য লইয়া প্রবেশ।)

নন্দ। এই দেখুন—অকস্মাৎ এরূপ কেন হলো বল্‌তে পারিনে—

যশোদা। বাছা যদি তুমি আমার গোপাল্‌কে বাঁচাতে পার, তাহলে চীরকাল তোমার কেনা হয়ে থাক্‌বো—

বৈদ্য। মা, চিন্তা কি, (হস্ত স্পর্শন) যাতে গোপাল রক্ষা পায়, আমি এখনি তার বিহিত্‌ কর্‌চি—(খড়ি পাতিয়া গণনা) এখন ঔষধ তো স্থির করেচি—কিন্তু আনা যে বড় সুকঠিন্‌ দেখ্‌তে পাই—

যশোদা। বাছা কি ঔষধ বল—যদি প্রাণ দিলেও পাওয়া যায় আমি তাতে ও প্রস্তুত—

বৈদ্য। মা হয়ে সন্তানের ঔষধ আন্‌লে কোন উপকার হবে না—যদি অপর কোন সাধ্বী স্ত্রী, সহস্র ছিদ্র কুম্ভে যমুনা হতে বারি আনয়ন করে—সেই বারি স্পর্শনে আপ্‌নার গোপাল আরোগ্য লাভ কর্‌বেন—তার আর কোন সন্দেহ্‌ নাই—

যশোদা। এই বৈতো নয়—তার আর ভাব্না কি—(যটীলার প্রতি) মা, তুমি একজন ব্রজের প্রধানা সতী, তুমি ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কে পার্বে—জল এনে আমার প্রাণ-গোপালকে বাঁচাও—

যটীলা। কৈ কল্সি কৈ—আমি এখনি আন্চি—

(কুম্ভ কক্ষে প্রস্থান)

নেপথ্যে।

গীত।

মুল্তান—আড়াঠেকা।

বিনা সে করুণাময় কৃপা বিতরণ।
আশার সুসার কভু না হয় কখন॥
কায় মনে যে জন লয় তাঁর শরণ,
কি আছে ভবে হেন অসাধ্য বল তার॥
দম্ভ অভিমান যে—তাঁর প্রিয় নহে রে,
গর্ব্ব-খর্ব্ব-কার সে শ্রীমধুসূদন॥

(যটীলার শূন্য কুম্ভ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।)

যটীলা। মিন্সের যেমন কথা, একটা আদ্টা নয়, কিনা সহস্র ছিদ্র কুম্ভে জল আনা—যা হবার নয় তাই—এই

তোমাদের কল্‌সি নেও, দেখি এখন্ কোন্ সতী জল্ আনে—

কুটীলা। যদি না পার্‌বি তো গেলি কেন—কেবল্ লোক চলান বৈতো নয়—সতীর অসাধ্য কি আছে—

বিশখা। না হয় তুমি এক্‌বার দেখনা—আপ্‌সোস্‌টা থাকে কেন—

কুটীলা। দেখ্‌বো না তো কি—তোদের মত অসতী নৈ যে ভয় পাব—এই এখনি চল্লেম—

(প্রস্থান)

যটীলা। (যশোদার প্রতি) হাঁ বাছা এ বদ্দিটেকে কোত্থেকে এনেচো—

যশোদা। মা, আমি বল্‌তে পারিনে, ওরা জানেন্—

যটীলা। পোড়ার দশা আর্ কি—যেমন উনপাঁজুরে বদ্দি, আকাশ ফোঁড়া অষুধ্ ও তেম্‌নি—এমন কুষ্মাণ্ড না হলে, কি অমন ব্যবস্থা করতে পারে—ছ্যাঁদা কল্‌সিতে কেউ জল ও অন্‌তে পার্‌বেনা তোমার গোপাল ও আরোগ্য হবে না—কেবল লাভে হতে আমাদের অপকলঙ্ক রট্‌লো—'এখন্ ভাল পরামর্শ শোন তো, মিন্‌সে কে এখনি দূর করে দিয়ে অন্য বৈদ্য আন—

(শূন্য কুম্ভ হস্তে কুটীলার প্রবেশ।)

বিশখা। ওমা, এই যে ইনি ও মুখ চুন্ করে আস্‌ছেন

—(কুটীলার প্রতি) কেবল মুখে আস্ফালন কল্লেই তো হয় না—সতীত্ব নাড়া দিলেই কি লোকে সতী বল্‌বে—

কুটীলা। ওলো তোর আর মুখ নাড়ায় কায নাই—অমনি ভাল—আম্‌রা সতী কি না তা ব্রজের সকলেই জানে—আম্‌রা যখন জল আন্‌তে পাল্লেম না, তখন আর কে আনে তা দেখ্‌বো—

যশোদা। (বৈদ্যের প্রতি) বাবা যখন ব্রজের প্রধানা সতীরা জল আন্‌তে পাল্লেন না, তখন আর যে কেউ আন্‌তে পার্‌বে তাতো বোধ হয় না—এখন উপায় (ক্রন্দন) আমি গোপালকে বুঝি জন্মের মত হারালেম্—

বৈদ্য। মা স্থির হন্—দেখছি (গণনা) এই যে আর চিন্তা নাই—ব্রজ মাঝে রাধা নামে কে সতী আছেন, তিনি মনে কর্‌লে জল এনে দিতে পারেন্—

কুটীলা। অমন্ গণার মুখে ছাই, খুঁজে খুঁজে সতী বার্ কর্‌লেন দেখ—

যশোদা। দেখাই যাক্ না—যে প্রকারে হগ্ গোপাল রক্ষা পেলেই হলো—(রাধিকার প্রতি) মা জল আন্‌তে যাও—

রাধিকা। মা আমি কি পার্‌বো ?—

যশোদা। গণনা যদি মিথ্যা না হয় তো অবশ্য পার্‌বে—

রাধিকা। দেখি বিধাতা কপালে কি লিখেছেন্।

(রাধিকা, সখিগণ সমভিব্যাহারে বারি আনয়নার্থ প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনা তট।

(রাধিকা সখিগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত।)

রাধিকা। সখি! পা যে আর চলে না—আমার মনের ভিতর যে কি হচ্চে তা অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন—প্রাণেশ্বর এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি শেষ এই ছিল—কুল, মান, প্রাণ মন সকল সমর্পণ করে অবশেষে তোমার বিরহ যাতনা ভোগ কত্তে হলো—ওহ! সখি, আমি কি জল এনে প্রাণনাথের জীবন রক্ষা কত্তে পার্‌বো? ব্রজের সাধ্বী রমণীগণ যা পাল্লেন না, আমা হতে সে কার্য্য কি সম্ভব। নাথ! তুমিই তো বলে ছিলে যে আমার কালাকলঙ্কিনী নাম খণ্ডন কর্‌বে—দীন-নাথ! আমি অনন্ত-কাল এ কলঙ্ক রাশি ভোগ কত্তে পারি, কিন্তু তোমার বিরহ যে এক মুহূর্ত্ত ও সহ্য কর্‌তে পারিনে—দয়াময়! দাসীকে এ ঘোর বিপদ সাগর হতে পরিত্রাণ কর নতুবা এ যমুনার জলে ছার প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো।

ললিতা। সখি এতো ব্যাকুল হচ্চো কেন—আমার

নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে করুণাময় তোমার কলঙ্ক মোচন কর্‌বার জন্যই এই কার্য্য করেছেন—ভাই তিনি যে ইচ্ছা ময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হতে পারে—

বৃন্দে। ভাই, মধুসূদন যার সহায় তার আবার ভাব্‌না কি—সখি চল, আর বিলম্বে কায নাই—দীননাথ অবশ্যই আমাদের উপর মুখ তুলে চাইবেন।

ললিতা। চল সখি, চল্—ভয় কি।

রাধিকা। দয়াময়! অধিনীকে তুমি কত ভাল বাস তা আজ জান্‌বো—

(বারি পূর্ণ কুম্ভ যমুনা হইতে উত্তোলন।)

সখিগণ। (আনন্দে) কেমন্ সখি কেমন আমরা বলেছিলেম তো—যে বিপদ ভঞ্জন যার সখা তার কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

গীত।

রামকেলী—ভর্‌তঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই।
লয়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই॥
যশের সৌরভে-জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ কানাই,
কুটালার মুখে পড়িবে ছাই॥

চতুর্থ অঙ্ক।

—০০০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবন।

[কৃষ্ণ, যশোদার অঙ্কে অচৈতন্য—নন্দ, উপানন্দ, শ্রীদাম বৈদ্য, সুবল, বলরাম, জটীলা, কুটীলা, ও রোহিণী উপস্থিত।]

যশোদা। (রোহিণীর প্রতি) দিদি, এতো বিলম্ব হচ্চে কেন—রাধিকা যে অনেকক্ষণ গিয়েছে—

রোহিণী। তাই, তো কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে—

বৈদ্য। মা ভয় নাই—আমার্ গণনা কখনই মিথ্যা হবে না—রাধিকা অবশ্যই বারিপূর্ণ পাত্র আন্‌বেন—

কুটীলা। আ মরি। তুমি ও যেমন্ গণৎকার, রাধা ও তেম্‌নি সতী—এমন্ গণনার চেয়ে পাঁজি পুঁতি গুলো যমুনার জলে ভায্‌য়ে দিলে ভাল ছিল।

বৈদ্য। অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করেন কেন--একটু অপেক্ষা করুন না—

যটীলা। পোড়ার দশা আর কি—বড় বড় সতী ঘোল খেয়ে গেলো, রাধিকা কিনা সহস্র ছিদ্র কুম্ভে জল আন্‌বে—মিন্‌সের কথা শুনে গা জ্বলে উঠ্‌চে—

(রাধিকা ও সখিগণের প্রবেশ)

(বারি-স্পর্শে কৃষ্ণের আরোগ্য লাভ)

(নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ)

(জটীলা ও কুটালা অধোমুখে প্রস্থান)

(যশোদার অঙ্কে কৃষ্ণ ও রাধিকার—উপবেশন)

গীত।

পরজ কালাংড়া—খেম্‌টা।

সখিগণ—আঁখি ভরি দেখ লো সৈ, আঁখি
ভরি দেখলো ॥
রমণীর শিরোমণি,ধরামাঝে হেন মণি কৈ—
রূপেতে আলো, করেছে ভাল ॥

পুরুষগণ।—জয় জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকা- রমণ।
ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ ॥

সখিগণ—কেশব প্রাণ, পুতলিরে রাই—
মিলি দোঁহে এক ঠাই,
গকুল আলো করেছে ভাল ॥

পুরুষগণ—জয় জয় লোক-পাল, মদন-মথন।
কেশব করুণাময় পতিত-পাবন ॥

সমাপ্তঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি গণ।

পুরুষ।

বিক্রমাদিত্য। .. ... উজ্জয়িনী নগরাধিপতি।
মন্ত্রী।
বররুচি। ... ... নবরত্ন সভার পণ্ডিত
কালিদাস। ... ... ঐ ঐ
মীহির। ... ... ঐ ঐ
মনোরঞ্জন। ... ... রাজার চিত্ততোষকারী ব্রাহ্মণ।
বিধাতা।
প্রমোদকুমার। ... .. এক ব্রাহ্মণ কুমার।
রামদাস ভট্টাচার্য্য। ... মহিসুর দেশাধিপতির জনৈক পণ্ডিত।
রসিক। ... ... রাম দাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

জনৈক পণ্ডিত, প্রতিহারী, কয়েক জন সৈন্য, দুই জন যোগী, দুই জন নাগরিক ইত্যাদি,।

স্ত্রী।

ভানুমতি ... ... বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী।
অনঙ্গমঞ্জরী ... ... প্রমোদকুমারের মাতা।
বিদ্যুল্লতা ... ... প্রমোদকুমারের স্ত্রী।
সাবিত্রী ... ... রামদাস ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী।
চন্দ্রকলা...মহিসুর দেশাধিপতি রাজা শ্বেতকেতুর কন্যা।
হেমলতা ... ... ঐ মন্ত্রীর কন্যাদ্বয়।
স্বর্ণলতা ... ঐ
চপলা ... ... ঐ নগর পালের কন্যা।

দাসি ও অন্যান্য স্ত্রীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগরের অন্তঃপাতী গহন কানন ও মধ্যে একটি কুটির। মৃগয়া বেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

রাজা। একি! এ আবার কোন দিকে এসে পড়লেম। কি বিভ্রাট!— এদিকে যে ভয়ানক বন। তাইত! আমি কি দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে এখানে এলেম। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) কৈ, সে অসংখ্য সৈন্য সামন্তের এক জনও ত আমার সঙ্গে নাই। আর কেমন করেই বা থাকবে; সেই ধারাধারের ঘোরতর বর্ষণে, নির্ঘাত অশনি নিস্বনে, প্রমত্ত প্রভঞ্জন প্রভাবে, সকলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেছে। বোধ হয় অনেকে আমার মত দুর্দ্দশা জালেও জড়িত হয়েছে।——উঃ বর্ষাগমে বনানী কি ভীষণ আকারই ধারণ করে। (আকাশ দেখিয়া) রাত্রিও বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত, এ স্থলে আর থাকা উচিত নয়, বহির্গত হবার চেষ্টা করি। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) এ যে দিগ্‌নির্ণয় কর্ত্তে পাচ্চিনে।

(কুটির মধ্য হইতে ক্রন্দন স্বরে) হা হত বিধে! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। (চমকিত হইয়া) একি! স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পাচ্চি যে? একি হলো! (চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তর দূরে কুটির দেখিয়া) ঐ না একটী কুটির দেখতে পাচ্চি? এমন জনশূন্য গহন কাননে কুটির? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?

(কুটির মধ্য হইতে ক্রন্দন স্বরে) হা ভগবন! এ জগতের সমস্ত দুঃখ ভোগ করবার জন্যই কি এ অভাগিনীকে সৃজন করে ছিলে? হা পিতঃ হা মাতঃ! আমি ত তোমাদের চরণে কোন অপরাধ করি নাই, আমি ত তোমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম কত্তেম না. তবে কোন্ অপরাধে আমাকে বনে বিসর্জ্জন দিলে।

ভৈরবী—মধ্যমান।

এই কি বিধান বিধির লিখন।
দয়া লেশ মাত্র নাহি ধিক্ পদ্মাসন॥
দিয়া দুটি পুত্র ধন, পুনঃ করিলে হরণ,
কভু নাহি শুনি দাতা, দিয়া দান ফিরে লন॥
দিলে পুন গর্ভকাল, এ তব চাতুর্য্য জাল,
তা না হলে পিতা কেন, দিবেন বনে বিসর্জ্জন

রাজা। একি অদ্ভুত ব্যাপার! যাহোক, নিকটে গিয়ে

কামিনীটির পরিচয় নিতে হল। (কুটিরের নিকট যাইয়া) আপনি ক্রন্দন কচ্চেন কে? নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজ পরিচয় প্রদান করুন, আর কুটিরের দ্বার মুক্ত করুন।

(কুটির মধ্য হইতে) আপনি কে? আপনি অগ্রে আপনার পরিচয় দিন, পরে আমি নিজ পরিচয় দিব, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্চে।

রাজা। মা! আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি অগ্রে দ্বার মুক্ত করুন, পরে জান্‌বেন আমি কে।

(কুটির মধ্য হইতে) আপনি পরিচয় না দিলে দ্বার মুক্ত কত্তে সাহস হচ্চে না।

রাজা। মা! আমি বিক্রমাদিত্য। এ বনে আজ আমি মৃগয়া কত্তে এসেছি। আপনি কিছুমাত্র শঙ্কা করবেন না; আপনি অনায়াসে দ্বার মুক্ত করে নিজ পরিচয় প্রদান করুন। আপনার আর্ত্তনাদে আমার প্রাণ যার পর নাই ব্যাকুল হয়েছে।

(কুটির হইতে একটি কামিনী বহির্গত হইয়া কর-যোড়ে) মহারাজ! আপনাকে চিন্তে না পেরে যদ্যপি কোন অমান্যের কথা বলে থাকি তা হলে ক্ষমা করবেন।

রাজা। সেকি! আপনি একপ কথা বল্‌চেন কেন? জননী যদ্যপি সন্তানকে কোন অমান্যের কথা বলেন, তা হলে কি জননী তাতে অপরাধিনী হতে পারেন?

আর আপনিত আমাকে কোন অমান্যের কথা বলেন নাই, তবে কেন আপনি অকারণে শঙ্কুচিত হচ্চেন? সে যা হোক, মা আপনি কে, আর কি নিমিত্তই বা ক্রন্দন কচ্চেন, আমাকে সবিশেষ বলুন।

কামি। মহারাজ! আমি এক ব্রাহ্মণ কন্যা।

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়া ঠেকা।

গহন গর্ভ বাসিনী, বিধি বিধি অনুসারে।
যাঁর লেখনি লিখন, অলঙ্ঘ্য ভব সংসারে॥
মম যুগল নন্দন, অকালে হরে শমন,
যেমন গ্রাসিল রাহু, নবোদিত সুধাধারে॥
শোকে জনক জননী, দহিছে দিবা রজনী,
পুনঃ গর্ভ দেখি পিতা, বিসর্জ্জিল অবলারে॥

রাজা। আহা! কি পরিতাপ। ভগবন!

(ত্রস্তভাবে মন্ত্রী এবং কএকজন সৈন্যের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ! আঃ রক্ষা হোক। মহারাজ! কোন অমঙ্গল ঘটে নাইত?

রাজা। কে ও মন্ত্রি! এস এস, না কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।

মন্ত্রী। (কামিনীকে দেখিয়া) মহারাজ! এ স্ত্রীলোকটি কে?

রাজা। এটি এক ব্রাহ্মণের কন্যা, এঁর পিতা এঁকে বনবাস দিয়েছেন।

মন্ত্রী। সে কি! বনবাসের কারণ?

রাজা। এঁর গর্ভজাত সন্তান জীবিত থাকে না। এঁর দুটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু অকালে তারা কাল-গ্রাসে পতিত হয়েছে। আবার পুনরায় ইনি গর্ভবতী। এঁর সন্তান হলেইত রক্ষা পাবেনা, এই আশঙ্কায় এঁর পিতা এঁকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বনবাস দিয়েছেন।

মন্ত্রী। মহারাজ! তবে এঁর উপায় কি স্থির কচ্চেন?

রাজা। উপায়ত এখন কিছুই স্থির করি নাই। (কামিনীর প্রতি) মা! আমার বাটীতে চলুন, আপনি রাজমাতার ন্যায় সেখানে কালাতিপাত করবেন।

কামি। আপনার যা অভিরুচি।

রাজা। (জনৈক সৈন্যের প্রতি) যাও, এক খানা শিবিকা নিয়েস।

সৈন্য। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

রাজা। মন্ত্রি! অপরাপর সৈন্যেরা কোথায়?

মন্ত্রী। মহারাজের অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ কচ্চে।

রাজা। চল, এই রাত্রেই নগরে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ। আর রাত্রিও প্রায় শেষ প্রহর।

রাজা। হাঁ প্রায় হলো বটে। দেখ মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। কল্যই রাজ্যে এই ঘোষণা করে দিও যে, এই কামিনীটিকে সকলে যেন রাজ মাতার ন্যায় মান্য করে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।

রাজা। কৈ শিবিকা কৈ?

সৈন্য। মহারাজ! শিবিকা প্রস্তুত।

রাজা। মন্ত্রি! তবে চল আমরা সকলে নগরে যাই।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা।

রাজা, মন্ত্রী কালিদাস, বররুচি, মীহির

ও মনোরঞ্জন আসীন।

প্রতিহারির প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! একটি পণ্ডিত রাজদ্বারে দণ্ডায়মান, ধর্ম্মাবতারের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা।

রাজা। আচ্ছা, সঙ্গে করে নিয়েস।

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

প্রতিহারির সহিত পণ্ডিতের প্রবেশ ও প্রতি-
হারির প্রস্থান।

পণ্ডি। ভো রাজন্! তব কল্যানম্ ভবতু।
রাজা। আগচ্ছ আগচ্ছ, আসনে উপবিষ।

(পণ্ডিতের উপবেশন।)

রাজা। কি মানসে মহাশয়ের শুভাগমন হয়েছে?
পণ্ডি। আপনার নবরত্ন সভা জয় করবার মানসে আসা হয়েছে।
মন্ত্রী। নবরত্ন সভা জয় করবার মানসে আসা হয়েছে?
পণ্ডি। আজ্ঞা হাঁ।
বর। কিরূপে জয় করবেন? শাস্ত্রেতে না বলেতে?
পণ্ডি। শাস্ত্রেতে।
রাজা। (পণ্ডিতের প্রতি) তবে প্রশ্ন করুন?
পণ্ডি। যে আজ্ঞাঃ—" ক্বজপঃ ক্বতপঃ ক্বসমাধিবিধিঃ" এর পূর্ব্ব তিন চরণ পূরণ করুন।
বর। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) " নগৃহে লবনং নচ তৈল কনা, নচ তণ্ডুল নিত্য পরাং মনসা, যদিতে উদরে অনল প্রবলং, ক্বজপঃ ক্বতপঃ ক্বসমাধিবিধিঃ।"
পণ্ডি। (হাস্য করিয়া) ওটা হলোনা ভায়া, বুঝে বল, বুঝে বল। (মনোরঞ্জনের প্রতি) আপনাকে কোথায় দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্চে। কিংনাম ধেয়ো ভবান্ কুত্র নিবাস, কো বর্ণ?

মনো। (স্বগত) নবরত্ন সভার জয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের জয়। যা করেন মা স্বরস্বতি। স্বকৃত, ভান্ত কৃত, সংস্কৃতে—না ভাষায় বসি। এখন আমার কথা বুঝতে পাল্লেই কৃতার্থ নৃতার্থ চরিতার্থ হই। (প্রকাশ্যে) আমারনাম, ধাম, আর বর্ণ জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

শিপ। আজ্ঞা হাঁ।

মনো। আজ্ঞা, আমার নাম মনোরঞ্জন, নিবাস উদরে, আর বর্ণ সাদা।

পণ্ডি। ও কি প্রকার উত্তর হলো?

মনো। আজ্ঞা ঠিক উত্তরত হয়েছে।

বর। (পণ্ডিতের প্রতি) শুনুন দেখি।

"ইতি জনম মুরভিদ্‌ভজনং,নবিনান্যগতি,র্জঠরস্থ শিশো
ইতি ধীধরনীযদিসাঃপততি, ক্কজপঃ ক্কতপঃক্কসমাধিবিধিঃ"

পণ্ডি। মহারাজ! এইত আমার জয় লাভ হলো!

রাজা। কেন বিধেন? যদা নবরত্নস্য অষ্ঠৌ পণ্ডিতা সন্তি, তদা কথং তব জয়ঃ?

পণ্ডি। অন্যান্‌ পণ্ডিতান্‌ আনয়।

রাজা। (কালিদাসের প্রতি) তবে তুমিই বল।

কালি। পণ্ডিত মহাশয়! তবে শুনুন দেখি।

"দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজ কোটী,গজরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি
যদি সা প্রমোদা,হৃদয়ে বসতি, ক্কজপঃক্কতপঃক্কসমাধিবিধিঃ"

এটা হলো কি!

পণ্ডি। (ম্লান মুখে) হাঁ হয়েছে।

মনো। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কিছু দিন বিদ্যাভ্যাস করুন, দুচার কথার কর্ম্ম নয়।

পণ্ডি। কেন, আমাকে কি মুর্খ ঠাওরালে?

মনো। বলে কষ্ট পাচ্চেন কেন? যখন আমার নাম, ধাম, আর বর্ণ বুঝতে পারেন নাই, তখন আর আপনাকে পণ্ডিত কি প্রকারে বলি।

(ত্রস্তভাবে একজন দাসির প্রবেশ।)

দাসি। মহারাজ! নতুন রাণি মার একটি ছেলে হয়েছে।

রাজা। কি বল্লে, পুত্র সন্তান হয়েছে?

দাসি। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। আচ্ছা তুমি যাও আমি শীঘ্রই যাচ্চি।

[দাসির প্রস্থান।

ওহে কালিদাস। আমি এখন অন্তঃপুরে চল্লেম। (পণ্ডিতের প্রতি) পণ্ডিত মহাশয়ের কি আহারাদি হয়েছে?

পণ্ডি। আজ্ঞা না।

রাজা। ওহে মনোরঞ্জন তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের আহা-রের উদ্যোগ করে দাওগে।

[সকলের গাত্রোত্থান, ও রাজার প্রস্থান।

কালি। তবু চলুন, আমরাও প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুতিকা গৃহ।

নবপ্রসূত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া অনঙ্গমুঞ্জরি শয়না, ও অসি হস্তে রাজা বিক্রমাদিত্যের গৃহের দ্বারে শয়ন।

ব্রাহ্মণ বেশে বিধাতার প্রবেশ।

বিধা। মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন।

রাজা। কে আপনি?

বিধা। আমি বিধাতা।

রাজা। (হস্তোত্তলনপূর্ব্বক) প্রণাম। ভগবন্! কি মানষে?

বিধা। অদ্য সন্তানটির ষষ্ঠ দিবস। ষষ্ঠ দিবসে কি হয় তাকি আপনি জানেন না। সেই মানষে।

রাজা। বুঝতে পাল্লেম; আমিও সেই জন্য দ্বার রুদ্ধ করে আছি।

বিধা। সেকি! দ্বার রুদ্ধ করবার কারণ?

রাজা। কারণ? আপনি অন্তঃর্যামি ভগবান, আপনি কি জান্তে পাচ্চেন না?

বিধা। জান্তে পেরেছি। আপনি গাত্রোত্থান করুন, আমি উত্তমই লিখ্‌ব, এবার আর চিন্তিত হবেন না। আমি ক্রমাগত কন্যাটিকে ক্লেশ দিয়েছি, কিন্তু এই

সন্তানটি হতে অনঙ্গমুঞ্জরির সকল দুঃখ দুর হবে।

(রাজার গাত্রোত্থান, বিধাতার গৃহে প্রবেশ ও রাজার পুনরায় শয়ন)

রাজা। (স্বগত) কি যে লিখছেন, আর কেমন করেইবা জাস্তে পারব? কিন্তু জাস্তে হবে কি লেখেন! বোধ হয় ভালই লিখ্‌ছেন, কারণ অনঙ্গমুঞ্জরির প্রতি কিঞ্চিৎ দয়াবান হয়েছেন। আহা! ক্রমাগত পুত্রশোকে জর্জ্জরিভূত হয়ে রয়েছেন, সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান এবার কৃপা কটাক্ষ কল্লেন।—যা হোক জাস্তে হয়েছে কি লেখেন।

বিধা। মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন।

রাজা। (স্বগত) উত্তম হয়েছে, কি লিখেছেন না বল্লে আমি কখনই উঠ্‌ব না। (প্রকাশ্যে) ভগবন্! লেখা হল কি?

বিধা। হাঁ হয়েছে।

রাজা। কি লিখলেন?

বিধা। ভালই লিখিছি।

রাজা। অনুগ্রহ করে আমাকে বলতে হবে কি লিখলেন!

বিধা। সে জন্য চিন্তিত হবেন না, আমি উত্তমই লিখিছি।

রাজা। কি লিখলেন, না বল্লে আমি কখনই উঠব না।

বিধা। কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি যখন বচি উত্তম লিখিছি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।

রাজা। ভগবন! আমার যদ্যপি প্রাণ যায় সেও স্বীকার তথাপি আপনি কি লিখেছেন না বল্লে আমি কখনই উঠব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

বিধা। তবে শুনুন। আমি এই লিখেছি যে, সন্তানটি অতি সুপুরুষ হবে, অল্প বয়সে অদ্বিতীয় বিদ্বান হবে, ২০ বৎসর বয়সে আপনার রাজ্যের কোন এক উচ্চ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ হবে। তার পর ঐরাত্রে——

রাজা। "ঐ রাত্রে" বলে চুপ করে রইলেন যে?

বিধা। তার পর, বিবাহের পর মৃত্যু হবে।

রাজা। বিবাহের কত দিন পরে?

বিধা। বিবাহের রাত্রে বাসর ঘরে ওঁর মৃত্যু হবে।

রাজা। বাসর ঘরে? কি প্রকারে?

বিধা। বাসর ঘরে এক ব্যাঘ্র ওঁকে বিনাশ করবে।

রাজা। এই কি উত্তম লেখা হয়েছে? শেষ লেখাটি কেটে দিন।

বিধা (-সহাস্যে) সেকি! আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য; আপনি কি জানেন না যে বিধাতার লিখন খণ্ডন হবার নয়।

রাজা। ভগবন! আমি জানি যে বিধাতার লিখন অখণ্ডনীয়। কিন্তু যখন আপনি নিজ মুখে বলেছেন যে এই সন্তানটি হতে অনঙ্গমুঞ্জরির সকল দুঃখ দূর হবে, তখন কি প্রকারে আপনি এমন লিখলেন? আর তা

হলে অনঙ্গমুঞ্জরীর দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাক প্রাণের আশঙ্কাই অধিক। একেত ক্রমাগত পুত্র শোকে জর্জ্জরিভূত, তাতে আবার এই ব্যাপার উপস্থিত হলে উনি কি বাঁচ্‌বেন? তবে বলুন দেখি, ভগবন! সন্তানটির বিবাহের পূর্ব্বে কি অনঙ্গমুঞ্জরী পরলোক যাত্রা করবেন? এই ভিন্ন আর ত এর দুঃখ দূর হবার উপায় দেখছিনে! কি আশ্চর্য্য! ভগবন! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন কচ্চি, আপনি শেষ লেখাটি কেটে দিন।

বিধা। মহারাজ! আপনি এমন অন্যায় কথা বলছেন কেন?

রাজা। ভগবন! আপনি কি অন্যায় করেন নাই?— আচ্ছা, যেমন লেখা আছে থাক, আমি এক কর্ম্মকার দেখুন, তার পর যাবেন।

বিধা। আপনি গাত্রোত্থান না কল্লে কি প্রকারে যাই?

রাজা। গাত্রোত্থান করবার প্রয়োজন কি? আপনি পথ পেলেই ত যাবেন? যাতে আপনি পথ পান তার উপায় কচ্চি। (অসি উত্তোলন করিয়া) এই অসি দ্বারা নিজ, মস্তক ছেদন করি, তা হলে ছিন্নদেহ আর ছিন্নমস্তকের মধ্যে যে পথ পাবেন, সেই পথ অবলম্বন করে প্রস্থান করুন। (ক্রন্দন)

বিধা। মহারাজ! শান্ত হন; অশ্রুপাত করবেন না, উপায় বলচি।

রাজা। আজ্ঞা করুন।

বিধা। বিবাহ রাত্রে ব্যাঘ্রে বিনাশ করবেই তার আর অন্যথা হবেনা। তবে পুনর্জ্জীবিত করবার উপায় বলি। "লব্ধব্য মর্থং লভতে মনুষ্যঃ," অর্থাৎ মনুষ্য যা পাবার যোগ্য তাই পায়, এর অতিরিক্ত পায় না; তবে আমার বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তি যদ্যপি এ সমস্যার শেষ তিন চরণ বলতে পারে, আর আপনি "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" আর শেষ তিন চরণ বলে যদ্যপি এই সন্তানটির মৃত দেহের উপর জল সিঞ্চন করেন, তা হলে তদ্দণ্ডেই এই বালক পুনর্জ্জীবিত হবে, এর আর অন্যথা হবেনা; এই আমার প্রতিজ্ঞা! তবে এখন গাত্রোত্থান করুন, আমি প্রস্থান করি।

রাজা। যে আজ্ঞা (গাত্রোত্থান, প্রণাম,ও বিধাতার অন্তর্দ্ধ্যান) "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" এর শেষ তিন চরণ পাই কোথায়, বোধ হয় কালিদাস জান্তে পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান বাটী। রাজা বিক্রমাদিত্যের বিলাস গৃহ। মন্ত্রী এবং কালিদাসের প্রবেশ।

মন্ত্রী। কি বল কালিদাস?

কালি। আজ্ঞা তার আর সন্দেহ আছে, পাত্রী বাড়ীতে এনেই বিবাহ দেওয়ান, লৌহ নির্ম্মিত বাসর ঘর করুন বা প্রস্তর নির্ম্মিতই করুন, ব্যাঘ্রে বিনাশ কর্বেই তার আর কোন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। তার আর কথা আছে। বিধাতার লিখন যদ্যপি খণ্ডন হবার হত, তা হলে ভাবনা কি ছিল বল দেখি,— আচ্ছা কালিদাস! সহসা মহারাজের চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ কি তা বলতে পার? আমি বিস্তর অনুরোধ করেছিলেম, কিন্তু কিছুতেই আমাকে বল্লেন না।

কালি। সেকি মন্ত্রি মহাশয়! আপনাকে বলেন নাই?

মন্ত্রী। নাহে।

কালি। তবে মহাশয় বলি, কিন্তু মহারাজ যেন শোনেন না। সেই কাগজ খানি, যাতে বিধাতা দত্ত পুনর্জ্জীবিত করবার শ্লোকের প্রথম চরণ লেখা ছিল, পোকায় কেটেচে। কেবল "লব্ধ" কথাটি আছে। তার পরে যে কি ছিল, আমিও পূর্ব্বে শুনেছিলেম আর কাগজ খানিও দেখেছিলেম, কিন্তু এখন কোন প্রকারেই স্মরণ হচ্চে না। মহারাজ কেবল কথায়২ "লব্ধ" কথাটি উচ্চারণ কচ্চেন আর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলচেন।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য! তোমার ও স্মরণ হচ্চেনা?

কালি। আজ্ঞা না। (নেপথ্য দেখিয়া) এই মহারাজ আসচেন।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। মন্ত্রি! কালিদাস! কি আশ্চর্য্য! কালিদাস! তুমি কি আমায় শেষ কথাগুলি বলে দেবেনা? (ক্রন্দন করিতে২) হা জননী অনঙ্গমুঞ্জরী! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? মন্ত্রি! কালিদাস! তোমরা আমাকে এ অবস্থায় দেখে কি চক্ষু সার্থক কচ্চ? কর (উপবেশন ও চিন্তা)

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) কালিদাস! রাণীমা, কি অন্যান্য রাজপরিবারেরা মহারাজের বিষয় কিছু জান্তে পেরেছেন?

কালি। (জনান্তিকে) মন্ত্রি মহাশয়! তা হলে কি রক্ষ্যা ছিল।

রাজা (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) ওহে দেখ আজ আমি একটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম করেছি।

মন্ত্রী। কি অন্যায় করেছেন মহারাজ?

রাজা। আঃ তোমরা এখনও ওকথাটা ছাড়লে না? আমাকে আর মহারাজ বলো না। আমাকে তোমরা মহাপাপী, মহাপিশাচ, এই সকল বাক্য বলে সম্বোধন কর, তা না হলে (সজল নয়নে) আমি স্বয়ংই প্রমোদকুমারকে বল্লেম যে আজ রাত্রে তোমাকে ব্যাঘ্রে বিনাশ করবে।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ? কি প্রকারে বল্লেন?

রাজা। অদ্য প্রাতঃকালে যখন আমি সন্ধ্যা আহ্নিক করি, তখন প্রমোদকুমার আমাকে বল্লে যে "বাস

ঘর লৌহ নির্ম্মিত হল কেন" আমি বল্লেম যে কারণ আছে। তাতে সে বল্লে যে কি কারণ আমাকে বলতে হবে। আমি বল্লেম যে কাল বলব। তাতে প্রমোদ-কুমার বল্লে যে আপনি যদ্যপি আমাকে এখন না বলেন তা হলে আমি আত্ম হত্যা হব!

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তার পর মহারাজ?

রাজা। তার পর আর কি, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আমাকে সমস্ত বলতে হল।

কালি। তাতে প্রমোদকুমার কিছু বল্লেন?

রাজা। বল্লে বৈ কি অনেক আহ্লাদ প্রকাশ কল্লে; আর আমার কাতরতা দেখে আমাকে বিস্তর প্রবোধ দিলে।

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)

রাজা। (ক্রন্দন করিতে২) ওহো! আজ সকলের কি আনন্দ, আনন্দে রাজপুরী পরিপূর্ণ। সকলেই বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ কচ্চে। কিন্তু এ দিকে যে কি দুর্দ্দৈব ঘটবে তা এখনও পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারে নাই, এদিকে যে প্রমোদকুমার আমার ইহলোক পরিত্যাগ করে যাবে তা কেহই জানতে পাচ্চে না; হা ভগবন!—আর ভগবানেরই বা দোষ দিব কি তিনি ত এর উপায় বলে দিয়েছিলেন, আমিই ত সে উপায় বিসর্জ্জন দিয়েছি। হা প্রমোদকুমার! (ক্রন্দন)

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)

মন্ত্রী। আর এস্থানে থাকবার আবশ্যক নাই, চলুন আমরা স্থানান্তরে প্রস্থান করি।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে২) হায়! প্রমোদকুমার আর বুঝি তোমাকে বাঁচাতে পাল্লেম না।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অন্দর মহল। দর দালান!
ভানুমতী, বাসন্তি, শশিকলা, চন্দ্রকলা, ও অন্যান্য স্ত্রীগণ দণ্ডায়মানা।

শশি। ওলো! গুড় চাল এনিচিস্?

বাস। এনিচি বৈকি। (নেপথ্যাভিমুখে) ওলো নতুন ঝি! বরণ ডালা, চিতে কাটি, কুলো আর২ কি কি আছে নিয়ায় ত?

বরণ ডালা ইত্যাদি লইয়া ঝির প্রবেশ।

ঝি। এই নাও গো সব এনিচি। (স্থাপন) (শশির প্রতি) ওগো দিদি ঠাকরুণ তুমি কুলো মাথায় করো।

চন্দ্র। শশি কুলো মাতায় করবে কেন রে ঝি?

ঝি। দিদি ঠাকরুণ নাকি দেখতে ভাল, আর বরের সঙ্গে নাকি দিব্বি গোচাল সম্পক্ক, তাই বলচি।

(নেপথ্যে) ওগো বর যাচ্চে স্ত্রী আচার শিগ্গির শেরে নাও।

বাসি। ওলো শাঁক বাজা, উলুদে, চিতে কাটি জাল।
(শঙ্খ বাদন, সকলের হুলুধ্বনি ও চিতে কাটি প্রজ্বলিত করন।)

প্রমোদকুমারের বর বেশে প্রবেশ।

(গুড় চাল বরের গাত্রে নিক্ষেপ, কান মলন, চিতে কাটি লইয়া সকলের বরকে প্রদক্ষিণ ও বরণ।)
(নেপথ্যে) ওগো বিলম্ব করো না, শিগ্‌গির শেরে নাও।

বাস। বরকে নিয়ে যাও।

নাপিতের প্রবেশ ও বরকে লইয়া প্রস্থান।

চন্দ্র। ওলো মহারাজ ত আমাদের জন প্রাণীকে বাসর ঘরে যেতে দেবেন না, তবে এক কাজ্ কল্লে হয় না? যে গাইয়ে মেয়েমানুষটি এয়েচে, তাকে এখন গাইতে বল্লে হয় না?

শশি। ক্ষতি কি, তবে তাই চ ভাই, তাকে নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে বাসর ঘরের খেদ মিটুই গে।

চন্দ্র। তোর ঘরে বাসর তবে তুই কনে, বর কে?

শশি। কেন? তুই আমার নতুন ভাতার, তা হলে হবে ত?

বাসি। তবে আর আমাদের এখানে থাকলে কি হবে?

শশি। তাই ত বলচি আমার ঘরে চ। আজ রাত্রের মতন চন্দ্র দিদি বর আর আমি কনে।

বাস। তবে একটু দাঁড়া আমি এলুম বলে। (প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে একটি টোপর লইয়া প্রবেশ)

শশি। টোপর কেন ?

বাস। কেন ? এই দেখ। (চন্দ্রকলার মস্তকে স্থাপন। শঙ্খ বাদন ও সকলের হুলুধ্বনি।) অন্যান্য স্ত্রীগণ। তবে অ-ঙ্গহীন হয় কেন ? (সকলে চন্দ্রকলার কান মলন।)

শশি। তোদের মতন নির্ব্বোধ মেয়ে মানুষত আর নেই ? এ বরের কি কান মলতে হয়।

বাস। মলামলি এখানে আর করে কাজ নেই, শশির ঘরে গিয়ে যার যা ইচ্ছে তাই করিস এখন।

(সকলের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে গীত।)

কালেংড়া পরজ—কাওয়ালি।

ভরিল আনন্দ নীরে হৃদি প্রবাহিনী।
আর কি হইবে হেন সুখের যামিনী।
পুরবাসি যতজন, সবে পুলকিত মন।
শিখীকুল সুখী যথা, হেরে কাদম্বিনী।
মরি কিবা সুখোদয়, তুলনা নাহিক হয়।
যেমন শিবের নাচে, মাতে মন্দাকিনী।।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসর ঘর।

বর বেশে প্রমোদকুমার ও বিদ্যুল্লতার প্রবেশ।

বিদ্যু। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) প্রাণ নাথ আমরা কোথায়

এসেলেম ?

প্রমো। কেন ? আমরা বাসর ঘরে এলেম।

বিদ্যু। না——আমরা কারাগারে এসেছি।

প্রমো। কিসে জান্তে পাল্লে প্রিয়ে ?

বিদ্যু। বাসর ঘর যদি হবে তবে লোহার ঘর কেন ? আর চাদ্দিকে সব ঢাল তলোয়ার নিয়ে পাহারা দিচ্চে কেন ?

প্রমো। প্রিয়ে এটি রাজা বিক্রমাদিত্যের বাড়ী তাই চারিদিকে সব পাহারা দিচ্চে।

বিদ্যু। আচ্ছা আমাদের এই ঘরের চারি দিকে রয়েছে কেন ?

প্রমো। (স্বগত) এখন আমি করি কি ? লৌহ নির্ম্মিত বাসর ঘর, চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্যগণ, এর কারণ তোমাকে বল্লে তুমি কি জীবণ ধারণ করবে ?

বিদ্যু। প্রাণনাথ ! চুপ করে রইলে যে ?

প্রমো। প্রিয়ে ! এসব রাজাদের কাণ্ড, আমাদের আর ও সব কথায় কাজ নাই।

বিদ্যু। তা হবে না। তুমি এর সব জান, আমাকে বলতেই হবে।

প্রমো। মনে কর যদিও জানি কিন্তু তোমার শুনে কাজ নাই।

বিদ্যু। কি বল্লে ? আমাকে বলবে না ? তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তুমি যদি আমাকে কোন

গুপ্ত কথা না বল, আমি যদি তোমাকে আমার পেটের কথা না বলি তা হলে আমাদের প্রণয় কোথায়?——তা আচ্ছা, তোমার বলে কাজ নাই, আমি আজ এই বাসর ঘরেই আত্মঘাতিনী হব।

প্রমো। প্রিয়ে শান্ত হও, শান্ত হও।

বিদ্যু। প্রাণনাথ! হটাৎ আমার প্রাণ কেমন কচ্চে কেন? (ক্রন্দন স্ছলে)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বল নাথ কেন আমার কাঁদে প্রাণ মন।

প্রমো। —বল বল প্রাণ প্রিয়ে কিসের কারণ॥

বিদ্যু। — যে দিকে ফিরাই আঁখি, তমোময় সব দেখি,
জ্ঞান হয় হারাই বুঝি তোমায় প্রাণধন!॥

প্রমো। — কে খণ্ডাতে পারে বল বিধির লিখন,
বাসর ঘরেতে ব্যাঘ্র করিবে হনন,—
তাতে আমার হইবে মরণ।

বিদ্যু। (সচকিতে) কি বল্লে? ব্যাঘ্র? কি রকম?

প্রমো। প্রিয়ে! সে অতি ভয়ানক জন্তু।

বিদ্যু। তা তোমাকে কেমন করে নষ্ট করবে? সেই জন্যে বুঝি লোহার ঘর আর চাঁদিকে পাহারা রয়েছে?

প্রমো। হাঁ প্রিয়ে।

বিদ্যু। প্রাণনাথ! আমাকে দেখাও না ব্যাঘ্র কি রকম জন্তু?

প্রমো। প্রিয়ে! এখন আমি কি প্রকারে দেখাই।

বিদ্যু। প্রাণনাথ আমাকে এঁকে দেখাও।

প্রমো। তা আচ্ছা, তবে দরজাটি বন্ধ কর?

বিদ্যু। (দ্বার রুদ্ধ করিল, ও কিঞ্চিৎবিলম্বে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে২ দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো, ওগো তোমরা কে আছ এস গো, ওগো দেখো গো আমার কি হলো গো। (মূর্চ্ছা)—

রাজা, মন্ত্রী ও কালিদাসের একদিক দিয়া ও কয়েক জন সশস্ত্র সৈন্য অপর দিক দিয়া প্রবেশ —

মন্ত্রী। একি! বধুমাতা যে মূর্চ্ছিতা হয়েছেন!

রাজা। (জনৈক সৈন্যের প্রতি) যাও শীঘ্র জল আর পাকা নিয়েস?

[একজন সৈন্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী। কালিদাস! সাবধান! (রাজাকে লক্ষ করিয়া) যেন বৃদ্ধি না হয়।

জল লইয়া একজন সৈন্যের প্রবেশ।

কালি। দাও আমাকে দাও। (বিদ্যুল্লতার মুখে জল সিঞ্চন ও ব্যজন)

বিদ্যু। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে২) মাগো! ওমা তুমি কোথায় গো, মাগো ওমা একবার এসে দেখ গো আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে গো মাগো।

ক্রন্দন)

ত্রস্তভাবে অনঙ্গমুঞ্জরী ও একজন দাসীর প্রবেশ।

অনঙ্গ। একি! বৌমার কি হয়েছে? (গৃহ মধ্যে রক্ত ও প্রমোদকুমারকে দেখিয়া) একি আমার প্রমোদ-কুমার নাই। (মূর্চ্ছা)

রাজা। একি! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস! তুমি অনঙ্গ-মূঞ্জরীকে বাতাস কর।

কালি। যে আজ্ঞা। (অনঙ্গমূঞ্জরীকে ব্যজন)

রাজা। (সৈন্যগণের প্রতি) যাও, তোমরা সরে যাও।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।—

মন্ত্রী। (দাসীর প্রতি) তুমি বৌমাকে নিয়ে যাও।

[বিদ্যুল্লতাকে লইয়া দাসির প্রস্থান।

রাজা। (অনঙ্গমুঞ্জরীর নিকটে আসিয়া সরোদনে) মা আমার অনঙ্গমুঞ্জরি! জননি! গাত্রোত্থান করুন। আমি সেই দুরাত্মা, সেই নরাধম, আমি সেই ঘোর পাপিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। মা, আর ধরাসনে কেন মা? মাগো, চক্ষু উন্মীলন করুন। (অনঙ্গ-মুঞ্জরীর নাসিকার নিকট হস্ত দিয়া সচকিতে) ওহে কালিদাস! সর্ব্বনাশ! শীঘ্র দু এক জন লোক ডাক। (নেপথ্যে দেখিয়া) ওগো তোমরা শীঘ্র এদিকে এস।

ত্রস্তভাবে দুই জন দাসীর প্রবেশ।

রাজা। শীঘ্র অনঙ্গমুঞ্জরীকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

[অনঙ্গমুঞ্জরিকে লইয়া দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? কালিদাস কি দেখচ?

রাজা। মন্ত্রি, একজন মুচিকে ডাকতে বল—

(বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কালিদাস, একি! মহারাজ কি বলে গেলেন?

কালি। তাইত! যা হোক এখন চলুন, আমরা দেখিগে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

(উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহিশুর প্রদেশ। রাজপ্রাসাদ সন্নিকটস্থ উদ্যান।

ক্ষিপ্তবেশে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

রাজা। মা অনঙ্গমঞ্জরী যে পুনর্জ্জীবিতা হবেন, তা ত মনে ছিল না। ভগবানের কৃপা! (পরিক্রমণ) আঃ কি কষ্ট! আরত সহ্য হয়না। এই বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন) হায়২ ভগবানের কি লীলা! কোথায় উজ্জয়িনীর অধিপতি, না মহিশুর দেশের লব্ধ পাগল; কোথায় সিংহাসন, না বৃক্ষমূল; কোথায় রাজপরিচ্ছদ, না পাগলের বেশ, সঙ্গে একটা ঢাক; রাজ দণ্ডের পরিবর্ত্তে ঢাকের কাটি!! নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ না কে দুটি লোক আসচে? তাইত এই দিকেই যে আসে, তবে নিজ মূর্ত্তি ধারণ

করি। (মস্তক ও হস্ত নড়িতেং ও সুর করিতেং)
কেন তাঁরে ভজনা কর না আমার মন? (চিন্তা)

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম। এ আবার কোথায় এলে? এযে বাগান।
২য়। এই বাগানের ভিতর দিয়ে দিব্বি রাস্তা আছে।
১ম। (রাজাকে দেখিয়া) ওহে! ঐ না সেই লক্ক পাগল?
২য়। কৈ, কৈ? (দেখিয়া) হাঁ, হাঁ, ঐ সেই লক্ক পাগল বটে। ওহে দেখ, ও বড় চমৎকার একটি গীত জানে।
১ম। গাইতে বল্লে হয় না?
২য়। পাগলের মন, গায় কি না তা বলা যায় না।
১ম। ওহে ও থাকে কোথায় জান?
২য়। তুমি জান না? আমাদের রাজার ফুল বাগানে; যে বাগানের মাজ্খানে একটি শিবের মন্দির আছে।
১ম। ওহো! সেটা যে রাজবাড়ির কাছেই?
২য়। হাঁ——সেই বাগানে থাকে।
১ম। কিন্তু দেখ ভাই, ও পাগলই হোক আর যাই হোক, ওর চেহারা দেখলে বোধ হয় ও এক জন সামান্য লোক না হবে।
২য়। ঠিক বলেছ। প্রায় মাস খানেক হলো আমি এক দিন এই বিবেচনা করে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম তোমার নাম কি, তোমার বাড়ি কোথায়, তুমি কেন এমন হয়েছ?—তা আমাকে কোন উত্তরই দিলে না কেবল লক্ক লক্ক বলতে লাগলো, আর একটা চাক

পিটে ছিল সেইটে ছুট কাটি দিয়ে পিটতে লাগল।

১ম। সে চাকটা ও এখানে নাই ?

২য়। তবে বোধ হয় অন্য কোথায় রেখে থাকবে।

১ম। যা হোগ ভাই, এখন চল আমরা যাই।

২য়। হাঁ ভাই চল, অনেক দূর যেতে হবে।

(নাগরিক দ্বয়ের প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) এ দুটি লোক যা যা বলে গেল, সব যথার্থ কথা। সে যা হোক, এখন আমার ইষ্টসিদ্ধি কি করে হয়। (চিন্তা) না——পাগল বেশ ছাড়া হবে না। একি! আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দন হচ্চে কেন ? পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দনে ত লাভেরই সম্ভাবনা, তা এখানে আমার কি লাভ হবে ? (পরিক্রমণ ও নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ না আবার কে এক জন আসচে ? ওকি ! ওযে হাত মুখ নাড়তে২ আসচে। ও এক জন পাগল না কি ? এই দিকেই যে আসে ;—তবে ওর রঙ্গটা লুকিয়ে দেখা যাক। (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি।)

রসিকের প্রবেশ।

রসিক। (হাস্য করিতে২) কি মজাই হয়েছে। এ মজা আর রাখবার যায়গা নাই। একটু গাছতলায় বসা যাক। (উপবেশন) উঃ—কি পন ! এ ধনুকভাঙ্গা পনের চেয়েও বেসি ; বলে কি না, পন করেছি রাজা বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করব। ওরে, তোদের কপালে

যে রসিক চূড়ামণি নাচ্চে।—বিক্রমাদিত্যকে পাবি কোথা থেকে? এখন তোদের পন কোথায় রইল? হা হা—চার-চারটে মেয়েকে বিয়ে করব। একটা রাজার, দুট মন্ত্রীর, আর একটা নগরপালের। হায় হায়, কোথায় চাল কলা বাঁদা বামনের ছেলে, না রাজার জামাই! উঃ! কি অদৃষ্টের জোর! (ম্লানমুখে) এখন বাবা ব্যাটার আসতে দেরি হলেই বাঁচি। তা সে গেছে তিন দিনের রাস্তা, আবার বড় মানষের বাড়ি; তাতে আবার আদ্য শ্রাদ্ধ। গেছে আজ দিনদশ বার হলো; কালকের দিনটে না এলেই হলো।——
—কাল যে সন্ধ্যার সময় বিয়ে কত্তে যাব, কি পরে যাই——(চিন্তা) ওহো! তার জন্য একটা ভাবনা কি? কারুর বাড়িতে ত আর বিয়ে কত্তে যচ্চিনে, যাচ্চি রাজার ফুলবাগ নে; বাগানের শিবের মন্দিরের ভিতর, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু লব্ধা পাগলা ব্যাটা সেই বাগানে থাকে, তা কাল তাকে না আসতে দিলেই হবে।——(গাত্রোত্থান করিয়া) তবে এখন যাওয়া যাক। আমার ভাতের সময়কার চেলি জোড়টা কোঁচাতে হবে, তাই পরেই বিয়ে কত্তে যাব। তুমিও যেমন, একটু ছোট হলো হলোই, তাতে আর বিয়ে আটকাবে না।

[রসিকের প্রস্থান।

রাজা। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) একি! এ ব্যাটা

কে? ব্যাটা বল্লেত চাল কলা বাঁধা বামনের ছেলে। তবে হয়ত পুরোহিতের ছেলে হবে। এদেশের রাজকন্যার সঙ্গে এর বিবাহ, আর কেবল রাজকন্যা নন, মন্ত্রীর দুটি কন্যা আর নগর পালের একটি। পন, —আমাকে বিবাহ করবে; এই তাদের পন? আমাকে কোথায় পাবে, এই বিবেচনা করে এই বেল্লিক ব্যাটাকে বিবাহ করবে? দেখা যাক কালত শিবের মন্দিরে আমাকে যেতেই হবে। (পরিক্রমন ও নেপথ্যে দেখিয়া) একি! এঁরা দুজন আবার কে? এত দুটি যোগী দেখছি। এঁদের যেন কোথায় দেখেছি২ বোধ হচ্চে। যা হোক এঁদের সর্ম্মুখে আর পাগলাম করা হবেনা।

দুই জন যোগীর প্রবেশ।

১ম। কে তুমি?

রাজা। প্রণাম। পিতঃ! আমি এক জন বিদেশী।

১ম। (স্বগত) এঁকে যেন চিনি বোধ হচ্চে। যা হোক, পরিচয়টা নিতে হলো। (প্রকাশ্যে) তোমার নিবাস কোথায়?

রাজা। আজ্ঞা, আমার নিবাস উজ্জয়িনী নগর।

১ম। উজ্জয়িনী! আচ্ছা, বলতে পার রাজা বিক্রমাদিত্য স্বরাজ্য ত্যাগ করে এখন কোথায় আছেন?

রাজা। (স্বগত) একি হলো! আমি রাজ্য ত্যাগ করেছি, এঁরা কেমন করে জানলেন? এঁদের যতবার দেখছি, তত আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হচ্চে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা

তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেছেন।

১ম। (স্বগত) এত সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তুমিই যে বিক্রমাদিত্য, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) এখন তোমার থাকা হয় কোথায়?

রাজা। এ দেশের রাজার ফুলবাগানে।

১ম। রাজার বাটীর নিকটেই যে বাগানটি? যার মধ্যস্থলে একটি শিবের মন্দির আছে?

রাজা। আজ্ঞা হাঁ।

১ম। বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে ঐ বাগানে দেখা কচ্চি বিশেষ প্রয়োজন আছে। সে ঢাকটা কোথায়? যাতে———

(যোগীদ্বয়ের বেগে প্রস্থান।

রাজা। একি! এঁরা কি বলে গেলেন? সে ঢাকটা কোথায়? যাতে— ঢাকের বিষয় উনি জানলেন কি করে? আবার বল্লেন, দুই এক দিনের মধ্যে ঐ বাগানে দেখা কচ্চি, বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার সঙ্গে এদের কি বিশেষ প্রয়োজন? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। (পরিক্রমণ ও নেপথ্যে দেখিয়া) এ আবার কে এক জন আসচে? হাতে একটা কলসি, একটা পুঁটুলি; এযে এই দিকেই আসচে।

রামদাস ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

রাম। কেরে, লক্ষা পাগলা নাকি?

রাজা। হাঁ ঠাকুর! কোথায় গিয়েছিলে?

রাম। দুর্গাগড়; এখান থেকে তিন দিনের রাস্তা।

রাজা। কেন গিয়েছিলে?

রাম। আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ছিল তাই বিদায় আনতে গিয়েছিলেম।

রাজা। তোমার বাড়ি কোথায়?

রাম। বাড়ি এই ফুলবাগানের কাছে।

রাজা তোমার কে আছে?

রাম। (স্বগত) মর ব্যাটা জ্বালাতন কল্লে। আমরা ভটচায্যি বামুন, এক জনকে পেলে শীগ্‌গীর ছাড়িনে, কিন্তু এ ব্যাটা দেখচি আমাদের বাবা। যা হোক, পথে বড় ক্লেশটা হয়েছে, এই গাছতলায় বসে একটু বিশ্রাম করি, আর এই পাগলা ব্যাটার সঙ্গে একটু রং করি (প্রকাশ্যে) কি বলচিস্? (উপবেশন)

রাজা। বলি তোমার কে আছে?

রাম। আমার একটি ছেলে আছে, তার নাম রসিক।

রাজা। রসিক! সে কি করে?

রাম। সে লেখা পড়া শিখচে; আর আমি এখানে আজ দিন দশ বার ছিলেম না বসে এদেশের রাজার মেয়েকে পড়াচ্চে।

রাজা। খালি রাজার মেয়েকে পড়াচ্চে?

রাম। না, খালি রাজ কন্যাকে না, মন্ত্রীর দুটি কন্যাকে আর নগরপালের একটি কন্যাকে, এই চারটিকে পড়াচ্চে।

রাজা। (সহাস্যে) হয়েছে২, আর বলতে হবেনা, বুঝিছি তোমার রসিক এই চারটে মেয়েকে এমনি পড়া শিখিয়েচে যে, পড়ে২ তাদের একেবারে হাত, পা, মাতা, মন সব ভেঙে গিয়েছে।

রাম। কি বলচিস্?

রাজা। না, এমন কিছু নয়। বলি খালি কলসিটি পেয়েছ, না আর ও কিছু পেয়েছ? তাই বলচি।

রাম। (স্বগত, সহাস্যে) পাগলের মন, কখন কি বলে তার ঠিক নেই। (প্রকাশ্যে) হাঁ, আরও পেয়েছি বইকি। এই কলসিটে, এক জোড়া প্রমাণ চেলির জোড় আর কুড়ি টাকা নগদ।

রাজা। (সসব্যস্তে) ও ঠাকুর, শীগ্গীর বাড়ি যাও, আর দেরি করনা। মস্ত ছেলে, ভাতের সময়কার চেলি পরে বিয়ে কত্তে যেতে পারবে কেন? তাই বলচি শিগ্গীর বাড়ি গিয়ে প্রমাণ চেলির জোড়টা দাওগে, আজ বেশ করে কুঁচিয়ে রেখে দিক, তার পর কাল পরে বিয়ে কত্তে যাবে।

রাম। (স্বগত, সহাস্যে) যা দেখে গিয়েছিলেম তার চেয়েও যে বৃদ্ধি। (প্রকাশে) কার বিয়ে রে?

রাজা। তোমার ছেলে রসিকের।

রাম। কোথায়? কার সঙ্গে?

রাজা। ফুল-বাগানে; ঐ চারটে পড়ান মেয়ের সঙ্গে।

রাম। (স্বগত) কি সর্ব্বনাস! (প্রকাশ্যে) তোকে কে বল্লে

রাজা। আরে ঠাকুর, যেই বলুক ; কাল টের পাবে।

(প্রস্থান।

রাম। (গাত্রোত্থান করিয়া) এ পাগলা ব্যাটা কি বলে গেল ! রসিকের বিবাহ ফুলবাগানে, আমারই চারটি ছাত্রীর সঙ্গে !———না বিশ্বাস হয় না। ও পাগল, কাকে কি বলে তার ঠিক নাই। যা মনে এলো কতক-গুল বকে গেল। যাই, প্রায় দশ বার দিনের পর আস্‌চি, ব্রাহ্মণী আমার না জানি কি ব্যস্তই হয়েছেন।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহিশুর। রামদাস ভট্টাচার্য্যের গৃহ॥

এক জোড়া চেলি হস্তে রসিকের প্রবেশ।

রসিক। " যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয় "। যা ভেবেছিলেম তাই হলো। মনে করেছিলেম বাবার আসতে বিলম্ব হবে, ও বাবা ! আস্‌বি ত আয় একে-বারে বিবাহের আগের দিন ! তা এসেচেন আর ভাঁবলে কি হবে ? যাতে চুপি২ এ কাজ হয়ে যায় তারির চেষ্টা করা যাক। দিব্বি প্রমাণ চেলির জোড়টা বাবা এনেচেন, এ জোড়াটা ভারি ছোট, তা আর কি

করব, চাইতে ত আর পারিনে। (দীর্ঘনিশ্বাস) আজকের দিনটে আর যাচ্চে না। ঘুম ভেঙ্গেচে প্রায় ২০। ২৫ দণ্ড হলো, কিন্তু ব্যালা এখন তিন দণ্ডও হয় নাই। অন্য দিন এতক্ষণ প্রায় সন্ধ্যা হয়। আচ্ছা দেখি আজ সন্ধ্যা হয় কি না।

(প্রস্থান।)

রামদাস ভট্টাচার্য্য ও সাবিত্রির প্রবেশ।

সাবি। কাল সমস্ত রাতটা সাধলুম তবু বল্লে না। আজ যদি না বলো তা হলে রাঁদব না, বাড়ব না কিছু করব না।

রাম। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) আর কি বলব বল! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি বলব!

সাবি। খালি ঐ কথাই তবলচ। সর্ব্বনাশটা কি ভেঙ্গে বল।

রাম। ভেঙ্গে আর বলব কি, আমাদের কপাল ভেঙ্গেচে আর কি বলব!

সাবি (বিরক্ত হইয়া) কি আপদেই পড়িচি। সর্ব্বনাশ হয়েচে, কপাল ভেঙ্গেচে; কি যে হয়েচে তার ঠিক নাই। (উপবেসন) আচ্ছা, এই আমি বসলুম, আমাকে না বল্লে আমি উঠবনা, রাঁদবনা, বাড়বনা, খাবনা, কিছু করবনা এই আমার কোট।

রাম। উঠবিনি কি? চারখানা থালে হুদে আলতা দে, ঘর দোর সব পরিষ্কার কর, বর কনেদের বরণ করবার আয়োজন কর, উঠবিনি কি?

সাবি। কি বলচ, স্পষ্ট করে বল না ?

রাম। তবে বলি শোন্,——আজ সন্ধ্যার সময় তোমার ছেলে রসিকের শুভ বিবাহ হবে ; শুনলে ?

সাবি। কোথায় ? কার সঙ্গে ?

রাম। তা দিব্বি যায়গায়, ফুল বাগানের মন্দিরের ভিতর ; আমারই চারটি ছাত্রীর সঙ্গে।

সাবি। তোমায় কে বল্লে ?

রাম। লক্ষ পাগল বলেছে।

সাবি। (সহাস্যে) আ আমার পোড়া কপাল ! লক্ষার কথায় বুঝি বিশ্বাস হয়েছে ! ওমা কি ঘেন্না, ছি, ছি, ছি, এই জন্য বুঝি কাল রাত্রে খাওয়া দাওয়া ঘুম টুম কিছুই হল না !

রাম। টেরই পাবে। (নেপথ্যে পদশব্দ) ঐ বুঝি রসিক আস্‌চে, চল আমরা এর পাশের ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ছোট চেলি হস্তে রসিকের প্রবেশ।

রসিক। বাবা কোথায় গেলেন ; বোধ হয় রাজ বাড়ি গিয়েছেন। রাজ কন্যা যদি বলে ফ্যালে, তা হলেইত সর্ব্বনাশ ! ———না, বোধ হয় বলবে না ; আর বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই বলবে না। আমার সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে হবে বাবাকে কেমন করে বলবে। তা বলতে পারবে না,——না না, তা কখনই বলতে পারবে না (উপবেশন) চেলি খানা এই সময় কুচিয়ে ফেলি।

বাবা বাড়ি আসবার আগেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। তার পর শিবের মন্দিরে সমস্ত রাতটা কাটিয়ে, কাল সকালে চার-চারটে বৌ নিয়েত বাড়ি আসব, শেষে যা হয় হবে। (চেলি কোঁচানআরম্ভ)

দ্রুতপদে রামদাস ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

রাম। (চেলিদ্বারা রসিকের হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া সক্রোধে) পাজি, নচ্ছার, বেল্লিক, আমার সর্ব্বনাশ করেচিস! (প্রহার) হতভাগা আমার মাতা খেয়েচিস। ওরে ঐ চারটে মেয়ে যে আমার আশা, ভরসা, বল বুদ্ধি, আমার যা বলিস তাই আমার সকলই ছিল; তুই একেবারে (প্রহার করিতে২) সর্ব্বনাশ করে রেখেছিস! ওরে ঐ মেয়ে কটা যে আমার কামধেনু ছিল, আমি যখন যা চেয়েছি, তখনিই তাই দিয়েচে, একটিবার মুখ মুড়ত না; তুই আমার সে পথে কাঁটা দিয়িচিস। (নেপথ্যাভিমুখে) বলি ও সাবি——সাবি-ই—ই কোথায় গেলি এখন, এদিকে আয়না একবার তোকে দেখি।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবি। আমায় আবার কি দেখবে?

রাম। তোকে আর দেখব কি? তোর রক্ত দেখব। তুই ত এ সর্ব্বনাশের গোড়া, তুই ত আমার মাথা খেয়েচিস।

সাবি। আমি আবার সর্ব্বনাশের গোড়া কিসে হলুম? শেষ কালে বুঝি আমার উপর ঝোকটা এলো।

ওমা আমি কোথা যাব!

রাম। আবার কথা কচ্চিস?—যখন দুর্গাগড় থেকে আমার পত্র এলো, মনে করে দ্যাখ্‌দেখি যা বলচি ঠিক কি না; যখন পত্র এলো, তখন বল্লেম যে সাবি, আমি যদি যাই তা হলে মেয়ে কটিকে পড়াবে কে? তাতে তুই বল্লি যে, (নাকিস্বরে) কেন আমার রসিক পড়াবে। তাতে আমি বল্লেম যে, রসিক পড়াবে বলচিস, রসিকের এই প্রায় ২৪।২৫ বছর বয়স হলো, আর মেয়ে কটিরও যৌবনাবস্থা, তাতে আমার বড় সন্দেহ হয়। কেমন, যা যা বল্‌চি ঠিক কি না?

সাবি। বল না, আমি কি না বলচি

রাম। তাতে তুই বল্লি, (নাকিস্বরে) ও তোমার কি রকম্‌ কথা? আমার রসিককে পাড়ার কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেই ভাল বলে। তার পর যে আমাকে কত কথা বল্লি, তা আমার মনে নাই। তোর কথা শুনেই ত আমি চলে গেলেম, আর রসিককে পড়াতে বলে গেলেম। (মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে) তুই ত আমার সর্ব্বনাসের গোড়া,—তুই ত এ সর্ব্বনাসের গোড়া।

সাবি। (রামদাসের হস্ত ধরিয়া) ও কি কর, পাগল হলে নাকি?

রাম। এখন এক কাজ কর্‌। রসিকেকে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখ্‌। তারপর, কাল সকালে

আমার পড়িয়ে আসবার পর ছেড়ে দেওয়া যাবে।

সাবি। তোমার যা ইচ্ছে।

রাম। তবে এর পাশের ঘরে নিয়ে চল। এখন এর বাঁধা খুলে দিস্ নি, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না, এক দৌড়ে শিবের মন্দিরে যাবে। এখন ধর ধর্. (উভয়ে রসিককে উত্তোলন করিয়া) এই আমার পুণ্য-বল যে আর দুদিন আমি বিলম্ব করি নাই, তা হলেই চার পো টনটনে হতো আর কি।

(রসিককে লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহিসুর। ফুলবাগান, শিবের মন্দিরের অভ্যন্তর।

কতকগুলি কাপড় হস্তে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ।

রাজা। (সহাস্যে) পাগল বেশে কি সুখেই আছি। যা জানি দু একটি গীত গেয়ে, রীতিমত পাগ্লাম করে, যখন যার কাছে যা ভিক্ষা কচ্চি, তখনই তাই পাচ্চি। এ রকমে যে কত কাল অতিবাহিত কত্তে হবে তার আর নিরাকরণ নাই। ঢাক্ টাকে ত ঢেকে রাখ্তে হয়েছে, সম্মুখে ঢাক দেখ্লে আর রক্ষা থাক্বে না। (বস্ত্রদ্বারা ঢাক আচ্ছাদন) আমাকে একটু লুকিয়ে থাক্তে হয়েছে। (আপাদ মস্তক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উপবেশন)

(নেপথ্যে) গুরুপুত্র এয়েছেন ?

রাজা। এই বুঝি এঁরা সকলে এলেন।

(নেপথ্যে) গুরুপুত্র এসেছেন ?

রাজা। হুঁ!

কোশাকুসি, পুষ্পপাত্র, মালা ও চন্দন লইয়া চন্দ্রকলার প্রবেশ।

চন্দ্র। (শিবপূজা করিয়া করযোড়ে) হে দেবদেব মহাদেব! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। রাজা বিক্রমাদিত্যকে যেন পতিত্বে বরণ করি, এই কামনা করে ক্রমাগত আপনার পূজা করে আস্‌চি। কিন্তু ঠাকুর! আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ কল্লেন না। এই মনে করে, আপনার সম্মুখে আজ গুরুপুত্রকে পতিত্বে বরণ করি। ঠাকুর! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (শিবকে প্রণাম করিয়া রাজার গলে মাল্য প্রদান) গুরুপুত্র! আজ শিবসমক্ষে আপনাকে স্বামীত্বে বরণ কল্লেম।

রাজা। (মুখের আবরণ খুলিয়া) অহং লব্ধ লব্ধ!

চন্দ্র। ও আমার পোড়া কপাল! তুই লব্ধ পাগল! আমি এ কি কল্লেম? লব্ধব্যমর্থং—

রাজা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) লব্ধব্যমর্থং—

চন্দ্র। (স্বগত) দৈববাণি হলো নাকি! একি কাণ্ড! (প্রকাশ্যে) লভতে মনুষ্যঃ।

(প্রস্থান)

রাজা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ (পূর্ব্বমত উপবেশন)

পুষ্পপাত্র, মাল্য ও চন্দন লইয়া স্বর্ণলতার প্রবেশ।

স্বর্ণ। (শিবপূজা করিয়া করযোড়ে) হে পার্ব্বতীনাথ! রাজা বিক্রমাদিত্যকে যেন বিবাহ করি, এই মানস করে শৈশবাবস্থা থেকে আপনার অর্চ্চনা করে আশ্চি; কিন্তু এখন সে সকলই বৃথা হলো। আজ আপনার সম্মুখে গুরুপুত্রকে বরণ করি। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। (শিবকে প্রণাম করিয়া রাজার গলে মাল্য প্রদান)

রাজা। (মুখের আবরণ খুলিয়া) লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ। মনুষ্য যা পাবার যোগ্য তাই পায়।

স্বর্ণ। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ কল্লেম! (প্রকাশ্যে) তোকে পাবার জন্যই কি শিবপূজা করেছিলেম? (শিরে করাঘাত করিয়া দৈবোপিতংবারয়িতং ন শক্ত। তা তুই বলচিস কেন? দেবতারাও নিবারণ কত্তে পারেন না।

[প্রস্থান

রাজা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোপিতংবারয়িতং ন শক্ত। (পূর্ব্বমত অবস্থিতি)

পুষ্পপাত্র, মাল্য ও চন্দন হস্তে হেমলতার প্রবেশ।

হেম। (শিবপূজা করিয়া করযোড়ে) হে বিশ্বেশ্বর! রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী হব বলে আপনার পূজা করে এসেছি; কিন্তু এখন সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে

আপনার সম্মুখে আজ গুরুপুত্রকে বরণ কল্লেম (শিবকে প্রণাম করিয়া রাজার গলায় মাল্য প্রদান)

রাজা। (মুখ খুলিয়া) লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোপিতং বারয়িতং ন শক্ত।

হেম। (স্বগত) এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ কল্লেম! (প্রকাশ্যে) তুই কি আমার স্বামী হলি? (শিরে করাঘাত করিয়া) অতো ন শোচামি ন বিস্ময়োমে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হল, এর জন্য দুঃখ, কি আশ্চর্য্য বোধ কল্লে কি হবে।

(প্রস্থান)

রাজা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোপিতং বারয়িতং ন শক্ত, অতো ন শোচামি ন বিস্ময়োমে— (পূর্ব্বমত অবস্থিতি)

পুষ্পপাত্র, মাল্য ও চন্দন হস্তে চপলার প্রবেশ।

চপ। (শিবপূজা করিয়া করযোড়ে) হে মহাদেব! হে বিশ্বেশ্বর! রাজা বিক্রমাদিত্যকে পতিত্বে বরণ করবার মানসে শৈশবকাল থেকে আপনার পূজা, স্তব, ব্রত করে আসচি; কিন্তু আজ সে সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে আপনার সম্মুখে গুরুপুত্রকে পতিত্বে বরণ কচ্চি। ঠাকুর! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন! (শিবকে প্রণাম ও রাজার গলে মাল্য প্রদান)

রাজা। (মুখের আবরণ খুলিয়া) লব্ধব্যমর্থং লভতে

মনুষ্যঃ দৈবোপিতং বারয়িতং ন শক্ত, অতো ন শোচামি ন বিষ্ময়োমে—

চপ। (চমকিত হইয়া সক্রোধে) ললাট লেখোন পুনঃ প্রয়াতি। তা বলে কি লব্ধ পাগলকে বিবাহ কর্‌বার জন্য শি আরাধনা করেছিলেম! পাপিষ্ট, নরাধম, চিরকালটা দুঃখভোগ, আর অবশেষে বৈধর্ক্ক্য যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যই কি আমরা জন্মিছি? তা তোর দোষ নাই, সকলই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। কোথায় বিক্রমাদিত্যের মাহষী হব; তা নয়, গুরুপুত্রকে বরণ কচ্চি, তা ও নয়, লব্ধ পাগল!!! তা দ্যাখ, যেমন তুই আমাদের প্রতারক, তেম্নি আমরা, আর আমরা কেন, আমি স্বয়ং তোর হন্তারক। আজ শিবসমক্ষে আমরা সধবা হলেম, আবার আজ এই শিবসমক্ষেই বিধবা হব। তাতে যদি আমাদের প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, দেখি তোকে কে রক্ষা করে!

[বেগে প্রস্থান

(রাজা কোশা হইতে এক গণ্ডুস জল লইয়া লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ আর ইহার শেষ তিন চরণ উচ্চারণ করিয়া ঢাক মধ্যস্থ মৃত প্রমোদকুমারের গাত্রে জল সিঞ্চন করিলেন; প্রমোদকুমার পুনর্জ্জীবিত ও ঢাক হইতে বহির্গত হইয়া রাজার সম্মুখে কর-

যোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।)

রাজা। প্রমোদকুমার! ললাট লেখোন পুনঃ প্র —
(মূর্চ্ছা)।

প্রমো। (সচকিতে) এ কি হলো! এ কি সর্ব্বনাশ! (কোশার জল রাজার মুখে শিঞ্চন ও বীজন) এ কি সর্ব্বনাস উপস্থিত! (সরোদনে) মহারাজ! আমার জীবনদাতা! এই দেখতে কি আমি পুনর্জ্জীবিত হলেম? মহারাজ! যে উপায়ে আমার প্রাণদান দিলেন, আমাকে সে উপায় বলে দিন, আমি আপনাকে পুনর্জ্জীবিত করে পুনরায় আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করি। (রোদন)

চন্দ্রকলা, স্বর্ণলতা, হেমলতা ও চপলার প্রবেশ।

চপ। এই দেখ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় এই।

প্রমো। (সরোদনে) ওগো তোমরা কারা গা, ওগো তোমরা যেই হও, মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে একবার দ্যাখ, আমি আর দেখতে পারি নে। (রোদন)

চপ। (চমকিত হইয়া) এ কি সর্ব্বনাশ! (রাজার মুখে বারি সিঞ্চন ও বীজন) তোরা কি দেখ্‌চিস্, স্বর্ণ, হেম, বাতাস কর, বাতাস কর্।

চপ। (প্রমোদকুমারের প্রতি) তুমি কে আর ইনি কে, সত্য করে বল দেখি?

প্রমো। আমি যে হই, ইনি মহারাজা বিক্রমাদিত্য।

[দুই জন যোগীর প্রবেশ।]

১ম। হা প্রমোদকুমার!—(মূর্চ্ছা)

২য়। হা নাথ!—(মূর্চ্ছা)

সকলে। এ আবার কি! এঁরা কারা!? একি হলো!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) প্রমোদকুমার!—(যোগীদ্বয়কে দেখিয়া) একি এঁরা কারা! প্রমোদকুমার! এঁদের বাতাস কর, মুখে জল দাও?

প্রমো। (যোগীদ্বয়কে বাতাস করিতে করিতে) মহারাজ! দেখুন দেখি এঁরা কারা?

রাজা। (যোগীদের দেখিয়া সচকিতে) একি! এরাই না বলেছিলেন আমার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করবেন? তাইত এঁরাই তো বটে। তা—হটাৎ এমন হয়ে পড়লেন কেন? (বীজন)

১ম যো। (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) মহারাজ! আমার প্রমোদকুমার কৈ?—প্রমোদকুমার! বাবা! আমায় একবার মা বলে ডাক! বাবারে একবার মার কোলে আয় বাবা! মহারাজ!—(ক্রন্দন)

রাজা। (সচকিতে) একি, অনঙ্গমুঞ্জরি যে! (চারিটি স্ত্রীর প্রতি) তোমরা কি দেখছ? এঁদের বাতাস কর, মুখে জল দাও; এঁরা পুরুষ নন, স্ত্রীলোক।

(যোগীদ্বয়কে বীজন)

অন। (সরোদনে) মহারাজ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি? মহারাজ! এই কি আমার প্রমোদকুমার! বাবা আমার, একবার মার কোলে এস বাবা!—মা বিদ্যুল্লতা

ওগো মা!—মহারাজ! আর যে স্থির হতে পাচ্চিনে। (ক্রন্দন)

রাজা। মা অনঙ্গমুঞ্জরি! শান্ত হও। প্রমোদকুমার! একবার তোমার মার অঙ্কে উপবেশন কর। (চারিটী স্ত্রীর প্রতি) তোমরা বিদ্যুল্লতাকে অনঙ্গমুঞ্জরীর কোলে বসিয়ে দাও। (রাজা প্রমোদকুমারকে ও চারিটী স্ত্রী বিদ্যুল্লতাকে অনঙ্গমুঞ্জরীর অঙ্কে বসাইয়া দিলেন।)

অন। মহারাজ! এ চারটি স্ত্রীলোক কে?

রাজা। এ চারটি আমার প্রধানা মহিষী। (চন্দ্রকলাকে দেখাইয়া) ইনি এ দেশের রাজা শ্বেতকেতুর কন্যা। (স্বর্ণলতা ও হেমলতাকে দেখাইয়া) এঁরা দুটি রাজ-মন্ত্রীর কন্যা। আর (চপলাকে দেখাইয়া) ইনি নগরপালের কন্যা। এঁদের অনুগ্রহতেই আমি প্রমোদকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করেছি।

অন। মহারাজ! সমস্ত বিবরণ সবিশেষ বলুন।

রাজা। এর উত্তর অনেক কথা; তবে সংক্ষেপে বলি শুনুন। (চারিটি স্ত্রীকে দেখাইয়া) আমার মহিষী হবেন, এই এঁদের কল্পনা। কিন্তু আমাকে কিরূপে পাবেন এই বিবেচনা করে রসিক নামে এঁদের গুরুপুত্রকে বিবাহ করবার সম্মতি প্রকাশ করেন। পরে, আমি লুকিয়ে ঐ রসিকের মুখে এ বিবাহের কথা শুনে তার পিতাকে, এই

সম্বাদ বলে এখানে এসেছি। এঁরা এ সম্বাদ না পেয়ে এই শিবসমক্ষে আমাকে গুরুপুত্র মনে করে বিবাহ কল্লেন, আর "লব্ধব্যমর্থং" আর এর শেষ চরণ গুলি ক্রমে ক্রমে বলাতে আমি প্রমোদকুমারকে পুনর্জ্জীবিত করেছি, এই জন্য এরা আমার প্রধানা মহিষী হলেন।

(চন্দ্র, স্বর্ণ, চপলা ও হেমা গলবস্ত্র, করযোড়ে)

মহারাজ! আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভৈরবী।—কাওয়ালী।

সকলে। হে মহারাজ! ক্ষম অবলারে।
অজ্ঞাতে হয়েছি দোষী নাহি চিনি তোমারে।

চন্দ্র। তোমাকে করিতে পতি, পূজে দেব পশুপতি,
হলো আশা ফলবতী, বিবাহ করে তোমারে।

স্বর্ণ। তোমাকে সঁপিতে পাণি, সেবি সদা শূলপাণি,
সাগর গর্ভের মণি, মিলিল আসি আগারে।

হেম। তব প্রণয় উদ্দেশে, একান্তে সাধি মহেশে,
সদয়ে শঙ্কর শেষে করে দিল গুণাধারে।

চপলা। তব পরিণয় আশে, সদা জপি কীর্ত্তিবাসে,

সকলে। পূরিল সকল সাধ, ভাসি সুখ পারাবারে।

যবনিকা পতন।

উৎসর্গ পত্র।

দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ-সম্পন্না সাহিত্যানুরাগিণী

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া

কোমল করেষু।

মহোদয়া

আপনি আধুনিক রমণী-কুল গর্ব্ব, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যেহেতু দীন, দুঃখি অনাথগণের দুঃখ মোচনে ও সাহিত্যানুরাগীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে আপনার সমধিক যত্ন ও আহ্লাদ আপনার দানশীলতায় ও বদান্যতায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। এক্ষণে আমি দুঃখিনী ভারত মাতাকে সন্তানগণের সহিত আন্তরিক আহ্লাদ ও যত্নের সহিত আপনার কোমল করে অর্পন করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিমধিক মিতি।

শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত মাতা।

সূত্রধারের প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী ভৈঁরো—তাল একতালা।

ডাকরে সবে পরম ব্রহ্মে মনের হরিষে, যতনে।
জগত-কারণ, জগত-জীবন, ভব-ভয়-বারণে॥
সৃজন কারণ, তারণ, পালন, বিঘ্ন-বিনাশন,
পতিত পাবন, সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ,
ভয় কি বল শমনে। যাঁহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান,
গাওরে মন তাঁর গুণ-গান, কাম, ক্রোধ, লোভ,
মান, অভিমান, অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখনা চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্ব্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ কূপে পড়িয়ে।

হিংসা-রূপা পিশাচিনী, অতিশয় মায়াবিনী,
মজনা মজনা হায় তার প্রেমে ভুলিয়ে॥

ভারত-ভূমির ও ভারত-সন্তানগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই "ভারতমাতার" উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধী-মণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর কোর্‌তে এক দিনও যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থ-কর্ত্তার শ্রম সফল।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।

হিমালয় পর্ব্বত।

চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা
ভারতমাতা আসীনা।
সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।

ভারতলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী তিলক কমদ—তাল ঝাঁপতাল।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্র দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥

* ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে লাল আলো জ্বালাইতে হইবে, ও প্রস্থান করিলে পর এককালীন সমুদয় আলো নিভাইয়া ঘোর অন্ধকার করিবে।

চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি॥

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালা।

দেখগো ভারত মাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান॥
সবে বল-বীর্য্য-হীন, অন্ন বিনা তনুক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এদশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এস্থান॥

(শেষ পংক্তি কাঁদিতেং গাইয়া ভারতলক্ষ্মীর প্রস্থান)

ভা, মা। (নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক) কি, কি হোলো, লক্ষ্মী অন্তর্ধান হলেন। হায় হায়, আমি এমনি পাপিয়সী দেখেও তাঁকে ভাল করে দেখলেম্ না, চিনেও চিন্তে পাল্যেম না। (চিন্তা করিয়া) অন্তর্ধানত হন্ নি, আমায় কত কি বোল্‌ছিলেন, কত প্রবোধ দিচ্ছিলেন, শেষে কি কথা বলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পালিয়ে গেলেন। কি বল্লেন? (চিন্তা করিয়া) "অপার জলধিপার" (ক্রন্দন) তবে আমার কি হবে? আমার বাছাদের কি হবে? (চিন্তা)

বাছাদের কি জাগাব? এই সব কথা কি বোল্‌বো? না আর জাগিয়ে কাজ নাই, ওরা ঘুমাচ্ছে, ঘুমুক। না, না, না, তাও কি হয়; ওরাত নিদ্রিত নয়, ওরা অজ্ঞানান্ধকারে পড়ে দিক্‌ভ্রম হয়ে চক্ষু বুজিয়ে পড়ে আছে। বাছারা অন্নজল অভাবে পিপাসীতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছে। আমি মহাপাতকিনী এই সব দেখে এখনও বেঁচে আচি। পাপিয়সী, মার প্রাণত কখনই এমন কঠিন হয় না। (এক জনের হাত ধরিয়া) বাবা, ওট্‌; এমন করে পড়ে থাক্‌লে কি হবে? তোরা যে এখন পরাধীন বাপ্‌। তোদেরত আর সে দিন নাই। ওট্‌ এখন এই রোগের প্রতীকারের চেষ্টা কর। (একজন ওটে আর এক জন শোয়, আর একজন ওটে আর একজন শোয়, এইরূপে একে একে সকলে শয়ন করিল) হায়, হায়, হায়, তোদের যে এখন কি দশা, এতক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পাল্লেম্‌। উঃ একজনকে তুলি, আর একজন শোয়, আর একজনকে তুলি আর একজন শোয়।

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

উঠ উঠ যাদুমনী কত কাল ঘুমাবে আর।
পলাল ভারত-লক্ষ্মী তাঁর আরাধনা কর॥
মায়ের বচন ধর, জ্ঞান অসি করে কর,

এ দুঃখ যন্ত্রনা হতে কররে মোরে উদ্ধার।
হইয়ে তোদের জননী, পরাধীনা অভাগিনী,
এজ্বালা সহেনা প্রাণে হর দুঃখ হর হর।
স্বাধীনতা মহাধন, বলনারে কি কারণ,
লভিবারে বাছাধন, হওনা কেন তৎপর॥

(সকলের উপবেশন)

১ম। (চক্ষুঃ মার্জ্জিত করিয়া) মা, ডাক্‌চ কেন মা?

২য়। বেস্ ঘুমাচ্ছিলেম, কেন জাগালে মা?

৩য়। মা, ঘুম পাচ্চে, ঘুমুই মা?

ভা, মা,। বাবা, আর কতকাল তোরা এপ্রকার নিদ্রিত থাক্‌বি? একবার চোক্ চেয়ে ভাল করে পৃথিবীর ভাব গতিক্ দেখ দেকি। তোদের এখন কি দশা, তোরা কি ছিলি, কি হলি একবার ভাব দেকি? তোদের অভাগা জননীর দুরবস্থা একবার দেখ, বাবা অলঙ্কারগুলি দস্যুতে অপহরণ কোরেছে, একটু তেল পাইনে যে চুলে দিই, এই মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্র আর কতকাল পোর্‌তে হবে যাদু? বাবা, তোরা সকলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে তোদের মার এই দুর্দ্দশা ঘোচা।

গীত।

(৬) রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মম ধর বচন।

ত্যাজ অভিমান, ইন্দ্রিয়দমন, করিবারে বাছা

কররে যতন ॥ হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মান, অভি-মান, স্বাধীনতা-পদে দাও বলিদান, দেখরে সবারে ভায়ের সমান, অজ্ঞান পিশাচে কর দমন। স্বাধীনতা-অসি হেঁসে করে ধর, পরাধীন-গ্রন্থি কাটরে সত্বর, যতনে রতন; স্বাধীনতা ধন, লভি-বারে যাদু কর প্রাণপণ ; যে ধন বিহনে তোদের জননী, এই দেখ যাদু পথের ভিকারিণী, বিহীন ভূষণ, বিহীন বসন, চেষ্টা কর পেতে সেই মহাধন ॥

১ম। মা, আমরা কি কোর্‌বো মা ?

২য়। মা, আমরা কেমন করে তোমার কষ্ট নিবারণ কোর্‌বো মা ?

৩য়। মা, কাকে বোল্‌চো, আমরাতো এখন মানুষ নই, আমরা একটী একটী ভূত যে মা ?

ভা, মা,। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাবা, তোরা কি তারাই রে ? হায়, হায়, হায়, কি ছিলেম কি হলেম, একদা আমার পুত্রগণের যশঃসৌরভে এই ভারত-ভূমি চির-পরিপূর্ণ ছিল, বাহুবলে সসাগরা, সদ্বীপ ধরিত্রীর একাধিপত্য কোরেছিল, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকগণও অকুতোভয়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কালান্তক কাল

সদৃশ বৈরিদলকে মুহূর্ত্তমধ্যে শমন-সদনে প্রেরণ কোর্‌তো, রমণীগণও স্বীয় অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্যাদির দ্বারা বন্দী স্বামীগণকে উদ্ধার কোর্‌তো, কমলে তাহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোর্‌চে, সহাস্য বদনে দাসবৃত্তি অবলম্বন কোর্‌চে, ব্যাঘ্রবোধে সাহসের সহবাস পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কোরেচে।

১ম। মা বড় খিদে পেয়েচে।

২য়। মা, ক্ষিদেয় পেট্ জ্বলে গেল।

৩য়। মা, কিছু খেতে দাওনা মা।

ভা, মা,। (স্বগত) কাল, তুই সব কত্তে পারিস্, তোকে বিশ্বাস নাই (প্রকাশ্যে) বাবা কি আছে যে তোদের খেতে দোবো?

সকলে। মা, মাই দাওনা মা, খাই।

ভা, মা,। বাবা, মায়েতে কি দুধ আছে, যে তোদের খেতে দোবো, বাছা শরীরে কি রক্ত আছে? সব চুসে খেয়েছে। বাবা, তোরা আর কেন এমন করে পড়ে থাকিস্, তোরা আপনার আপনার কাজ কর্ম্মের চেস্টা দেক্।

১ম। মা, আমাদের চারি দিক্ বন্ধ, কোন্ দিকে যাই মা? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যাবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোর্‌বো মা? কেমন করে খাব মা? •

২য়। মা, ইচ্ছে হয় যে মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতি-
পালিত হই, মা, তাও হতে দেয় না মা।

৩য়। মা, আমাদের দেশে এত নুন, আমরা একটু নুন
পর্য্যন্তও খেতে পাইনে, দেখ মা, আমাদের দেশের
তাঁতগুলি পর্য্যন্তও বন্ধ। কি করি, কোথায় যাই
মা, কার কাছে গেলে দুটি খেতে পাব মা?

ভা, মা,। বাবা, কি বল্লিরে? অভাগিণী, এসব শুনে এখনও
বেঁচে আচিস্; হায় কি হোলো, আর যে সহ্য হয়
না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাবা, তোরা
আর কি কোর্‌বি, তোদের আর কে আছে? তোরা
এখন একবার দয়াশীলা মহারাণী, ভিক্টোরিয়ার কাছে
তোদের দুঃখ জানা, তিনি পরম দয়াবতী, অবশ্য
তোদের প্রতি মুক্ তুলে চাইবেন।

১ম। মা, আমরা যে কতবার ডেকিচি, তা তোমায় বলে
শেষ কোর্‌তে পারিনি, মা এত চেঁচিয়ে ডেকিচি,
যে গলা ভেঙ্গে গেছে। মা! তাঁর কোন দোষ নেই,
এই অভাগাদের কান্না, সাগর পার হয়ে তাঁর কাছেত
যেতে পারে না।

ভা, মা,। বাবা, তা তোরা আর কি কোর্‌বি? হায় বিধাতা
আমার অদৃষ্টে এত কষ্টও লিখেছিলে, জননী হয়ে
সন্তানগণের এই দুর্দ্দশা চোকে দেখ্‌তে হোলো। না,
না, না, বিধাতার দোষ কি? আমার কপালের দোষ।
(স্বগত) এককালে আমি আমার ভীমবাহু, যশস্বী

পুত্রগণকে কোলে করে, সস্নেহে মুখচুম্বন কোর্‌তে কোর্‌তে যেমন অহঙ্কারমদে উন্মত্তা হতেম, আপনি আপনাকে রমণী-সর-সরোজিনী, রমণীকুল--গর্ব্ব বলে ভাব্‌তেম, এখন তেমনিই জগদীশ্বর আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করলেন। পাপকর্ম্ম কোর্‌লে ইহকালেও ভুগ্‌তে হয়। (প্রকাশ্যে) বাবা, তোরা এখন একবার উচ্চৈঃস্বরে তোদের কৃপাশীলা মহারাণীকে ডাক্ তিনি অবশ্য শুন্‌তে পাবেন ও তোদের এই দুঃখ দূর কোর্‌বেন।

১ম। মা, তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকি। বিধাতা আমাদের কাঁদবার জন্য স্বজন করেছেন, কাঁদি। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরী, মা, একবার তোমার অনাথ ভারত সন্তানগণের প্রতি কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর। আমরা যে আর এ যাতনা সহ্য কোর্‌তে পারিনে মা। মা আমরা খেতে পাচ্চিনে, আমাদের একটী শোবার ঘর পর্য্যন্ত নেই মা। মা, আপনার নাকি বড় দয়া, আপনি না ছদ্মবেশে দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করে বেড়ান। আমাদের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ করুন, তাহা হইলেই আমাদের সকল যাতনা দূর হবে। মা, আপনার ভয়ার্ত্ত সন্তানগণকে অভয় দান করুন। আমরা যে রোগে পীড়িত আপনি ভিন্ন আর কেহ সে রোগ নিবারণ কোর্‌তে পার্‌বে না মা।

(একজন সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। (তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া) রে দুরাশয় দুর্ব্বৃত্তগণ, এই জন্যই কি আমরা তোদের জ্ঞান দান কচ্চি। রে নরাধম রাজবিদ্রোহীগণ, মহারাণীকে ডাক্‌তে তোদের মনে অনুমাত্র ও ভয় সঞ্চার হোলোনা? ওঃ এমন জান্‌লে কে তোদের লেখা পড়া শেখাত? কে তোদের প্রতি স্নেহ মমতা কোর্‌তো? নরাধম তোদের মুখ-দর্শন কোর্‌লে পাপ হয়। তোরা যাতে শীঘ্র উচ্ছন্ন যাস্ কায়মনোবাক্যে তার চেষ্টা কোর্‌বো। নীচমতি, তোরা যে মহারাণী মহারাণী বলে বারম্বার চীৎকার কোর্‌চিস্, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদ্‌চিস্, তা মহারাণী কি তোদের কথা শুন্‌বেন? মহারাণী কাদের? তিনি আমাদের মহারাণী, ইংলণ্ডেশ্বরী তা জানিস্? এখন সাবধান হয়ে এ সব কথা বার্ত্তা কোস্? (চিন্তা করিয়া) মহারাণী তোদের, কখনই নন্, তোদের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি এক দিনও চেষ্টা করেন না। কেন কোর্‌বেন? তোরা তাঁর কে? কিসে আমাদের উন্নতি হবে, কিসে আমাদের কোষ ধনে পরিপূর্ণ হবে, কিসে আমরা সুখে থাক্‌বো, মহারাণীর ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। নির্ব্বোধগণ, কিছু দিন হলো পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এবিষয়ের এক বক্তৃতা হয় তাতে কি মহারাণী তোদের হয়ে একটা কথা বোলেছিলেন? সে দিন কেন কোন্ দিনই বা বলে

থাকেন, তোদের দুঃখ নিবারণ কোর্‌তে কবে চেষ্টা করেচেন? তা তোরা যেমন নরাধম, কৃতঘ্ন, তেমনি তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্চি (পদাঘাত।)

সন্তান। (সকলে ক্রন্দন করিতে২) মা দেখ মা, আরও কি ডাক্‌তে বোল্‌বে?

ভা, মা। (ক্রন্দন করিতে২) ঈশ্বর, তুমি কোথায়? হতবিধে তোর মনে কি এই ছিল। উঃ, বাবা তোরাই কি আমার তারারে? আমার সেই এক দিন আর এই এক দিন। কোথায় হরিশ, কোথায় গিরীশ, কোথা রামমোহন, কোথায় রামগোপাল। (মূর্চ্ছা।)

(দ্বিতীয় সাহেবের প্রবেশ)

দ্বি, সা। (প্রথম সাহেবের গলা ধরিয়া) রে দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত, ইংরাজ জাতির কলঙ্ক, তুই এখান হতে দূর হ। (পদাঘাত ও প্রথম সাহেবের বেগে প্রস্থান)। (ভারত মাতার সমীপে গিয়া) মা, আর কেঁদনা মা, তোমার দুঃখ দেখ্‌লে পাষাণও দ্রব হয়, ঐ পশুর ন্যায় কতেকগুলি দুর্ব্বৃত্তের নিমিত্তই তোমার এত কষ্ট। নরাধমরা তোমার সব কোর্‌তে পারে। মা, ইংরাজ জাতি কখন এমন নীচ-প্রকৃতি নয়। তোমাদের অশ্রুপাতে অশ্রুপাত না করে, ভদ্র ইংরাজগণ মধ্যে অতীব বিরল। মা, এই রূপ কতগুলি অসভ্য দস্যুর নিমিত্তই আমাদের ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হচ্চে। আমাদের মহ রাণী অতীব দয়াশীলা। এমন কি তিনি

প্রজারঞ্জনানুরোধে আপনার প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও পরিত্যাগ কোর্‌তে পারেন। তাঁর গুণের শেষ নাই। তাঁর ন্যায় সচ্চরিত্রা রমণী, রমণী কুলে দুর্ল্লভ। তিনি তোমাদের মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন কোরে থাকেন। মা, কিছু দুঃখ কোরোনা, তোমাদের দুঃখ-রজনী শীঘ্রই অবসান হবে। তুমি কি ফসেট্‌ টরেন্স প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম শোনোনি, যাঁহারা অভাগা ভারত সন্তানদের দুঃখ দূর কোর্‌তে প্রাণপণে যত্ন করে থাকেন। আর এই যে সজ্জন-পালক, প্রজারঞ্জক, মহামতী লর্ড নর্থব্রূক গবর্ণর জেনেরল হোয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোর্‌বেন (সন্তানদের প্রতি) ভাই, যথার্থ তোমাদের এখন অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়েছে; আর কি কোর্‌বে ভাই, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। জগদীশ্বর তোমাদের এ বিপজ্জাল হতে শীঘ্র মুক্ত কোর্‌বেন।

(২য় সাহেবের প্রস্থান)

(ধৈর্য্যের প্রবেশ)

ধৈর্য্য। আর কেন জননীগো করিছ রোদন।
ধৈর্য্যধর শোকাবেগ কর সম্বরণ॥
আমি ধৈর্য্য—ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি।
কেমনে তোমার মাগো নিবারিগো বারি॥

ভ্রাতৃগণ আর কেন, কর গাত্রোত্থান।
জননীর দুঃখানল করিতে নির্ব্বাণ॥
ওহে ভীরু—ভীরু ভাব ছাড় হে এখন।
অভাগিনী জননীরে করহে যতন॥
হইয়ে আমার বশ, আশা পূর্ণ কর।
আমি ধৈর্য্য—মম দাস—(শ্বেতাঙ্গী অমর)॥
নিজগুণে সবে বশ করিবে যেদিন।
জানিবরে সেই দিন তব শুভ দিন॥
জাতিহিংসা, অভিমান, লোভ, অপমান।
ত্যজরে এদের সবে, হয়ে সাবধান॥
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর সবে।
অবশ্য তোদের ভাই বাসনা পুরিবে॥

(প্রস্থান)

সাহসের প্রবেশ।

কি ভয় সাহস আমি এসেচি আপনি,
লওরে আশ্রয় মোর, কি ভয় শমনে;
আমার সহায়ে পার অমরে জিনিতে,
রাক্ষসে কি ভয় তব? ভেবনা ভেবনা,
অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান,
ভারতের সুখরবি উদিবে গগনে।
কায় মনে প্রাণ পণে কররে যতন।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"।

(সাহসের প্রস্থান)

ঐক্যতার প্রবেশ।

ঐক্যতা। ভ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-হিংসাই, তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এসকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনবাক্যে জননীর দুঃখনাশ-ব্রতে ব্রতী হও।

"কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
'যতোধর্ম্ম স্ততো জয়'
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?"

(প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

"চোরের উপর বাটপাড়ি।"

OR

Rightly Served.

AN

EXTRAVAGANZA IN ONE ACT.

BY AN ACTOR.
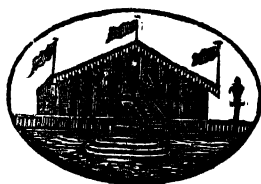
গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনয়ার্থে

শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৮৩ সাল

DEDICATION.

THIS LITTLE PIECE

IS DEDICATED TO

BABU BHOOBON MOHAN NEWGY,

PROPRIETOR G. N. THEATRE,

BY HIS AFFECTIONATE

FRIEND

The Author.

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় - - -	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
নারায়ণচন্দ্র বসু - - - - - -	বেকার ভদ্রসন্তান।
কাঙ্গালিচরণ - - - - - - - -	স্বর্ণকার।
গিন্নি - - - - - - - - - -	অঘোর বাবুর স্ত্রী।
ঝি - - - - - - - - - - - - -	অঘোর বাবুর।

বাঙ্গাল বাবু, বাউলের দল, ছোগরা।

সংযোগস্থল—কলিকাতা

শুদ্ধিপত্র।

৬ পৃষ্ঠা ১৮ পুংক্তি বাউলদিগের গানের প্রথম পুংক্তির পর “বাঙ্গলায় কন্যাদায়, যত গৃহস্থ লোকেতে মারা যায়” ও ১১ পৃষ্ঠা ৩ পুংক্তি “সাহস দণ্ড বিকাশ করিয়া” পরিবর্ত্তে “সহাস দন্ত বিকাশ করিয়া” পড়িতে হইবে।

"চোরের উপর

বাটপাড়ি।"

প্রথম দৃশ্য—কাঙ্গালি স্বর্ণকারের দোকান।

(কাঙ্গালি ও একটী ছোগ্‌রা কর্ম্মে নিযুক্ত, নারায়ণ বাবু উপস্থিত)

কাঙ্গা। (গীত।)

এসেছে লবান আবার বাংলা মুলুকে।
সে যে স্বাধীন হয়ে, করে বিয়ে,
কাল কাটাবে মনের সুখে॥
ঘানির বিত্তন্ত, জেনেছে মোহন্ত,
থাক্‌তে জিয়ন্ত, পরলারীর লামটী
আন্‌বে না মুখে॥

হাঁ গা ল্যারান বাবু লবীন কি এখন লাট্‌ সাহেবের বাড়ী-তেই আছে?

নারা। উঁ হুঁ ! শিম্‌লে কোন্ বাবুদের বাড়ীতে আছে।

কাঙ্গা। লিমাই বাবু বল্‌ছিল কি ট্যাম্পল না টোম্পল সাহেবের বাড়ীতে বাঁসা লেছে।

নারা। আরে না টেম্পেল সাহেব—এই ছোট লাট সাহেব আর কি—নবীনকে দয়া করে খালাস দিয়েছেন।

কাঙ্গা। হাঁ গা লবীন্, লবীন্, লবীন্, লবীন্‌টী কেমন ?

নারা। কেমন আর, তুমি আমি যেমন। যাহোক একটা হুজুক করে অনেকে অনেক পয়সা রোজকার কল্লে—বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটারওয়ালারা।

কাঙ্গা। হাঁ ঠিক্ ঠিক্, আমি একবার চার আনায় এক টিকিস্ করে মোহন্ত-লাটক দেখে এসেছি। আঃ ভ্যালা যা হোক, এলোকেশীকে কেটে লবীন যে কল্লে রক্তে রক্তপাৎ! চর্‌কি ঘুরে পাগল হল, সেই খানটী বাবু আমায় বড় ভাল লেগেছিল।

নারা। আমি ওসব দেখেছি, আমার ফ্রি টিকিট্ ছিল, মোহন্তের রামায়ণ পর্য্যন্ত দেখেছি।

ছোগ। মোহন্তের রামায়ণ ?

নারা। আরে মোহন্তের ‘ সাত কাণ্ড ’!—ছোড়া নে তামাক সাজ—বুঝেছ হে কাঙ্গালিচরণ, যা বল বাবা, সে দিন যে মোহন্তের খাসি করেছিল—বহুতাচ্ছা ! কোথা লাগে “সতী কলঙ্কিনী ”

ছোগ। মিস্ত্রিমশাই, এক টাকা দিয়ে এক বোতল

মোহন্তের তেল আমি কিনে নে গেছলেম—তেলটার যে ঝাঁজ্,
দু-দিনে বুনুয়ের দাদ্ আরাম হয়ে গেল।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ।)

অঘো। কি হে কাঙ্গালিচরণ, কতদূর ?

কাঙ্গা। কর্ত্তাবাবু লমস্কার। বসুন, এট্টু পচ্চিম ঘেঁসে
সরে বোস তো লারান্ বাবু।

অঘো। তো বেটার কি "ন" বেরুবে না ?

কাঙ্গা। আজ্ঞে "লো" আমার কিছু কম এসে। আপনি
জিনিসের কথা বল্‌ছিলে ? এই রসান্‌টা হলেই হয়।

অঘো। সে কথা নয়—সেই সেই (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাঙ্গা। (ক্ষণেক অঘোর বাবর মুখের দিকে চাহিয়া
পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়) ওঃ মালের কথা ? সে ঠিকই আছে।

অঘো। (ইঙ্গিতে নারায়ণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে
নিষেধ)

কাঙ্গা। আঃ তা থাক্, ও খুব ভয়ের লোক, এই সকের
দলে থাকে, বরং ওকে লিন খুব জোগাড়ে হবে, কিছু (অঙ্গুলি
দ্বারা টাকার ইসারা)

অঘো। বটে! ওহে বাপু, তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর ?

নারা। আজ্ঞে, এই ট্র্যামওয়ে উঠে যাওয়া অবধি বেকার
বসেছিলেম, আবার ট্র্যামওয়ে হবে বলে ভাব্‌চি, মধ্যে দিন
অষ্টেক সেন্‌সসে ঠিকে খেটেছি—সেই অবধিই মিস্ত্রির সঙ্গে
আলাপ, এইখানেই আপিস করেছিলেম।

অঘো। তবে তুমি এই পাড়ায় সেন্‌সাস করেছিলে? তবে এখানকার সব জানা শুনো আছে—একটা কর্ম্ম আছে পার্‌বে? মিস্ত্রি যা বল্‌ছিল—ছিব্‌লেমো না কর তো বলি—তোমায় কিছু পাইয়ে দেবো।

কাঙ্গা। লা মশাই খুব তয়ের আছে, এই সেদিন শান্তি-পুরে একটা কাজ গুচিয়ে এসেচে।

অঘো। বাহোবা! খুব তয়ের—সার্টিফিকেট্‌ওয়ালা—আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কাঙ্গালিচরণ?

কাঙ্গা। আজ্ঞে তা হলেই অযথেষ্ট হবে—ঢেক!

নারা। কি বলুন না মহাশয়, তারপর দেখবেন কাজের কাজী কি না?

অঘো। কাজ আর কি হে বাপু! ভেঙ্গেচুরে বলি—হরতনের বিবিতে ইস্কাপনের টেক্কা তুরুপ কর্ত্তে হবে।

নারা। যদি গোলাম বাইরে থাকে?

অঘো। তবে আর খেলওয়াড় কি?

নারা। দেখা যাক্ তো বেয়ে চেয়ে—ভেঙ্গে চুরে সব বলুন।

অঘো। (ক্ষণেক নারায়ণের প্রতি চাহিয়া) হাঁ, পার্‌বে পার্‌বে না খেয়ে না দেয়ে চেহারাখানা করেছ ভাল। কিন্তু বাবু নেমক্‌হারামি ক'র না; দেখ সরে এস, এই রাস্তা লম্বা ধরে গিয়ে, যে ডানহাতি গলিটে আছে জান, সেটায় যেও না, তার আগে আদ্ রসিটাক্ গিয়ে ময়রার

দোকান আছে জান, তারির তিন দরজা পশ্চিমে, মনে পড়েছে কি ?

নারা। আজ্ঞে বুঝেছি, ওপরে খড়্খড়ে আছে তো ?

অঘো। হাঁ, আচ্ছা দেখ আজিই তুমি যেও (কাণে কাঁণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়—জনৈক ঢাকাই ভদ্রলোকের প্রবেশ ও অলঙ্কার লইয়া স্বর্ণকারের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ও পরে প্রস্থান) তার পর যা যা হয় পরে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

নারা। আজ্ঞে কখন তবে দেখা হবে।

অঘো। শোন বলি (কাণে কাণে কথা ও ইঙ্গিতাভিনয়) এই মোড়ের মাথায়। তবে, দেখ ভুল না আমি এখন চল্লেম।

নারা। আজ্ঞে তবে আমিও যাই।

অঘো। কাঙ্গালি এখন চল্লেম হে, একে ভাল করে বুঝিয়ে সুজিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

নারা। কেমন (ইঙ্গিতাভিনয়)

কাঙ্গা। মন্দ নয়, আমাদের এই (অঙ্গুলি নাড়িয়া) হলেই হল। তবে তুমি যাও, দেখো মুখ থাকে যেন ?

নারা। হাঁ যাই।

[প্রস্থান।

ক্যাঙ্গা। চল্ ছোগরা আমরাও খাওয়া দাওয়া করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাস্তা

(নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। তাই তো, কোন্‌টা ঠাওরাতে পাচ্চিনে—তিন দরজা—রাম, দুই, তিন দরজা—এই যে ওপরেও খড়্‌খড়ে আছে, এইটেই বটে, যাহোক্ এট্টু এদিক ওদিক করে দেখা যাক। (শিষ দেওয়া)

(একদল বাউলের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

বাঃ বেশ সুবিধা হয়েছে! বাউলের দল গান গাইতে গাইতে আস্‌চে, পাড়ার সব লোক ছাতে উঠবে, আমারও দেখবার সুবিধা হবে (পাইচারি)

(জানালায় গিন্নি ও নিচের দরজায় ঝির প্রবেশ)

ঝি। ওরে তোরা নতুন গান জানিস?

বাউল। জানি বই কি ঠাক্‌রুণ।

ঝি। তবে গা দেখি—ওপরে গিন্নি আছেন পয়সা দেবেন্।

বাউল। (গীত)

রাগিণী মুলতান্—আড়খেম্‌টা।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ব-বিদ্যালয়।
না হতে এন্তাস পাস, চায়গো রূপার থাল গেলাস,
বিয়েয়্ সোণার ঘড়া গাড়ু,
এমেতে সর্ব্বস্ব চায়॥

কনের বাপ বর্‌কর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁট কষার চাপন,
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয় ॥
ছি ছি বঙ্গবাসীগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,
পাঁঠা পাঁঠির মতন করে কি বেটাবেটি বেচতে হয় ?

প্রস্থান।]

(গিন্নি ও নারায়ণের পরস্পর ইঙ্গিতাভিনয়)

গিন্নি। ঝি (ইঙ্গিতাভিনয়)

ঝি। (ইঙ্গিতাভিনয় করিয়া) ওগো বাবুটী আপনি একবার এই দিকে আসুন।

নারা। কাকে—অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমাকে ?

ঝি। একবার এই দিকে আসুন, একটু দরকার আছে।

নারা। কেন, কেন গা ?

ঝি। আসুন না বলি।

নারা। (স্বগত) কপাল বুঝি ফির্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর।

(গিন্নি ও নারায়ণের প্রবেশ।)

গিন্নি। এসনা ভয় কি? এখন কেউ আস্‌বে না; তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার এত ভয়?

নারা। না, না, আমি ভয় কচ্চিনে—তবে কি তোমার স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তাই—

গিন্নি। অমন ঢের্ হঠাৎ এসেচে, আসে তখন তার উপায় হবে, সে তো আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না এখন তুমি বস, আমোদ কর, আমি অমন গুজ্‌গুজে লোক ভাল বাসিনে।

নারা। না, আমোদ কর্‌বোনা তো এলেম কেন? আমি তোমার কথা শুনে অবধি পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিলেম, কদিন ধরে রোজ্ এই রাস্তায় কতবার পাণ্টি মেরেছি, আর এই খড়্‌-খড়ি পানে তোমার আশায় হাঁ করে চেয়ে থেকেছি—বাড়ি খুঁজতে কম্ কষ্ট হয়েছে—রাম, দুই, তিন দরজা।

গিন্নি। সে কি?

নারা। আছে বাবা! তোমার বাড়ীর ঠিকানা।

গিন্নি। সত্যি বলনা, আমার কথা তুমি কোথা শুন্‌লে?

নারা। ভাই! পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে কি সরোবরের সন্ধান বলে দিতে হয়? তার সৌরভই ভ্রমরকে টেনে আনে।

গিন্নি। বেশ ভাই, একহাত নিলে, কিন্তু এ যে নীলপদ্ম।

নারা। ক্ষতি কি? আমিও তোমার উপযুক্ত হনুমান, যত্ন করে তুলে নেগে প্রভু রামচন্দ্রকে উপহার দেব।

গিন্নি। না ভাই, আমার রামে শ্যামে কাজ নেই—তুমি আমায় বাম হয়ো না। (হস্ত ধরিয়া) বাস্তবিক ভাই কে জানে তোমার চোকে কি আছে, এক চাউনিতেই আমায় পাগল করেছ, কিন্তু ভাই তোমাদের বিশ্বাস কি, দু-দিন বাদে চিন্তেও পার্ব্বে না।

নারা। না ভাই, যথার্থ বল্‌চি, তোমায় আমি ভুল্‌ব না, তবে কি———

গিন্নি। বল না কি বল্‌ছিলে?

নারা। না, আমার মত লোকের এ কাজ পোষায়ও না, সাজেও না।

গিন্নি। কেন? তোমার কি দাঁত পড়েছে না চুল পেকেছে? (চিবুক ধরিয়া) এই ত দিব্বিটী!

নারা। তা না ভাই, ভদ্র লোকের ছেলে, হাতে না পয়সা থাক্‌লে কিছুই ভাল লাগে না—কায কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুর্‌ব, না আমোদ কর্‌ব।

গিন্নি। কোথায় তুমি কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে যাবে? তা হলে তোমায় আমি দিনের বেলায় পাবনা, তোমার যখন যা দরকার হয় আমায় বোলো—তাতে আর লজ্জা কি, আমার যা তা তোমারি।

নারা। (স্বগত) মন্দ নয়, আহার ওষুধ দু ই, তবে আর

ভাব্‌না কি ? (প্রকাশ্যে) ভাই আমায় যা বল্‌বে তাই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি, আজ্‌ অবধি আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলেম।

(নেপথ্যে দ্বারাঘাত।)

নেপথ্যে। গিন্নি ?

নারা। (সভয়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ ! কি কি কি হবে ?

গিন্নি। চুপ কর (নিদ্রাবিকৃত স্বরে) অ্যাঁ—যাই।

নারা। কি হবে, কোথা দিয়ে বেরুব ?

গিন্নি। ভয় কি চুপ্‌ করনা, বেরুবে আবার কোথায় ? ঘরেই তোমায় লুকুচ্চি।

নারা। ও বাবা এই ঘরে !

গিন্নি। চুপ করনা—এস—যাও।

(টেবিলের নিচে নারায়ণের লুকান গিন্নির টেবিলের উপর টেবিল-ক্লথ বিস্তারণ ও পরে দ্বারোদ্ঘাটন।)

অঘোরের প্রবেশ।

অঘো। সাত ঘণ্টায় দরজা খোলা হয় না—দোর দিয়ে বসে কার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল ?

গিন্নি। যমের সঙ্গে, আর কার সঙ্গে—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

অঘো। আমার নানান্‌ কাজ নানান্‌ ঝঞ্ঝোট।

গিন্নি। আর আমার কাছে বসা তোমার একটা কাজ্‌

নয় ? আমি একলাটি থাকি কি করে বল দেখি ? ঘুমিয়েও সুস্থির নেই এম্‌নি একটা বদ স্বপন দেখ্‌ছিলেম্‌।

অঘো। (সাহস দণ্ড বিকাশ করিয়া) ওঃ তাই বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্‌ছিলে ? আমি বলি বুঝি কার সঙ্গে গল্প কচ্ছিলে।

গিন্নি। এমনি তোমার মনই বটে ! এখন জল টল খাবে ?

অঘো। না শরীরটে ভাল নেই, এখন কিছু খাবনা, আস্‌তে এট্টু রাত্তির হবে তাই বল্‌তে এলেম্‌।

গিন্নি। না, না, রাত করনা মাতা খাও আমি একলা থাক্‌তে পার্‌বনা।

অঘো। না, বড় বেশি হবেনা।

[প্রস্থান।

গিন্নি। যেও না যেও না আমার মাথা খাও যেও না ওগো যেও না, যাও অধঃপাতে যাও নিমতলার নতুন ঘাটে যাও (নারায়ণকে বাহির করিতে উদ্যতা) এস বেরিয়ে এস।

নারা। গেছে নাকি ?

গিন্নি। হাঁ আর ভয় কি ?

নারা। না ভয় আর কি—খুব যা হোক্‌।

গিন্নি। বস, ভাল হয়ে বস।

নারা। না ভাই আজ্‌ আর থাক্‌ আমি আসি।

গিন্নি। সেকি জল্‌টল্‌ খাও—ঝি—

নেপথ্যে। যাই।

[জলখাবার দিয়া ঝির প্রস্থান।

গিন্নি। এস জল খাও।

নারা। না আজ্ আর থাক্।

গিন্নি। এই ত ভাই, তুমি আমায় ভাল বাস না—তা হলে খেতে।

নারা। না, না, খাচ্চি।

গিন্নি। তুমি ভাব্চ কি? এই খাও (মুখে তুলে দেওয়া)

নারা। তুমি খাও (উভয়ের আহার) তবে আজ আমি আসি?

গিন্নি। নিতান্তই কি না গেলে নয়?

নারা। আমার এট্টু বিশেষ বরাৎ আছে।

গিন্নি। তবে কাল এম্নি সময়—বরং একটু সকাল সকাল আস্বে, আমার মাতা খাও।

নারা। ছি ওকথা কি বল্তে আছে? আমি আস্ব।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্ব।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্ব।

গিন্নি। আস্বে?

নারা। আস্ব।

গিন্নি। ভাই প্রাণ রইল তোমার কাছে। (নারায়ণের অজ্ঞাতসারে নারায়ণের পকেটে একটী মণীবেগ প্রদান)

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—রাস্তা।

(অঘোর বাবুর প্রবেশ।)

অঘোর। কৈ এখন তো আস্‌চে না? দেরি হচ্চে কেন? বোধ করি সে যায় নি। আমার সঙ্গে ঠিক পাঁচটার সময় দেখা কর্‌বার্ কথা,—পাঁচটা ছেড়ে সাড়ে সাতটা হতে গেল, কেন এত দেরি হচ্চে কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। পাছে আমার দেরি হয় সেই জন্য যা আমি বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত খেলেম্ না, গিন্নি কত অনুরোধ কল্লে তবুও এক দণ্ড দাঁড়া-লেম্ না। বোধ করি ছোগ্‌রা সাহস করে যেতে পারে নি, ছেলে মানুষ!—কাঙ্গালি যেমন সেক্‌রার ঘরের বোকা তাই ছেলে মানুষকে জোটালে। (চিন্তা) কিন্তু ছোগ্‌রা চালাক্ আছে, চেহারাটাও মন্দ নয়! কাজ যদি গোচাতে পারে, তা হলে এবার ফার্‌চুন্ ফিরে যাবে; যা হোক দেখা যাক্ (চিন্তা) ঐ না কে আস্‌চে? ঐ তো বটে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আস্‌চে, বোধকরি সফল হয়েছে তা না হলে মুখে হাঁসি আস্‌তো না, দেখি ও এসে আমায় খোঁজে কি না।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

(অপর দিক দিয়া নারায়ণের প্রবেশ।)

নারা। বাহবা কি বাহবা! খাওয়ালে দাওয়ালে আবার টাকা দিলে? এ তো বেশ মজা! বুড়ো বেটাতো আচ্ছা

চার আমায় দেখিয়েছে ; কথায় বলে "খোদা যব্ দেগা তো ছাপ্‌পড়্ ফোড়্‌কে দেগা" তাই হয়েছে আমার! ডেম্ ট্র্যাম্‌ওয়ে! আর চাকরির জন্যে সেন্‌জার খোশামোদ কর্ত্তে যাব না—মাগীটা তো হাত হয়েছে, কিন্তু নেমোকহারামি কর্ত্তে পার্‌বো না, বুড়কে কিছু ভাগ দিতে হবে, একলা সব ভোগ করা হবে না, তা হলে ধর্ম্মে সবে না ; যাহোক আজ এ টাকায় আমার বড় উপকার দেবে ; টাকা যে আজি পাব তা তো আশা করিনে।

অঘো। (নিকটে আসিয়া) কিহে ভারি হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আস্‌চ যে ? খপর কি ?

নারা। খপর মহাশয় খুব ভাল, মধ্যে বড় আবার রগোড় হয়ে গেছে !

অঘো। কি, কি, কি, শুনি বল দেখি।

নারা। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলি শুনুন।

অঘো। বল।

নারা। অনেক খুঁজেপেতে তো বাড়ি বের্ কল্লেম, রাম, দুই, তিন দরজা, যেমন বলে দেছ্‌লেন—কি করি, সেই খানে বেড়াচ্চি আর শিষ দিচ্চি—এমন সময় এক দল বাউল গান গাইতে গাইতে উপস্থিত—আমারও সুযোগ হলো—যা ভেবেছিলেম তাই—ঝাঁ-করে উপরকার খড়্‌খড়ে খুলে গেল—আর তার ভেতর মোহিনী মূর্ত্তি—দুজনেরি চোক খেল্‌তে লাগ্‌লো—এমন সময় ঝি এসে আমায় ডেকে নে গেল—বাড়ির ভেতর ঢোক্‌বা-

মাত্র গিন্নি খাতির করে ঘরে নে গিয়ে বসালেন—ভারি ফূর্ত্তি, যেন কত কালের আলাপ পরিচয়, এমন সময়—

অঘো। কি কি কি এমন সময় কি হল ?

নারা। বাড়ির কর্ত্তাশালা এসে দরজায় ধাক্কা—"গিন্নি, গিন্নি"—বেটার যেন বাবাকেলে গিন্নি—আমি ত আড়ষ্ট—আকাট মেরে গেলেম—গিন্নি আমার দুনিয়ায় দৃক্‌পাতে আনেন না—আমায় টেবিলের নিচেয় না লুকিয়ে রেখে—সামনের কাপড়টা টেনে দিলে—সে বেটা এসে দুই একটা কথা কয়ে বিদায় হলো—সেও গেল গিন্নি আমায় টেনে বের কল্লে—তার পর জলটল খাওয়া গেল—ঢের মাথার দিব্য দিলে, কাল যাবার জন্যে। তার পর এই টাকার ব্যাগ লুকিয়ে আমার পকেটে ফেলে দিয়েছে।

অঘো। (সন্দিহানচিত্তে স্বগত) তাইতো কি হলো এ যে আমারি মণি-ব্যাগের মত দেখ্‌চি—বেটা আমারি সর্ব্বনাশ করেছে না কি ? না, এমন ব্যাগও তো অনেকের থাক্‌তে পারে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঘরটী কেমন সাজানো বল দেখি ?

নারা। তা মহাশয় বেশ—কোচ আছে একখানা, একটী টেবিল আছে—ঐ যার নীচে আমি লুকিয়ে ছিলেম্—খান কতক চেয়ার আছে, একটী সিন্দুক আছে, এক কোণে একটা কিসের পিপে আছে।

অঘোর। (স্বগত) বেটা বলে কি ? আমায় আশ্চর্য্য করে তুলেছে, অ্যাঁ ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে আমারি সর্ব্বনাশ ! পরমেশ্বর

জানেন—ভাল, একজামিন্ কর্ত্তে হবে (প্রকাশ্যে) ঠিক্ ঠিক্ ঐ বটে, তা তুমি আবার কাল যাবে ?

নারা। যাব বই কি মহাশয়, আমায় মাথার দিব্বি দিয়ে তিন সত্য করে নিয়ে তবে আস্‌তে দিয়েছে।

অঘো। তবে কাল যেও, ভাল করে আমার কথাটা তুলো, মাচটা খেলিয়ে ডেঙ্গায় সাবধানে তুল্‌তে পাল্লেই তোমারও ফার্চুন্ ফির্‌বে আমারও ফির্‌বে।

নারা। মহাশয় এতে দুশো টাকা—টাকায় আর নোটে আছে; তা আমায় সিকি দিয়ে বাকি আপনি নিন্।

অঘো। না, না, তোমার এখন নিতান্ত অভাব, বেকার অবস্থায় আছ ও টাকা তুমিই নাও, যখন ভারি দাঁও হবে তখন তুমি ভাগ দিও।

নারা। এখন তবে আসি মহাশয়।

অঘো। হাঁ আমিও যাই—দেখ ভুল না।

নারা। আজ্ঞে না, নমস্কার।

[প্রস্থান।

অঘো। আমার মনে যে বড় সন্দেহ হচ্চে, বেটা কি শেষকালে আমারি সর্ব্বনাশের যোগাড় কল্লে! অ্যাঁ!—যাই হোক, কাল তকে তকে থাক্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য—অঘোর বাবুর অন্দর।

(গিন্নি ও নারায়ণ খাবার খাইতে উপবিষ্ট।)

নারা। বলি আজ আবার আস্‌বে না তো ?

গিন্নি। আসে তার উপায় করা যাবে; দেখেছতো সাহস।

নারা। তা তো খুবই দেখিয়েছ।

গিন্নি। এস ভাই আমরা দুজনে বৃন্দাবনে চলে যাই।

নারা। বৃন্দাবনে যেতে হবে কেন, তুমি যেখানে থাক সেই খানেই বৃন্দাবন।

গিন্নি। এক জিনিষ খাবে ?

নারা। কি ?

গিন্নি। খাওতো বলি।

নারা। তা তুমি যা দেবে তাই খাব, এখন তুমি আমার—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা
যস্যকন্যা বিবাহিতা"

গিন্নি। ঐ দেখ দেখি ঐ বেশ, এই আমি ভালবাসি (মদ্যের শিশি আনিয়া) তুমি এম্‌নি করে আমোদ করে কথা কও, তোমার কিসের ভয়! যখন আমার কাছে আছ তখন মনে কর গড়ের মাঠের কেল্লায় আছ। [মদ্য প্রদান]

নারা। অ্যাঁ এ কোত্থেকে পেলে ?

গিন্নি। মিন্সে খায়, আমাকেও শিখিয়েছে, বলে তোর "অম্বলের ব্যারামের উপকার হবে" আমি—"সেঁধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা ?"

নারা। তবে তুমি প্রসাদ করে দাও।

গিন্নি। যদি আসে—আঃ, তা আমার মুখের কাছে পার্‌বে না (অৰ্দ্ধ পান করিয়া নারায়ণকে প্রদান)

নারা। (পানান্তে) বাঃ এ যে ব্রাণ্ডি! চাক্‌রি গিয়ে অবধি যা কাঙ্গালির কাছে এট্টু আদ্‌টু বাকের খাঁটি খেতেম্, ব্রাণ্ডির টেষ্ট তো ভুলেই গেছলেম।

গিন্নি। তবে আর এক গেলাস খাও।

নারা। দাও, তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি, কি দেবে দাও।

গিন্নি। (মদ্য পাত্রে ঢালিয়া)

(গীত।)

"কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।
সকলকারির সকল আছে, আমার কেবল তুমি॥"

নেপথ্যে। গিন্নি—গিন্নি ?——দরজা খোল—জল্‌দি।

নারা। (সভয়ে) আবার আজ যে, কি হবে ? ও গিন্নি ? আমি গেছি রক্ষা কর, নেষা হয়েছে, কি হবে, তুমি না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে ? তুমি আমার সব, তুমি আমার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

গিন্নি। চুপ্ কর, চুপ্ কর, হচ্চে।

নারা। আর চুপ্ কর, আমি টেবিলের ভেতর যাই, তুমি সাম্‌নের কাপড়টা টেনে দিও (টেবিলের মধ্যে লুক্কায়িত হওন)

গিন্নি। না না আজ ওখানে নয়, এস এস এই—পিপের ভেতর যাও।

নারা। পিপের ভেতর কি করে যাব ?

নেপথ্যে। দরজা খোল না গিন্নি ? দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তর নেই।

নারা। ঐ—বাবা, শীঘ্র শীঘ্র——

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—ওঃ——আ——আ——(মৃদুস্বরে) যাও পিপের ভেতর যাও, ওতে বিলিতি মাটী ছেল——আঁ্যা——ওঃ

(নারায়ণের পিপের মধ্যে প্রবেশ।)

গিন্নি। (কাতর স্বরে) ওঃ—আঃ—(দ্বারোদ্ঘাটন)

(অঘোর প্রবেশ করিয়া টেবিল উলটান।)

গিন্নি। (পেট্ টিপিয়া) ওরে বাবারে ! দেখ দেখি আমি মর্‌চি একে, আবার কোথা থেকে ছাই ভস্ম গিলে মাতাল হয়ে এসেছ।

অঘো। মাতাল হয়ে এসেছে বই কি ! বের কর ? বের কর—বের্ কর—

গিন্নি। অ্যাঁ কি বল্‌চ গো; বোস, মাতায় জল দিই; আঃ—ওঃ—আপনার একৃতার বুঝে খেতে পার না? আঃ—ওঃ—ঘরে এসে খেলে হত না?

অঘো। ঘরে এসে তোমার মাতা খেতে হবে।

গিন্নি। আ—হা—হা—তাই খাও গো; তাই খাও, আমার হাড্ডা জুড়ুক, উঃ—উঃ—বড় বেদনা! এট্টু ঐ তোমার ওষুধ খেতে গেলেম, তাও পড়ে গেল ওঃ—ওঃ—ওঃ—পেট্টা সেঁটে ধল্লে যে গাঃ—আঃ—(কাতর হইয়া কৌচে উপবিষ্টা)

অঘো। আচ্ছা আমি বসন্ত বাবুকে পাঠিয়ে দিই গে, দু মিনিটে ভাল করে দেবে এখন।

গিন্নি। না গো না, সাগুর বিচিতে আমার কিছু হবে না, আমার পেটে বেলের চারা বসাতে হবে।

অঘো। তবে আমি কানাই বাবুকে পাঠাইগে, বেলের চারা হোক তালের চারা হোক যা হয় সেই দেবে; আমি আর দেরি কর্ত্তে পারিনে, দেখ্‌চি আমার একুল ওকুল দুকুল গেল—মোড়ের মাতায় দেখি যদি সে আসে—ছোঁড়া কি যে কচ্চে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

[প্রস্থান।]

গিন্নি। (কাতরস্বরে) ওঃ—ওঃ—ওঃ—(হাস্য) হা! হা! হা! আপদ্‌ গেছে, উনি মনে করেন ওঁর বড় বুদ্ধি! উঁকি মাচ্চ কি? এস আমার প্রাণের ধন পিপের রতন! (নায়া-

য়ণের পিপের মধ্য হইতে বাহিরে আগমন) বিলিতি মাটী গায়ে লেগেছে বিলিতি জল খাও ধুয়ে যাবে এখন———

নারা। না আজ আর নয় আমার নেশা হয়েছে; এখন আমি রোজ আস্‌বো——তোমার খুব বুদ্ধি।

গিন্নি। এ কাযে বুদ্ধি আপনিই এসে পড়ে।

নেপথ্যে। মা ঠাকুরুণ একবার এ ঘরে আস্‌বে গা, তা হলে ঘরটা পরিস্কার করি।

গিন্নি। এস ভাই এস আমরা ও ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য—মোড়ের পথ।

(অঘোরের প্রবেশ।)

অঘো। তাই তো আমায় যে বিষম সমস্যায় ফেল্লে, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনে, টেবিল ফেবিল তো খুব খুঁজলেম্, কিছুই তো নয়, আমার মিছে সন্দেহ, গিন্নি আমার তেমন নয়—কত কাঁদ্‌তে লাগলো, ব্যারামটা হয়েছে বটে—উচ্ছন্ন—না না মূর্চ্ছা যাবার মত হয়েছিল। ডাক্তারদেরও দেখা পেলেম্ না ছাই—ওটা গেছে কালেজে, ওটার হয়েছে পেটে ফোড়া, দেখি রাত্তিরে পাই যদি। আজ একলা ফেলে আসা ভাল হয় নি, কি করি, তা বলে আমি তো আর এ কাজ ছাড়তে পারিনে—

এই যে আমার কাঙ্গালির "লারাণ" আস্‌চে—কি হে ভারি ফূর্ত্তি যে? খপর কি? আজ আমার কথা কিছু ঘা ঘো দিয়েছিলে?

নারা। আজ্ঞে না, আজ পারি নি।

অঘো। হুঁ—

নারা। আপনি দুঃখিত হবেন না, অচিরাৎ ফল প্রসব কর্ব্বে—আমি আপনার কাজ খুব কচ্চি—আমি নেমকহারাম নই, আজ হলো কি——

অঘো। হাঁ হাঁ কি হলো?

নারা। সে দুঃখের কথা কবেন না—শুনুন্। আজ তো গিয়ে জলযোগ কল্লেম—ছুঁড়িটা আবার খানিক ব্রাণ্ডি বের করে দিলে—বল্লে আমার ভাতার অম্বলের ব্যারাম ভাল হবে বলে আমায় খেতে শিখিয়েছে—ব্রাণ্ডি এক গেলাস খেয়ে আর এক গেলাস খাচ্চি, এমন সময় তার ভাতার শালা এসে পড়্‌লো—ছুঁড়ির ভারি বুদ্ধি—আমায় আজ টেবিলের নিচেয় না লুকিয়ে—আজ পিপের ভেতর লুকুলে—তার পর যেন ব্যাম হয়েছে দেখিয়ে আঁ—ওঁ করে কপাট খুলে দিলে—মিন্সে এসে টেবিলটা উল্টে পাল্টে একেকার—আমায় কোথায় পাবে—তার পর ছুঁড়ি উল্টে তাকে মাতাল বলে ধম্‌কালে—মিন্সে ডাক্তার ডাক্‌তে গেল—আমি আবার বের হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ কল্লেম——

অঘো। (স্বগত) কি বাবা কি এ? আমি ভানুমতির

) দেখ্‌চি না কি? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তার স্বামীকে তুমি .বচো?

নারা। না মহাশয়, গোর্‌বেটা যতক্ষণ হুঙ্কার ঝাড়ছিল, আমি ততক্ষণ কেবল পিপের পতর্‌ গুণছিলেম্‌।

অঘো। (স্বগত) আচ্ছা! আর এক দিন দেখ্‌বো (প্রকাশ্যে) দেখ কাল তুমি আমার কথা পাড়তেই চাও, কাল তুমি ঠিক্‌ তিনটার সময় যেও, আমার সঙ্গে এখানে ঠিক চারটার সময় দেখা হবে——হাঁ আজ আর কিছু দেচে?

নারা। আজ্ঞে না, পয়সা কড়ি কিছু দেয় নি, আর রোজ রোজ!

অঘো। হাঁ—হাঁ—তুমি যাও।

[নারায়ণের প্রস্থান।]

বার, বার, তিন বার! কাল এস্পার কি ওস্পার!! কিন্তু ঐ ঘরে কোথায় লুকুবে? যাই কাল আমি সাড়ে তিনটার সময় হাজির হচ্চি।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য—অঘোরের অন্দর।

(নারায়ণ তামাক খাইতেছে।)

নারা। "ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।
আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে॥"

দিনবন্ধু মিত্র ঠিক বলে গেছে। পরের তালুকে কি মৌরস বন্দবস্তই আমার হয়েছে—তবে বুড়ো বেটাকে কিছু কিছু দালালি দিতে হবে, তা দিলেমই বা! গিন্নির আমার উপর যে রকম নেক নজর দেখ্‌চি, এখন ঐ বাড়ী ঘর দোর সব আমারই, বুড়োটা বোধ হয় আমায় কিছু সন্দেহ কচ্চে, তা তাকে টাকা কড়িরই ভাগ দেব-- গিন্নি আমার!

(জলখাবার লইয়া গিন্নির প্রবেশ।)

গিন্নি। এস জল খাও, খেয়ে দেয়ে—

নেপথ্যে। গিন্নি ও গিন্নি—

নারা। আজই আমার কবোর! টেবিল গেছে, পিপে গেছে এবার কোথায় যাব?

নেপথ্যে। গিন্নি, গিন্নি—

গিন্নি। যাই, সবুর সয় না? (মৃদুস্বরে) এস এস (ব্যস্তভাব)

নারা। কোথা যাব? গেচি যে, আজ যে মিন্‌সের ভারি চড়া মেজাজ! আজ পেলেই আমায় কীচক বধ কর্ব্বে।

নেপথ্যে। কচ্চ কি? দরজা খোল না? ঘরে কে আছে বুঝি? এখন পার কর্ত্তে পার নি?

গিন্নি। হাঁ আছে তোমার যম—যে তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে, কাপড়ডা পর্‌তে তর সয় না—

নারা। ওগো কোথা যাব গো? পিপেয় যাব, না ঘাঁ বদ্‌লাবে? আর তো জায়গা দেখিনে?

গিন্নি। এস এই সিন্ধুকের ভেতর যাও।

নারা। সিন্ধুকের ভেতর ?

নেপথ্যে। ভাংলেম্ দরজা, চালাকি? আমি ঐ কর্ম্ম করে বেড়াই, আমার সঙ্গে চালাকি! আমার কাজ হল ঐ—•—

নারা। গেল গো, গেল গো! গিন্নি রক্ষা কর গো, আমার টাকা কড়ি দরকার নেই—কিছু চাইনি, তুমি আমায় প্রাণে বাঁচাও গো——তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ! খুড়ো, জেটা, পিশে, ঠাকুর-দাদা! এই হেঁপায় শান্তিপুর ছেড়েছিলেম!

গিন্নি। ভাল অজবুক! এস, এবার না বাড়ী ছাড়্লে চল্‌বে না, বড় বাড়া বাড়ি দেখচি—সন্দেহ করেছে—যাও এই সিন্ধুকের ভেতর যাও—

(নারায়ণের সিন্ধুকের ভিতর প্রবেশ ও গিন্নির দ্বারোদ্ঘাটন ও অঘোরের বেগে প্রবেশ।)

অঘো। (পিপা গড়াইয়া টেবিল উল্টাইয়া প্রহার.)

গিন্নি। কি হয়েছে কি? খুঁজ্জ কি? দেখচ কি?

অঘো। কোথায় লুকোলি বল? দরজা খুল্‌তে দেরি হল কেন?

গিন্নি। হলো তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন কচ্ছিলেম্ বলে—তোমার জলখাবার সাজাচ্ছিলেম্।

অঘো। জলখাবার সাজাতে সাজাতে কি দরজাটা খোলা যায় না?

গিন্নি। কর্ত্তে পার না এসে গিন্নিপনা? আমার স্বভাব নয়, আমি হাতের কায না সেরে অন্য কাযে হ। দিই না! এর আদ খানা ওর আদ খানা আমার ভা লাগে না—

অঘো। রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ও সব শুন্‌তে নেই চাতা হায়! বের কর?

গিন্নি। বের্ করা স্বভাব তোমার! তুমিই বের্ কর— পরের বউ ঝি বার্ কর্ত্তে তুমিই খুব তয়ের!

অঘো। এ সব জলখাবার তোমার কোন বাবার জন্যে—

গিন্নি। এই তোমার—তোমার!

অঘো। ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে, কোথা আছে বল? নইলে-

গিন্নি। নইলে কি (ক্রন্দন) মারবে না কি? মার, মেয়ে মানুষ না হলে তোমার আর জোর খাট্‌বে কোথায়?— আমার স্বামী হয়ে আমার উপর সন্দেহ করে! যদি সন্দেহ করেছ, আর তোমার ঘরে আমার থাকা উচিত নয়, আমায় রেখে এস, বাপের বাড়ী, তারা পেটেও জায়গা দিয়েছে হাঁড়িতেও জায়গা দেবে, আমার শাশুড়ী তো আমায় নিতান্ত ডোমের চুবড়ি ধুয়ে আনে নি।

অঘো। যাও বাপ্‌কা বাড়ী, আমি নেই চাতা হায়— তোমার মত মাগ আমার ঢের মিলে গা—আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে—